Fuad
সেবা
প্রকাশনী
ওয়েস্টার্ন
বিল হিকক
গোলাম মাওলা নঈম

ওয়েস্টার্ন

বিল হিকক

গোলাম মাওলা নঈম

ব্লু হিল র‍্যাঞ্চে হচ্ছেটা কী? রহস্যময় সব লোক বাথানের ক্রু। মালিক পোক রবেকও কম রহস্যময় নয়। দুনিয়ার সব কর্কশ চেহারার লোককে কাজে নিয়েছে, আর বদমেজাজি হাঙ্ক বার্নেটের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে পাকা করে রেখেছে। অথচ বার্নেটকে যমের মত ভয় পায় রবেকের মেয়ে প্রিসিলা।

রাজ্য ও রাজকন্যার লোভে প্রিসিলাকে বিয়ে করতে এক পায়ে খাড়া বার্নেট, কিন্তু সে মজে আছে সল্ট লেক শহরের সেলুন মালিক অপূর্ব সুন্দরী জুয়ানিতা ইবানেজে। যে-কোন মূলে স্প্যানিশ এই মেয়েটিকে সে চায়।

ব্লু হিল বাথানের সীমানার কাছে, পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায় রহস্যময় আরেক চরিত্র–ব্ল্যাক রাইডার। আদ্যোপান্ত কালো পোশাক তার পরনে, চড়েও কালো রঙা একটা তেজি বাকস্কিনে। কী চায় সে? কেউ জানে না। কেউ কখনও তাকে কাছ থেকে দেখেওনি।

ক্রমে জমে উঠল নাটক। একে একে সবার মুখোশই উন্মোচিত হলো। ভাল-মন্দের বিচার করার তখন সময় নেই, যার যার প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত সবাই। সমস্ত ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু ব্লু হিল বাথান, আর সবকিছুর নিয়ামক হয়ে দাঁড়াল কিংবদন্তী একটা নাম–*বিল হিকক!*

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

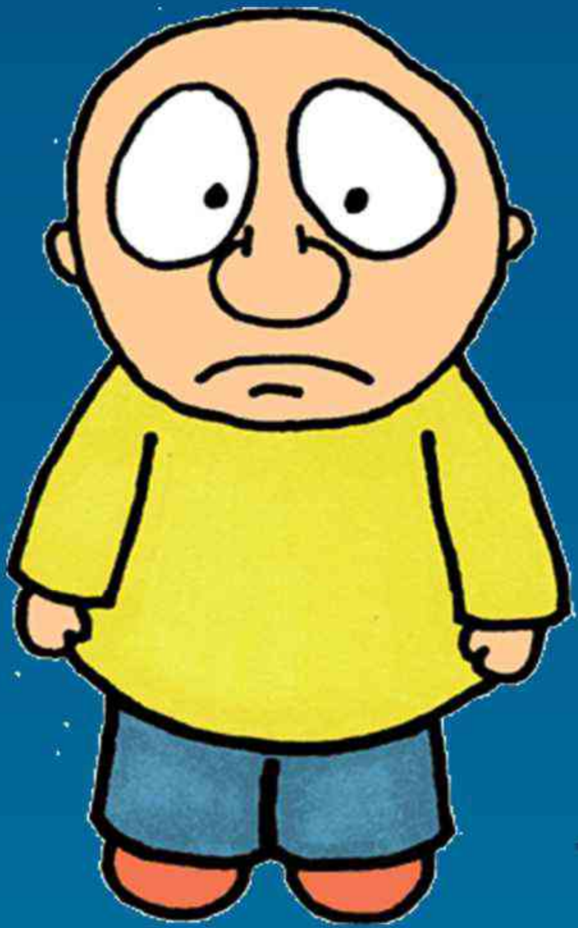

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

ওয়েস্টার্ন

বিল হিকক

গোলাম মাওলা নঈম

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-8306-7

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৯

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
e-mail: sebaprok@citechco.net
Website: www.Boi-Mela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

BILL HICKOCK
A Western Novel
By: Golam Mawla Naeem

উনপঞ্চাশ টাকা

বিল হিকক

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান, হার্ডি স্লোন, ভূমিদস্যু। **খোন্দকার আলী আশরাফ:** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিন্স রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার, খলনায়ক, পরবাসী, অধিকার, শক্তপাল্লা, শিকড়, ত্রাতা। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উড়ত্তরসুরি, খুনে শহর, তালাশ, মুখোশ, চালবাজ, দম্ভ, ঘাতক, ঘায়েল, আসামী, অহঙ্কার, দূরের পাহাড়-১, দূরের পাহাড়-২, নরকে, শকুন, দাপট, বিপত্তি, রক্ষা, ছোবল, খেসারত, শাস্তি, আঁতাত, ফাঁসির দড়ি, জুলুম, দুর্জয়, জট। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়, যমদূত। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ, লিপ্সা, অপমান, অপচেষ্টা, দাঙ্গা, চোরাবালি, ঘৃণা, বাধা। **আবু মাহদী:** পাঞ্জার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্। **সুস্ময় আচার্য:** অপবাদ। **সায়েম সোলায়মান:** সঙ্কট, অবরুদ্ধ শহর, পরিবর্তন।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

বিশালদেহী মানুষটাকে ভয় পায় প্রিসিলা, অথচ ক'দিন পর কিনা তাকেই বিয়ে করবে! এমন তাগড়া শরীরের লোক জীবনে দেখেনি ও, কিন্তু গায়ে-গতরে বড় বলে নয়, বরং ভিন্ন কারণে তাকে ভয় করে। ভয়ের সঠিক কারণ নিজেও জানে না বা ভাল বোঝে না। হাল্ক বার্নেটের স্বচ্ছ নীল চোখের গভীরে কী যেন আছে যেটা মনে কাঁপন ধরিয়ে দেয়, আর উদ্ধত ও আগ্রাসী আচরণ শঙ্কিত করে তোলে ওকে।

আসল নাম হাঙ্ক বার্নেট। কিন্তু বিশালদেহ, আসুরিক শক্তি এবং মারমুখী স্বভাবের জন্য সবাই ডাকে "হাল্ক" নামে। বার্নেট আক্ষরিক অর্থে এক দৈত্য। স্বভাবেও তাই। আকার বা গড়নে অপেক্ষাকৃত ছোটখাট মানুষের প্রতি চরম অবজ্ঞা বোধ করে সে, কথায় কথায় তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতেও ছাড়ে না। হাঙ্ক বার্নেটের কাছে গুরুত্ব পায় এমন মানুষ দুনিয়ায় কমই আছে।

লম্বায় সাড়ে ছয় ফুট, ওজনে পাক্কা তিনশো পাউণ্ড। এক রত্তি কম হবে না। হাঙ্ক বার্নেট সামনে এসে দাঁড়ালে নিজেকে একটা পাহাড়ের তলায় মনে হয় প্রিসিলার, যে-কোন সময় বুঝি ধসে পড়বে পাহাড়টা! আর যা মেজাজ! পুরোপুরি বেপরোয়া, ভয়-ডর কী জিনিস জানে না; আচরণেও রূঢ়, চাঁছাছোলা এবং উদ্ধত।

বার্নেটের উপস্থিতি ওর বুকে ভয় বা অস্বস্তি ধরিয়ে দেওয়ার আরেকটা কারণ তার চাহনি। অভদ্রোচিত নয়, আবার অশোভনও নয়। পশ্চিমে একজন ভদ্রমহিলার দিকে কেউ এভাবে তাকায় না,

বিশেষ করে সে যখন র‍্যাঞ্চের কর্মচারী বা ফোরম্যান হয়। হাঙ্ক বার্নেটের আচরণে কখনও কখনও প্রিসিলার মনে হয় ও যেন মালিকের মেয়ে নয়, বরং ব্লু হিলের মেইড আর বার্নেটই র‍্যাঞ্চের মালিক।

বাপের পাশে ডাইনিং টেবিলে বসেছে প্রিসিলা। ভারী পদশব্দ শুনতে পেলেও মুখ তুলে তাকাল না। শব্দটা ওর চেনা, জানে কে ঢুকেছে ঘরে।

বরাবরের মত আজও শঙ্কিত হয়ে পড়ল।

ইদানীং বার্নেটের উপস্থিতিতে তাই ঘটছে। দিনকে দিন অবাধ্য হয়ে উঠছে সে, সীমা লঙ্ঘন করছে। নতুন কী ঘটায়, এ-নিয়ে রীতিমত শঙ্কায় ভোগে প্রিসিলা, তাই বার্নেট সামনে এলে নিজেকে গুটিয়ে নেয় ও, সমস্ত অস্বস্তি চেপে রাখার প্রাণান্ত চেষ্টা করে। এ-থেকে বোধহয় মুক্তি নেই ওর! কারণ বার্নেটের প্রতি এই ভয় নিয়েই আজীবন থাকতে হবে।

'বৃষ্টি আসার আগেই উত্তরের গরুর পালটাকে সরিয়ে আনতে পেরেছিলে?' জানতে চাইল ব্লু হিল মালিক পোক রবেক।

'হ্যাঁ,' মালিকের দিকে তাকানোর গরজ অনুভব করল না হাঙ্ক বার্নেট, অবহেলা ভরে একটা চেয়ার পিছনে সরিয়ে বসে পড়ল টেবিলে। গরুর মাংসের প্রকাণ্ড দুটো টুকরো, পর্যাপ্ত পরিমাণে টমেটোর সস, বেশ কয়েকটা রুটি আর অন্যান্য খাবার নিজের থালায় নিয়ে নিল। কোনটাই বাদ রাখেনি।

ঘরে তৈরি রুটিতে মাখন মেখে তিন রুটি একসঙ্গে রোল করে বড়সড় কামড় বসাল সে। বাম হাতে রুটির বাকি অংশ ধরে রেখে ডান হাতে অন্য খাবার মুখে পুরতে লাগল। ভঙ্গিটার মধ্যে একটা জান্তব ব্যাপার আছে, চোখ এড়ায়নি প্রিসিলার। নিজের অজান্তে শিউরে উঠল ও।

খাবার চিবানোর ফাঁকে পোক রবেকের দিকে তাকাল সে. আলাপী স্বরে বলল: 'ব্ল্যাক রাইডারকে দেখলাম আজ।'

'আমাদের রেঞ্জে?'

'হ্যাঁ, চিমনি রকের ওদিকের পাহাড়ে। শহুরে গুজবে যেমন শোনা যায়, একাই ছিল সে।'

'কাছাকাছি ছিলে নাকি? লোকটার চেহারা দেখতে পেয়েছ?' পোক রবেকের কণ্ঠে সীমাহীন কৌতূহল, খাওয়া থেমে গেছে খবরটা শোনার পর।

'আরে নাহ্! দূর থেকে একনজর দেখেছি। মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল। আসলে ঠিকমত ঠাহর করার সুযোগও পাইনি। লোকে যে ওকে ছায়াশিকারী বলে, তাতে বোধহয় ভুল নেই। আর ওর ঘোড়াটাও যেমন, তুফান বেগে ছুটতে পারে!'

হাঙ্ক বার্নেটের মুখে বিকার নেই, নিত্যদিনের মত সাধারণ কোন ঘটনা যেন এটা। অথচ রহস্যময় ওই রাইডার সম্পর্কে কার না আগ্রহ আছে তল্লাটে! সল্ট লেক সিটি এবং আশপাশের এলাকায় এটাই সবচেয়ে আলোচ্য বিষয়।

বার্নেটের প্রতিক্রিয়া দেখে অবাক হয়েছে প্রিসিলা। মানুষটার মধ্যে কোন ভাবান্তর নেই। এতবড় একটা ঘটনা, অথচ বলছে খুব সহজ ও অনুত্তেজিত কণ্ঠে। রহস্যময় রাইডারকে দেখতে পাওয়াও বিশেষ ঘটনা, কিন্তু বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হয়নি বার্নেট।

'মেক্সিকান লোকেরা কী বলে, জানো?' নিষ্প্রাণ সুরে বলে গেল বার্নেট। 'ব্ল্যাক রাইডার আসলে স্রেফ লোকের কল্পনা। আদপে অমন কেউ নেই, বড়জোর বেঘোরে খুন হওয়া কারও ভূত হতে পারে।'

র‍্যামরডের মন্তব্যে বিরক্ত হলো ব্লু হিল মালিক, সামান্য তীক্ষ্ণ শোনাল তার কণ্ঠ। 'বাজে কথা! তুমি একা তো নও, তোমার আগে অন্যরাও তাকে দেখেছে! রক্তমাংসের মানুষ। লোকটা কে আর কী উদ্দেশে এলাকায় ঢুঁ মারছে—এটাই জানার ইচ্ছে আমার।'

'তুমি বোধহয় অযথাই উদ্বিগ্ন হচ্ছ,' আশ্বস্ত করার সুরে বলল র‍্যামরড। 'মেক্সিকানদের ধারণাও ঠিক হতে পারে, হয়তো

আদপে অমন কেউ নেই। কেউ কি কখনও ব্ল্যাক রাইডারের ট্র্যাক দেখেছে? আমার চোখে পড়েনি, কেউ দেখেছে বলেও শুনিনি। সন্ধ্যা, রাতের অন্ধকার বা বৃষ্টির মধ্যে ছাড়া আর কখনও তাকে দেখা যায়নি। সবচেয়ে বড় কথা কয়েক সেকেণ্ডের বেশি কেউ দেখেনি।'

বিশালদেহী ফোরম্যানের জন্য এত ব্যাখ্যা দেওয়া খানিকটা অস্বাভাবিক। আগ্রহহীন বিষয়ে অযথা শব্দ খরচ করতে অনীহা আছে তার।

এক্ষেত্রে বোধহয় ব্যতিক্রম হয়েছে, ভাবল প্রিসিলা, কারণ শুরুতে বার্নেটকে নিতান্ত নিস্পৃহ মনে হলেও আসলে পোক রবেক সম্পর্কে আগ্রহী সে-মালিকের প্রতিক্রিয়া বুঝতে চাইছে। আশ্চর্য ব্যাপার, ওর বাবা তারচেয়েও বেশি আগ্রহী, এবং তা জানে বলেই গল্পটাকে দীর্ঘায়িত করছে বার্নেট।

বাপের প্রতিক্রিয়া দেখে রীতিমত বিস্মিত হলো প্রিসিলা, তবে বিস্ময়টুকু নীরবে হজম করল। পুরুষদের এসব ব্যাপারে আলাপ করতে ভাল লাগে না ওর, তাই শুধু আজ নয়, কখনোই অংশগ্রহণ করে না। না-চাইলেও অনেক কথা কানে আসে বলে স্রেফ শুনে যায়।

রহস্যময় ব্ল্যাক রাইডারের প্রতি ওর বাবার আগ্রহ উস্কে দিতে চাইছে ফোরম্যান, এটুকু না-বোঝার মত বোকা নয় প্রিসিলা। ধৈর্য ধরার সিদ্ধান্ত নিল ও।

এদিকে বেশ খেপে গেছে পোক রবেক, মুখ-চোখ লাল হয়ে গেছে। 'ব্ল্যাক রাইডারের উপস্থিতি সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নেই!' আপত্তি জানাল সে। মোটা ভুরুর নীচে রবেকের দুই চোখে ক্ষীণ রাগ, তর্কে হার মানতে রাজি নয়। চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। 'আমার তো ধারণা দাগী আউটল সে। আইনের তাড়া খেয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। লুকিয়ে থাকতে সুবিধা বলে এই এলাকায় ঠাঁই নিয়েছে। ঠিক এ-কারণে কখনও কারও ক্ষতি করেনি সে, কাউকে

বিরক্ত করেনি।'

শ্রাগ করল ফোরম্যান। 'ঠিক বলেছ। এ-পর্যন্ত কাউকে বিরক্ত করেনি ও, হয়তো যাকে খুঁজছে তাকে খুঁজে পায়নি বলে।' মুখ তুলে মালিকের দিকে তাকাল সে, তাচ্ছিল্য আর ঔদ্ধত্য খেলা করছে চাহনিতে। 'আবার এমনও হতে পারে হয়তো সত্যিই বেঘোরে খুন হওয়া কেউ সে, নিজের খুনীকে ধরার জন্য পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'বাজে বকছ!' ত্যক্ত স্বরে বলল ব্লু হিল মালিক, কণ্ঠে ভর্ৎসনা। 'আচ্ছা, প্রিসিলাকে ভড়কে দিতে চাইছ নাকি? ও তো প্রায়ই ঘুরতে বেরোয়, ব্ল্যাক রাইডারের কথা শুনলে নির্ঘাত ভয় পাবে বেচারী।'

মুখ তুলে প্রিসিলার দিকে তাকাল হাঙ্ক বার্নেট, চোখাচোখি হলো দু'জনের। পরমুহূর্তে বার্নেটের দৃষ্টি প্রিসিলার বুকের উপর চলে গেল। বরাবরের মত অস্বস্তির চাদর ঘিরে ধরল প্রিসিলাকে।

এই লোককে বিয়ে করতে কীভাবে রাজি হলো ও? বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবছে প্রিসিলা, মনটা তেতো হয়ে গেছে। এদ্দিন জানত মাতাল হয়ে গেলে ভীষণ মারকুটে ও বেপরোয়া হয়ে পড়ে বার্নেট, সেটা অনেক পুরুষই হয়; কিন্তু এসব কী দেখতে পাচ্ছে এখন? ভাবী স্ত্রীর দিকে এমন অশোভন দৃষ্টিতে তাকায় কেউ?

হাঙ্ক বার্নেটের সামনে দাঁড়ানোর বা বিরুদ্ধে যাওয়ার মত লোক নেই কেউ। বিশেষ করে সে যখন পান করতে থাকে। ড্যান হায়েক নামে এক লোক সেই দুঃসাহস করেছিল, এবং প্রাণ দিয়ে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছে।

শহরে বেশ কয়েকবার মারপিট করেছে বার্নেট, আর প্রতিবার তুমুল ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। সেলুনের আসবাবপত্র ভাংচুর করার লোভ সামলাতে পারে না, কারণ এতে নিজেকে বিশেষ উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া যায়। ওর প্রতি মানুষের ভীতি বা সমীহ আরও বেড়ে যায়। অন্তত তাই মনে করে বার্নেট।

শুধু একটা সেলুন ব্যতিক্রম। ফ্যান্ডাঙ্গো। কোন মারপিট বা ধ্বংসাত্মক ঘটনা ওখানে ঘটায়নি। লোকে যা বলে তার কতটা সত্যি? আনমনে ভাবল প্রিসিলা। গুজব রয়েছে ফ্যাণ্ডাঙ্গোর মালিক সুন্দরী স্প্যানিশ মহিলার উপর নজর পড়েছে বার্নেটের, তাই মহিলা অসন্তুষ্ট হবে বলে ফ্যাণ্ডাঙ্গোয় ঢুকলে নিপাট ভদ্রলোক হয়ে যায় সে।

মহিলার নাম জুয়ানিতা জুয়ারেজ। শহরে রাস্তায় একবার দেখেছিল তাকে। বেশ লম্বা, চোখ দুটো সুন্দর, মায়াবী। আচরণে বনেদী লেডি। সত্যি কথা বলতে কী, অত সুন্দরী কোন মেয়ে কখনও দেখেনি প্রিসিলা। সমৃদ্ধ সেলুন ও গেম-হল চালায় এমন এক মহিলার কাছে প্রতিদিনই যায় ওর ভাবী বর, কিন্তু বিস্ময়কর হলেও এ-নিয়ে নিজের মধ্যে ঈর্ষা বা আগ্রহ আবিষ্কার করতে পারেনি প্রিসিলা–না জুয়ানিতা জুয়ারেজের প্রতি, না হাঙ্ক বার্নেটের প্রতি।

কোনরকমে খাওয়া শেষ করে দ্রুত টেবিল ত্যাগ করল প্রিসিলা, নিজের কামরায় চলে এল। ইদানীং বার্নেটকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে। বিশালদেহী ফোরম্যানের সামনে কখনোই সহজ হতে পারে না, কথা বলতেও উপভোগ করে না। ভয় যেমন পায়, তেমনি লোকটা ধাঁধায়ও ফেলে দিয়েছে ওকে।

দিনে দিনে যেন ব্লু হিলে বার্নেটের কর্তৃত্ব বেড়ে যাচ্ছে, আর ওর বাবা গর্তের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। অথচ সে স্রেফ ফোরম্যান! কাউকে ডরায় না এই সাহসের জন্য লোকে প্রশংসা করে পোক রবেকের, কিন্তু কথাটা বোধহয় প্রযোজ্য নয় এখন, কারণ ব্যতিক্রম দেখতে পেয়েছে প্রিসিলা–বার্নেটের নির্দেশমত চলছে ওর বাবা। অন্তত কয়েকবার এই ঘটনা ঘটেছে।

র‍্যাঞ্চ হাউসটা বিশাল হলেও পুরানো। শিগ্‌গিরই মেরামত না-করলে সমস্যা হবে। প্রিসিলার নিজস্ব কোয়ার্টার ডাইনিং হল থেকে দূরে, খোলা একটা প্যাসিও পেরিয়ে যেতে হয়। প্যাসিও

পেরোনোর সময় গায়ে ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ল। অন্যসময় হলে হয়তো বৃষ্টির স্পর্শে এক ধরনের স্বস্তি বোধ করত প্রিসিলা, কিন্তু এখন করল না।

কামরায় ঢুকে গা থেকে কোট ছাড়িয়ে দেয়ালে লাগানো আঙটায় ঝুলিয়ে দিল ও, উল্টোদিকের জানালার কাছে চলে এল।

বাইরে অদ্ভুত সুন্দর এক পৃথিবী! এত সুন্দর জায়গা খুব কম দেখা যায়। বিস্তীর্ণ প্রেয়ারির শেষ সীমানায় উঁচু-নিচু পাহাড়, দু'পাশে দিগন্তের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণ-পশ্চিমের এই পাহাড়ী এলাকায় দেখা গেছে রহস্যময় রাইডারকে, মনে পড়ল প্রিসিলার।

সহসা অতি আশ্চর্য একটা ঘটনা ঘটল। হয়তো ওর ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই, যেন আদপে এমন কিছু ঘটছে না, লোকটার উপস্থিতি যেন ওর উর্বর মস্তিষ্কে কল্পনার ফসল—অবাস্তব এক চরিত্র; হঠাৎ ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে এক ঘোড়সওয়ারের আবছা অবয়ব ফুটে উঠল অনুচ্চ এক পাহাড়ের ঢালে। র‍্যাঞ্চ হাউসের শেষ প্রান্ত থেকে বড়জোর একশো গজ দূরে, বৃষ্টির তোড়ের কারণে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে কাঠামোটা—ভাল করে না-দেখলে বোঝা যায় না।

গতি কমিয়ে ঘোড়া থামাল রাইডার। স্যাডলে ঠায় বসে থেকে পুরো র‍্যাঞ্চে চিরুনি দৃষ্টি চালাল। চওড়া ব্রিমের হ্যাটের কারণে তার মুখ ঢাকা পড়ে আছে, বৃষ্টি না-থাকলেও এতদূর থেকে চোখে পড়ত না। তবে ফিল্ডগ্লাস হলে ভিন্ন কথা ছিল, ভাবল প্রিসিলা। শুধু কুচকুচে কালো পোশাক দেখে তার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হলো ও, নইলে হয়তো বৃষ্টিতে আটকা পড়ে যাওয়া কোন ক্রু বা কাউহ্যাণ্ড ভাবত।

একটা বিষয় পরিষ্কার: র‍্যাঞ্চের উপর নজর রাখছে দীর্ঘদেহী কালো পোশাকের লোকটা। এ হচ্ছে সেই ব্ল্যাক রাইডার!

হুট করে অস্বাভাবিক একটা কাজ করে বসল ও। কী ভেবে

করেছে, পরে অনেক ভেবেও কিনারা করতে পারল না। চট করে হ্যাঙার থেকে কোট তুলে নিয়ে গায়ে চাপাতে চাপাতে ছুটে বেরিয়ে গেল, তারপর রহস্যময় রাইডারের উদ্দেশে হাত নাড়ল।

মুহূর্ত কয়েকের জন্য পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা, শেষে হঠাৎ নড়ে উঠল ব্ল্যাক রাইডার। পাশ ফিরে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আগে শুভেচ্ছার ভঙ্গিতে একটা হাত নাড়ল ওর উদ্দেশে!

পরমুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

ঘটনাটা অবিশ্বাস্য মনে হলো প্রিসিলার। এক মুহূর্ত আগেও ছিল সে, অথচ এখন গায়েব হয়ে গেছে! চোখের পলকে। ঠিক যেন সামান্য ধোঁয়া। কিন্তু ওর উদ্দেশে হাত নেড়েছে সে! রহস্যময় ব্ল্যাক রাইডার সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছে, জানে আজকের ব্যাপারটা এর আগে কখনও ঘটেনি, অর্থাৎ অন্য কারও উদ্দেশে কখনও হাত নাড়েনি সে। নিজের সৌভাগ্যকে এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না ওর।

পুলকিত মনে কামরায় ফিরে এল প্রিসিলা, উত্তেজনায় বুক ধুকপুক করছে। এমন আশ্চর্য ঘটনা কাউকে বলা যাবে না ভাবতে মনটা খারাপ হয়ে গেল ওর। কেউ বোধহয় ওকে বিশ্বাস করবে না। উঁহুঁ, একজন করবে। রেস মেলিন। ওকেই বলতে হবে। সব শুনে নির্ঘাত ওর মতই বিস্মিত হবে সে।

জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ও। ছোট্ট যে-টিলার উপর দেখেছিল ব্ল্যাক রাইডারকে, সেদিকে তাকিয়ে আছে নিবিষ্ট মনে। ভাবছে মেলিনের উপর নির্ভর করা যায়। বিশ্বাস করবে ওকে। পুরো র‍্যাঞ্চে শুধু ওই একটা লোক ওকে কিছুটা মূল্যায়ন করে, ওর ভাবনা-চিন্তাকে আমল দেয়।

হঠাৎ প্রিসিলার মনে পড়ল আরও একজন আছে। কুক বার্ট হ্যাকলে। সেও বিশ্বাস করবে ওকে। বছর দুয়েক আগেও চৌকস পাঞ্চার ছিল, কিন্তু ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেলার পর র‍্যাঞ্চের কুক হিসাবে কাজ করছে হ্যাকলে।

দুই

বারান্দায় এসে ঘরে তৈরি একটা চেয়ারের উপর ধপ করে শরীর ছেড়ে দিল হাঙ্ক বার্নেট। ভারী শরীরের চাপে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ জানাল চেয়ারটা। গদিটা গরুর চামড়ায় তৈরি না-হলে হয়তো ধসে পড়ত। তবে পড়িপড়ি করেও পড়ে না কখনও, আজও পড়ল না।

সিগারেট রোল করার ফাঁকে পাশ ফিরে ব্লু হিল মালিকের দিকে তাকাল সে। ঈষৎ মাথা ঝাঁকাচ্ছে বুড়ো। তার ভঙ্গি দেখে মুখ টিপে হাসল বার্নেট। দুর্বলতার প্রকাশ। নতুন করে ওর মনে পড়ল মানুষটার বয়স হয়েছে। শরীরে কামড় বসিয়েছে জরা। নাম যাই হোক, আগের সেই দোর্দণ্ড প্রতাপ বা শৌর্য-বীর্য নেই পোক রবেকের।

আহ্, ইদানীং দিনগুলো দারুণ কাটছে ওর। অন্যের চোখে ওর প্রতি ভয় দেখতে এত ভাল লাগে! চৌহদ্দিতে কেউ নেই যে ওকে ভয় পায় না। এমনকী পোক রবেকও ব্যতিক্রম নয়। শুধু সে নিজেকে নিজে ভয় পায় না।

তবে বয়স হলেও রবেক লোকটা বাতিল মাল হয়ে যায়নি। ম্যাথু মেহ্লার বা বিলি স্যাণ্ডার্সের মত বেয়াড়া লোকের বস্ হতে হিম্মত লাগে। সেটা আছে বা ছিল বলেই কুখ্যাত দুটো লোককে এ হিসাবে বেশ কয়েক বছর কাজ করাতে সক্ষম হয়েছে রবেক।

তবে ব্লু হিলে পাঞ্চার হিসাবে কাজ করার বিনিময়ে যা পায় এরা, তাও কম নয়। মেহ্লার বা স্যাণ্ডার্সের মত আউটলদের

কাছে মাসিক ত্রিশ ডলার বা মুফতে থাকা-খাওয়া নয়, বরং নিজস্ব নিরাপত্তার প্রশ্নটাই বড়। ব্লু হিল মূলত ফেরারী বা পালিয়ে থাকা অপরাধীদের আখড়া। মেহ্লার বা স্যাণ্ডার্সের মত কয়েকজনই আছে।

আইনের নাগাল থেকে ওদের দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে পোক রবেক। সাধারণ কাউহ্যাণ্ডদের মতই এখানে কাজ করছে আউটলরা, অথচ কেউ তাদের আসল পরিচয় জানতে পারেনি; কিংবা জানলেও বিপদ ঘটতে দেয়নি রবেক। অধীন ক্রুদের ঠিকই আগলে রেখেছে সে।

তবে আগের সেই দিন নেই এখন। বয়স হয়েছে ব্লু হিল মালিকের। দিনকে দিন ভারী বা কষ্টসাধ্য কাজগুলো বার্নেটের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে সে। এই ভার আর সহ্য হচ্ছে না বার্নেটের। বিনিময়ে উপযুক্ত পুরস্কার বা পারিশ্রমিক যদি না-থাকে, বেগার খেটে কী লাভ? তা ছাড়া, উচ্চাশাও দমিয়ে রাখা কঠিন। সুযোগ পেয়ে পায়ে ঠেলে বোকারা।

শরীর যেমন ফাঁপা নয়, খুলির ভিতরটাও তাই–অন্তত হাঙ্ক বার্নেটের বিশ্বাস–ওখানে যথেষ্ট হলুদ পদার্থ আছে। নিজের ভাল-মন্দ সম্পর্কে ষোলোআনা সচেতন। রাজ্যের দিকে নজর ঠিকই আছে, রাজকন্যার সঙ্গে উপহার হিসাবে জুটবে ওটা; কিন্তু সেজন্য বর্তমানে পাওয়া সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে নারাজ সে। একটু একটু করে আখের গুছিয়ে নিচ্ছে।

ট্রেইল সম্পর্কে জানা থাকলে কাছাকাছি কোন শহর বা র‍্যাঞ্চে চলে যাওয়া সম্ভব···দু'একটা ব্যাঙ্কে হাজিরা দিলে পকেট ভারী করা কঠিন কিছু নয়। বিশেষ করে রাউণ্ড আপের সময়। চট করে অনেক টাকার মালিক বনে যাওয়া সম্ভব। তা ছাড়া, বেগার খাটুনি লাগে না এতে। সমস্যা হলে গা ঢাকা দেওয়ার জন্য ব্লু হিল তো আছেই। নিরাপত্তার ছাদ! একে ওর নিজের র‍্যাঞ্চই বলা চলে। প্রিসিলার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলেই র‍্যাঞ্চের মালিক বনে যাবে।

আড়চোখে পোক রবেককে খানিকক্ষণ দেখল বার্নেট, তখনই নতুন একটা চিন্তা খেলে গেল মাথায়।

প্রিসিলার মতি-গতি ঠিক সুবিধার লাগছে না ইদানীং, এদিকে বুড়োও স্পষ্ট করে বলেনি ঠিক কবে বিয়ে হবে। শেষপর্যন্ত উল্টে যায় কি-না, কে জানে! বার্নেট বিলকুল টের পাচ্ছে খুব শিগ্গিরই বিয়েটা হবে না। তাই বিকল্প ভাবছে...অনিশ্চয়তা নিয়ে অপেক্ষা করার কী দরকার! ব্যাটার মাথায় একটা ফুটো তৈরি করে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যাবে, অনায়াসে দখল নিতে পারবে র‍্যাঞ্চের। তবে ঝোলার বেড়াল বেরিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। প্রিসিলাকে বিয়ে করলে কোনরকম ঝামেলা বা বিপদের ভয় থাকে না, কিন্তু এও ঠিক এখনই বিয়ের প্রস্তুতি নেই ওর। আপাতত। আগে ফ্যাণ্ডাঙ্গোর স্প্যানিশ মেয়েটার সঙ্গে ফুর্তি করবে কিছুদিন। চুটিয়ে প্রেম করার পর না হয় বিয়ে-শাদী হবে।

পথের কাঁটা সেখানেও আছে। ব্যাটা বডিগার্ডকে আগে খরচ করতে হবে। লোকটার কথা মনে পড়তে অজান্তে মুখ ব্যাদান হয়ে গেল বার্নেটের। ব্যাটাকে দু'চোখে দেখতে পারে না। মুখটা যেন পাথর, অথচ চোখ সদা সতর্ক, সচেতন। কীভাবে যেন বিপদ টের পেয়ে যায়। স্প্যানিশ মেয়েটার প্রতি তার বিশ্বস্ততা যেমন কল্পনাতীত, তেমনি কর্তব্যে সামান্য গাফিলতিও করে না।

লোকটার নাম গেব ট্রিনো। বিশালদেহী মানুষ, জাতে ইয়াকি ইণ্ডিয়ান। উরুতে জোড়া পিস্তল ঝোলায়। সারাক্ষণ মেয়েটার দরজার বাইরে এক টুলে বসে থাকে। বিশস্ত কুকুরের মত মনিবকে পাহারা দেয়।

লোকটাকে দেখেই বোঝা যায় পিস্তলে চালু। বিকল্প উপায় হিসাবে তাকে প্রলুব্ধ করেছে বার্নেট, প্ল্যান করেছিল মারপিটের উসিলায় খুন করে ফেলবে। কাজ হয়নি।

শেষে অন্য একজনকে লেলিয়ে দিয়েছিল। পিস্তলে বেশ চালু মাল ছিল হেনরি লোগান। গানফাইটে জড়িয়ে খরচ করে দিতে

চেয়েছিল ট্রিনোকে। কিন্তু উল্টো নিজেই একাধিক সীসা শরীরে নিয়ে বুটহিলের বাসিন্দা হয়েছে সে।

অনেকদিন হলো হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে ওরা, বাস্তবে ফিরে এসে বাড়তি রোজগারের ধান্ধা ঢুকল হাঙ্ক বার্নেটের মাথায়। উত্তেজনার খোরাক হলেও তো কিছু করা উচিত। ক্রসিং শহরের ব্যাঙ্কটার কথা মনে পড়ল। ট্রিপটা লম্বা হলেও পুষিয়ে যাবে। চালু ব্যাঙ্ক। সবসময় পর্যাপ্ত নগদ টাকা থাকে লকারে।

ক'জন লাগবে? চারজন...পাঁচজন। হ্যাঁ, তাই যথেষ্ট। স্যাণ্ডার্স আর মেহ্লারকে ছাড়া চলবে না। মেহ্লার একটা বারুদ। সরু, চিমসানো মুখ। ধূসর চোখে নিষ্প্রাণ চাহনি। দেখে মনে হয় না পিস্তলে আগুন ঝরে ওর হাতে, অথচ সবাই বলে পিস্তলে ম্যাথু মেহ্লারের দক্ষতা ওয়েসলি হার্ডিন, ক্লে অ্যালিসন, বিল হিকক বা ফ্রাঙ্ক শ্যাননের সমকক্ষ।

ছেলেরা ব্লু হিলে আছে স্রেফ কাভার হিসাবে র‍্যাঞ্চটা নিরাপদ বলে। আইনের তাড়া খাওয়ার ভয় নেই, কেউ সন্দেহও করে না। নিশ্চিন্তে চলে যাচ্ছে ওদের দিন। তবে ব্লু হিলকে নিয়ে পোক রবেক যতই সন্তুষ্ট থাকুক, ক্রুরা ঠিক ততটা নয়। ওই সীমিত আয়ে ওদের চলে না। তাই উপরি ব্যবস্থার আয়োজন করতে হয়। অঘোষিত নেতা বলে কোথায়, কখন বা কীভাবে দাঁও মারবে তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব বার্নেটের।

আপাতত ব্যাঙ্কের টাকা দিয়ে কিছুদিন চলে যাবে ওদের। ছেলেরা ঠাণ্ডা থাকবে। পকেটে টাকা থাকলে উচ্চবাচ্য করে না কেউ। নইলে ছটফট করতে থাকে। শহরে গিয়ে হুইস্কি গেলার বা জুয়া খেলার মত পর্যাপ্ত টাকার যোগান থাকতে হয় সবসময়। তবে খুব বেশিও যে ক্রুদের চাহিদা, তা নয়। অতি আগ্রাসী হওয়া যাবে না–এমন শর্তেই বার্নেটের অধীনে *বিশেষ অভিযানে* বের হয় ওরা। নিরুপদ্রব একটা জীবন ওদের প্রাথমিক চাহিদা। ব্লু হিলে সেটা বেশ ভালভাবে উপভোগ করছে সবাই।

আসলে এরা কেউই জাত পাঞ্চার নয়, মূলত দাগী আসামী, ফেরারী। কিছুদিন কাটিয়ে দেওয়ার পর অধৈর্য হয়ে পড়ে, তখন চলে যায় নিজের পথে। আবার কখনও লুকিয়ে থাকার প্রয়োজন হলে চলে আসে এখানে।

র‍্যাঞ্চের কাজে কম-বেশি দক্ষ সবাই। পশ্চিমের মানুষ মাত্রই যেমন র‍্যাঞ্চে কাজ করতে সক্ষম, এরাও তাই। ব্লু হিলের প্রাত্যহিক কাজ চালিয়ে নিতে সমস্যা হয় না। র‍্যাঞ্চের উন্নতিও সন্তোষজনক। তবে মাসিক ত্রিশ বা চল্লিশ ডলারে কাজ করে কারোই পোষায় না, বিশেষ করে ওরা যেহেতু আউটল। আউটল মাত্রই আয়েশী জীবনে অভ্যস্ত, খরচের হাতটা ওদের লম্বা থাকে।

পোক রবেক জানে এসব, এবং এর সুবিধা নিতেও সিদ্ধহস্ত। কে কখন এল বা গেল তা নিয়ে ভাবে না। র‍্যাঞ্চের কাজ ঠিক থাকলেই খুশি সে। বার্নেট ব্যাপারটা নিশ্চিত করে। ফোরম্যান হিসাবে ক্রুদের কাজ বুঝিয়ে দেওয়া বা মধ্যস্থতা করা ওর দায়িত্ব।

ক্রসিং শহরের ব্যাঙ্ক থেকে অন্তত দশ হাজার ডলার পাওয়া যাবে। তাতে কিছুদিন দিব্যি চলে যাবে ওদের। ও সহ পাঁচজন। যথেষ্ট। বাড়তি দু'জনের কথা না হয় বাদ গেল, কিন্তু যে-দলে বিলি স্যাণ্ডার্স, ম্যাথু মেহ্লার আর হাঙ্ক বার্নেট আছে তাদের কেউ ঘাঁটানোর সাহস করবে না।

সবকিছুর পরও একটা কিন্তু রয়ে যাচ্ছে। ম্যাথু মেহ্লার খুব বিপজ্জনক মানুষ। যতই অধীন হোক, এরা সবাই কম-বেশি স্বাধীনচেতা, এবং সময়ে সময়ে অবাধ্য ও বেপরোয়া বটে। মর্জি খারাপ থাকলে কাউকে তোয়াক্কা করে না, এমনকী বার্নেটকেও নয়। অভিযানে গিয়ে মেহ্লারের সঙ্গে কীভাবে মানিয়ে নেবে? ব্যাটা বেঁকে বসলে সামলাতে পারবে তো? বিলি স্যাণ্ডার্সও কম যায় না, সময়ে সময়ে কেউটে হয়ে যায়। খুবই বিপজ্জনক লোক!

চিন্তাটা বেশিদূর এগোল না, শ্রাগ করে ভবিষ্যতের জন্য তুলে

রাখল। যৎ কালে তৎ বিবেচনা। তবে ধরে নেওয়া চলে স্যাণ্ডার্স বা মেহ্লার কেউই বেঈমানি করবে না। যতই বেয়াড়া বা অবাধ্য হোক না কেন, ওকে বস্ হিসাবে মেনে নিয়েছে ওরা; সেটা ব্লু হিল বা অভিযান—দুটো ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তা ছাড়া, ওদের কীভাবে ব্যবহার করতে হয় বা সামলে রাখতে হয় এটা খুব ভাল জানা আছে তার। সবচেয়ে বড় কথা, স্যাণ্ডার্স আর মেহ্লার যে একে অন্যকে দেখতে পারে না, খবরটা জানা আছে ওর এবং এটাও বাড়তি সুবিধা। যে-কোন ব্যাপারে একে অন্যের বিরুদ্ধে থাকার প্রবণতা রয়েছে দু'জনের। তারমানে...অন্তত একজনকে পক্ষে পাওয়া যাবে...

আর পোক রবেকের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েই রেখেছে—সময় হওয়া মাত্র নিজ হাতে ঝেড়ে ফেলবে তাকে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বার্নেট, আড়মোড়া ভাঙল। শরীর জুড়ে সামর্থ্য আর শক্তির অপূর্ব সমন্বয় আবিষ্কার করার আনন্দে মনটা পুলকিত হলো ওর। বরাবর তাই হয়।

স্প্যানিশ মেয়েটার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে হবে। মেয়েদের দেমাগ ভাঙায় ওস্তাদ ও, জুয়ানিতা জুয়ারেজের ক্ষেত্রেও দেরি হবে না। সময়ের ব্যাপার কেবল। যে যত সুন্দরী তার তত দেরি হয়, এই যা। নইলে এদের সবার চরিত্র একইরকম। কত দেখল!

ফ্যাণ্ডাঙ্গোয় যেতে হবে...

চিন্তাটার সঙ্গে সঙ্গে দৈত্যাকার বডিগার্ডের কথা মনে পড়তে ত্যক্ত বোধ করল বার্নেট। ব্যাটাকে মহা ত্যাঁদোড় মনে হয়েছে। শক্তপাল্লা। পাথুরে নির্লিপ্ত মুখে ভাবান্তর দেখা যায় না, কিন্তু বার্নেট নিশ্চিত কাউকে পরোয়া করে না লোকটা, এমনকী ওকেও নয়। সামান্য বেতাল দেখলে চড়াও হয়ে যেতে দ্বিধা করবে না। এই লোকের বিশ্বস্ততা বা আনুগত্য সম্পূর্ণ প্রশ্নাতীত। নিজ স্বার্থ উপেক্ষা করে গেব ট্রিনো হয়ে যাবে একশোভাগ বিশ্বস্ত, বাধ্য ও

অনুগত। বার্নেট নিশ্চিত প্রয়োজনে জুয়ানিতা জুয়ারেজের জন্য প্রাণ কোরবান করে ফেলবে লোকটা।

নির্লিপ্ত চোখ, পাথুরে মুখ আর নিতান্ত আলসেমি ভরা চলন কিংবা শিশুসুলভ অভিব্যক্তির আড়ালে কী যেন আছে, ভয়ঙ্কর কিছু; পরিষ্কার ধারণা না-করতে পারলেও তাৎপর্যটা ঠিকই ধরতে পেরেছে বার্নেট—যেটা ওর অস্বস্তির কারণ—লোকটা পুরোমাত্রায় বিপজ্জনক।

প্রিসিলাকে নিয়ে ভাবছে না ও। ভাবনার আছেই বা কী! দু'দিন পর বিয়ে হচ্ছে, প্রিসিলাকে হারানোর কিছু নেই। মেয়েটা ওর মুঠোর ভিতর রয়েছে। র‍্যাঞ্চার-কন্যাকে চায় ও, তবে সেই চাওয়া স্রেফ র‍্যাঞ্চের মালিকানার নিশ্চয়তার জন্য। কিন্তু জুয়ানিতা জুয়ারেজের প্রতি ওর আকর্ষণ অদম্য, অমোঘ এবং সর্বগ্রাসী।

সল্ট ক্রীকে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও কাঙ্ক্ষিত জায়গা হিসাবে সুনাম অর্জন করেছে ফ্যাণ্ডাঙ্গো। সত্যি কথা হচ্ছে, ষাট মাইল পুবের ব্লুমিংটন বা উত্তরের লিয়ন সিটিই নয়, বরং সান্তা ফের পশ্চিমে কয়েকশো বর্গমাইলের মধ্যে এরচেয়ে সুন্দর জায়গা আর নেই।

সন্তুষ্ট চোখে সেলুনে উপচে পড়া ভীড় লক্ষ করল জুয়ানিতা জুয়ারেজ। ইদানীং শুধু পে-ডে নয়, হামেশাই জমজমাট থাকে ওর সেলুন। এমনকী বিকালেও স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি খদ্দের থাকে। হয়তো সময়টা এখানে উপভোগ্য হয় বলে। জুয়ানিতার উপস্থিতিও একটা ব্যাপার।

বিশ পেরিয়েছে ওর বয়স। চোখ ধাঁধানো সুন্দরী বলতে যা বোঝায়, তারচেয়েও বেশি। পুরুষের চোখ সারাক্ষণই লেগে থাকে ওর উপর। দীর্ঘ ছিপছিপে দেহ, মধুরঙা মসৃণ ত্বক, ঝলমলে কালো চুল। বাদামী চোখে গভীর কালো চাহনি, বড়বড় পাপড়ি ওর সৌন্দর্য বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। চুলের রাশি ঘাড়ের পিছনে আলগা গেরো দিয়ে বাঁধা। পুরুষ্টু কোমল ঠোঁটে এক ধরনের প্রচ্ছন্ন

হাসি লেগে থাকে, তাতে আরও কাঙ্ক্ষিত ও আকর্ষণীয় দেখায় ওকে।

দরজায় এসে দাঁড়াল জুয়ানিতা, দোরগোড়ার এক পাশে উঁচু টুলে বসা লোকটার দিকে না-তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল: 'কোন খবর পেয়েছ, গেব?'

মুখ তুলে তাকাল ইয়াকি গানম্যান। 'না, সেনোরিটা, তবে যদ্দূর শুনেছি আজই মনুমেন্ট রকের কাছাকাছি দেখা গেছে ওকে। এলাকার ম্যাপ দেখেছ তো, জায়গাটা ব্লু হিল র‍্যাঞ্চের কাছে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জুয়ানিতা জুয়ারেজ। 'হ্যাঁ, দেখেছি। যতক্ষণ ভাল থাকবে ও, ওকে নিজের মত থাকতে দেওয়া উচিত আমাদের।'

'কারও কাছে ঋণী থাকা খুব অপছন্দ ওর। বহুদিন আগে পোক রবেক বিপদে একবার সাহায্য করেছিল ওকে। ঘটনাটা ভুলে যায়নি সে। এজন্যই এখানে এসেছে। আর তুমি আসায় আমিও এসেছি।' শ্রাগ করল সে। 'আমরা প্রত্যেকেই একে অন্যের প্রতি দায়িত্ববান, বিশ্বস্ত এবং আন্তরিক। যাক্‌গে, আপাতত ও যা করছে তাতেই আস্থা রাখতে হবে, সেনোরিটা, তোমার নিজ থেকে কিছু করা ঠিক হবে না।'

আচমকা দরজা খুলে গেল, হন্তদন্ত হয়ে ভিতরে প্রবেশ করল হাঙ্ক বার্নেট। ঠিক পিছনে ছায়ার মত লেগে আছে ম্যাথু মেহ্‌লার আর বিলি স্যাণ্ডার্স। সকোরো নামে তৃতীয় একজন রয়েছে সবার পিছনে।

জুয়ানিতাকে দেখে আনন্দে ঝলমল করে উঠল বার্নেটের চাহনি, মুখে চওড়া হাসি ফুটল। বারের দিকে এগোচ্ছিল সে, কিন্তু জুয়ানিতাকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ সিদ্ধান্ত বদলে সেদিকে এগিয়ে গেল দ্রুত পায়ে।

এমন বিশালদেহী লোক কমই দেখা যায়! ভাবছে জুয়ানিতা। অবিশ্বাস্য রকম চওড়া কাঁধ আর দেহ। দেখলেই ভয় লাগে।

ক্ষেপে গেলে তাকে আটকে রাখা কার সাধ্য? অমন মানুষ নেই এখানে।

বার্নেটের উপস্থিতি ভয়েরও কারণ, উপলব্ধি করতে পারছে জুয়ানিতা, তবে ভড়কে গেল না। বেশ কয়েক বছর আগে মারা গেছে ওর বাবা, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ব্যবসার হাল ধরতে হয়েছে। রিও গ্রাণ্ড সীমান্তে বেপরোয়া লোকজনের আনাগোনার মধ্যে সেলুন চালানো চাট্টিখানি কথা নয়, তাও আবার একটা মেয়ের পক্ষে; কিন্তু সবই সাফল্যের সঙ্গে সামাল দিতে সক্ষম হয়েছে জুয়ানিতা। ট্রিনো পাশে থাকায় ওর কাজ অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল। নিজ হাতে ভাগ্য আর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলেছে জুয়ানিতা।

বাবার বন্ধু ছিল গেব ট্রিনো। অদ্ভুত এক মায়াজালে জড়িয়ে পড়েছে সংসার ও স্বজনহীন মানুষটা। জুয়ানিতাই তার একমাত্র অবলম্বন–কখনও মেয়ে, কখনও বোন কিংবা কখনও ওপরঅলা। আর জুয়ানিতা তাকে একাধারে অভিভাবক, পরামর্শক এবং নিঃস্বার্থ শুভাকাঙ্ক্ষী মনে করে। তার কাছে পুরো দুনিয়া এক দিকে, জুয়ানিতা আরেক দিকে। ট্রিনোর বিশ্বস্ততা বা আন্তরিকতায় কোন খাদ নেই।

জুয়ানিতার সামনে এসে দাঁড়াল হাঙ্ক বার্নেট, অনুসন্ধিৎসু চোখে কী যেন খুঁজল। শেষে গাল ভরা হাসি নিয়ে বলল, 'তুমি সত্যি অপূর্ব সুন্দরী, নিতা! হাজার মাইল খুঁজলেও তোমার মত সুন্দরী কাউকে পাওয়া যাবে না। এমন মেয়েকেই মনে মনে খুঁজছিলাম!'

জুয়ানিতার মুখে ভাবান্তর দেখা গেল না। 'আমি তো শুনেছি প্রিসিলা রবেককে বিয়ে করবে তুমি।'

ত্যক্ত বোধ করল বার্নেট। কীসের মধ্যে কী! এটা কোন প্রসঙ্গ হলো? কোথায় না দু'একটা মিষ্টি কথা বলবে, তা নয়, হুট করে অপ্রিয় প্রসঙ্গ তুলল মেয়েটা! প্রিসিলার কথা ভাবতে বয়ে গেছে

ওর!

'এসো তো!' অধীর স্বরে প্রস্তাব করল বার্নেট। 'একসঙ্গে ড্রিঙ্ক করি গে!'

'বেশ তো!' সহজ কণ্ঠে বলল জুয়ানিতা, চট করে বারকীপের দিকে তাকাল। 'বিল, ভদ্রলোককে ড্রিঙ্ক দাও।' বার্নেটের দিকে ফিরল আবার। 'ঘরে সবার জন্য কিনবে, নাকি শুধু আমার জন্য?'

মুহূর্তে আরক্ত হয়ে গেল হাঙ্ক বার্নেটের মুখ, এমনকী ঘাড়েও রক্ত জমতে শুরু করেছে। এমন কিছু করতে চায়নি ও, কিংবা বোঝায়ওনি, অথচ ঠিক ওকে ফাঁদে ফেলে দিয়েছে মেয়েটা। স্পষ্ট বুঝতে পারছে পিছিয়ে যাওয়া যাবে না, তা হলে নিজেকে সস্তা ও হাসির খোরাক করা হবে। 'নিশ্চয়ই, ঘরে সবার জন্য কিনব!' হতাশা আর অসন্তোষ ঢেকে চড়া গলায় বলল সে। 'এবার এসো তো,' জুয়ানিতার কনুই ধরতে হাত বাড়াল বার্নেট। 'তুমি আমার সঙ্গে ড্রিঙ্ক করবে।'

'দুঃখিত, আমি ড্রিঙ্ক করি না। বিল নিজে তোমাকে পরিবেশন করবে।' ঘুরে আর দেরি করল না, দ্রুত পায়ে দরজার ওপাশে হারিয়ে গেল জুয়ানিতা, পিছনে দরজা বন্ধ করে দিল।

প্রচণ্ড রাগে কুৎসিত হয়ে গেল বার্নেটের মুখ। বারের পিছন দিকে উদ্দিষ্ট দরজার দিকে ছুটে গেল ও।

দরজার ডান পাশে টুলে বসা গেব ট্রিনো সিধে হয়ে দাঁড়াল। 'সেনর,' মৃদু স্বরে বলল সে। 'সিনোরিতা আজ বেশ ক্লান্ত। ওকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। বুঝতে পারছ?'

জ্বলে উঠল বার্নেটের চোখ। নিষ্পলক দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল দু'জন, কিন্তু ইয়াকি ইণ্ডিয়ানের মুখে কোন বিকার নেই। পুরো সেলুন নিশ্চুপ হয়ে গেছে, সবার আশঙ্কা এখনই বোধহয় শোডাউন হয়ে যাবে দৈত্যাকার দুটো মানুষের মধ্যে।

কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল হাঙ্ক বার্নেট। ঝট

করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বারের কাছে চলে এল, রাগে ফুঁসছে ভিতরে ভিতরে।

গ্লাসে ড্রিঙ্ক ঢেলে পরিবেশন করল বারটেণ্ডার, শেষে নিস্পৃহ স্বরে ঘোষণা করল: 'সব মিলিয়ে ত্রিশ ডলার হয়েছে তোমার বিল, মিস্টার বার্নেট।'

চোয়াল শক্ত হয়ে গেল বার্নেটের, মনে মনে শাপান্ত করছে নিজেকে। কী কুক্ষণে যে অমন কথা বলতে গিয়েছিল! যাক্গে, এখন আর হাপিত্যেশ করে লাভ হবে না। বিরস মুখে বিল মেটাল ও। বারের পিছনে দেয়ালে লাগানো আয়নায় দেখল কয়েকজনের সঙ্গে এক টেবিলে খেলতে বসে গেছে ম্যাথু মেহ্লার। একজন লাল-চুলো গাট্টাগোট্টা এক পাঞ্চার, দেখে চালু মাল মনে হয়।

শূন্য একটা চেয়ার দেখে বসে পড়ল বার্নেট, চিপস কিনল।

তৃতীয় দান খেলার পর মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল লাল-চুলো পাঞ্চার। 'মি. বার্নেট, ব্লু হিলের র‍্যামরড তুমি, তাই না? আমি কাজ খুঁজছি।'

চোখের কোণ দিয়ে তাকে মাপল বার্নেট। কর্কশ চেহারার সুঠামদেহী লোক, চাহনি আর মুখাবয়বে দৃঢ়তা রয়েছে। উরুতে জোড়া পিস্তল নিচু করে বাঁধা। নির্ভর করা যায় এর উপর। 'আগে কোথায় কোথায় কাজ করেছ? দু'একটা জায়গার নাম বলো তো, হয়তো চিনতেও পারি।'

'পিয়ার্স আর গুডনাইট স্প্রেডে কাজ করেছি।'

'সেক্ষেত্রে, কাজ পেয়ে গেছ।' ক্রসিং শহরে অভিযানের সময় মেহ্লার বা স্যাণ্ডার্সকে ছাড়াও চালু কয়েকজন লোক দরকার হবে। একে কাজে লাগানো যাবে। বার্নেটের স্থিরবিশ্বাস লাল-চুলো এই ব্যাটা ওদের মত একই পথের পথিক।

'টেক্সাসে বাড়ি তোমার?'

'বিগ বেণ্ডে। আমার নাম লেসলি ওয়েব। সবাই অবশ্য রাস্টি বলেই ডাকে। চুলের কারণে।'

'তা হলে তো ওয়েস হার্ডিনকে চেনার কথা তোমার,' রাস্টির পরিচয় নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করল না বার্নেট, বরং হার্ডিনের বিষয়ে আগ্রহী সে। 'শুনেছি ও নাকি খুবই ফাস্ট।'

'হ্যাঁ। দু'হাতই সমানে চলে ওর। কেউ কেউ তো বলে ওয়েস হার্ডিনের বাম হাতই বেশি চালু। হিককের সমকক্ষ বলা চলে।'

ঝট করে লাল-চুলোর দিকে ফিরল বার্নেট। 'বলতে চাইছ বিল হিকক হার্ডিনের চেয়েও ফাস্ট? দূর, তা হয় কী করে? আচ্ছা, হার্ডিনকে অ্যাকশনে দেখেছ কখনও?'

'হ্যাঁ, একবার দেখেছি,' অনুত্তেজিত স্বরে বলল রাস্টি ওয়েব। 'বিল হিকককেও দেখেছি।'

সবক'টা চোখ ঘুরে গেছে রাস্টির দিকে। হিককের চেনা আর দেখার মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক রয়েছে। দু'জনের স্বভাবে বেশ মিল আছে। নাম ভাড়িয়ে কোথাও হাজির হয় ওরা, আসল পরিচয় লুকিয়ে রাখে। হয়তো চূড়ান্ত শোডাউনের সময় পরিচয় প্রকাশ পায়, কিন্তু সেটা চাউর হওয়ার আগেই দেখা যায় হাওয়া হয়ে গেছে হিকক। হার্ডিনও একাধিকবার তাই করেছে।

'কেমন ও, জানো?' নির্জলা কৌতূহল বার্নেটের কণ্ঠে।

'চোখের পলকে ড্র করে।'

'ইয়ে...আমি ওর চেহারার কথা জিজ্ঞেস করেছি। দেখতে কেমন?'

'দীর্ঘদেহী, কালো চুল। সবুজ চোখ। শুধু চোখে তাকিয়ে যে-কারও ভিতরটা পড়ে ফেলতে পারে। এমনিতে হাসি-খুশি, হালকা মেজাজের লোক; দেখে বোঝা যায় না সময়ে কত ভয়ঙ্কর হয়ে যেতে পারে। কথা কম বলে।'

'শুনেছি ওর হাতে নাকি চল্লিশ-পঞ্চাশজন খুন হয়েছে। সত্যি নাকি?'

শ্রাগ করল রাস্টি। 'মনে হয় না। আমার এক বন্ধুর ধারণা সংখ্যাটা আঠারো-উনিশের বেশি হবে না। আবার সেও বাড়িয়ে

বলে থাকতে পারে।'

কয়েক ঘণ্টা পর, খেলা শেষ হয়ে যেতে শেষ এক রাউণ্ড পান করার জন্য বারে চলে এল রাস্টি ওয়েব। দলবল নিয়ে বিদায় হয়ে গেছে বার্নেট, রাস্টিকে আগামীকাল সকালে র‍্যাঞ্চে হাজির হতে বলেছে।

বারকীপ বিল হাওয়ার্ডের পরিবেশন করা হুইস্কিতে সন্তুষ্টির সঙ্গে চুমুক দিল রাস্টি। পকেট থেকে খুচরো পয়সা বের করে বারের উপর রাখল।

কিন্তু ঠেলে সরিয়ে দিল বিল, মৃদু হাসল।

'কাজটা পেয়েছি,' নিচু স্বরে বলল রাস্টি।

'দারুণ!' উৎফুল্ল গলায় বলল বারটেণ্ডার। 'বস্‌কে জানিয়ে দেব খবরটা।'

তিন

ঝকঝকে সকাল। পাহাড় থেকে ধেয়ে আসছে হালকা ঝিরঝিরে বাতাস। দারুণ আবহাওয়া। পুবে পাহাড়ের পিছনে উঁকি দিয়েছে সূর্য। রাইড করার জন্য মোক্ষম সময় বলে র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে বেরিয়ে এসেছে প্রিসিলা। বেশ ভোরে কাজে বেরিয়ে গেছে হাঙ্ক বার্নেট। আর অফিসে কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত পোক রবেক।

রাতে ঘুমের ব্যাঘাত হয়নি প্রিসিলার, তবে সারাক্ষণ মন জুড়ে ছিল রহস্যময় ব্ল্যাক রাইডারের চিন্তা। কৌতূহল বা উত্তেজনা এতটুকু কমেনি; বরং বেড়ে গেছে। ওর ইচ্ছে মনুমেণ্ট রকের নির্দিষ্ট ওই জায়গায় ঢুঁ মারবে। নিজের চোখে দেখতে চায় ব্ল্যাক

রাইডারের উপস্থিতির কোন প্রমাণ আছে কি-না। কিন্তু বাস্তবে খুব একটা আশাবাদী নয় প্রিসিলা, কারণ সন্দেহ হচ্ছে গতকাল ব্ল্যাক রাইডারকে নয়, অন্য কাউকে দেখেছিল।

করালের দিকে এগোল ও। এতক্ষণে বোধহয় কাজে বেরিয়ে গেছে সব পাঞ্চার। সেক্ষেত্রে, ঘোড়া ওর নিজেরই তৈরি করে নিতে হবে।

টুইন পিক্সের কোলে র‍্যাঞ্চের অবস্থান। সুনির্দিষ্ট করে বললে দুটো উঁচু পর্বতশৃঙ্গের মাঝে বিশাল এক উপত্যকায়। পিছনের অংশ সরু হয়ে আরেক উপত্যকায় গিয়ে মিশেছে। ঠিক এখানটায় দেখেছিল ব্ল্যাক রাইডারকে। দুই শৃঙ্গের কোনটার উচ্চতা পাঁচশো ফুটের কম নয়, যার একটার নামে র‍্যাঞ্চের নামকরণ করা হয়েছে।

বিশাল র‍্যাঞ্চহাউস উত্তর-পশ্চিমমুখী। ডানে, একইরকম উত্তর-পশ্চিমমুখী ওল্ড মরমন ট্রেইল ইউটাহ্ চলে গেছে। ট্রেইলের ওপাশেও শৃঙ্গ রয়েছে; ওগুলোর উচ্চতা আরও বেশি এবং এক জায়গায় মুকুটের মত পাথুরে চাঙড় প্রায় আধ-মাইল দূরে যমজ শৃঙ্গের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

করালের সামনে পৌঁছেছে, এসময় নুড়িপাথরের সঙ্গে বুটের সংঘর্ষের শব্দ কানে এল ওর। ঘুরে দাঁড়িয়ে লাল-চুলো অপরিচিত এক পাঞ্চারকে দেখতে পেল।

বন্ধুত্বপূর্ণ চাহনি আগন্তুকের, সবক'টা দাঁত বের করে হাসছে। 'কোন সাহায্য লাগবে, ম্যা'ম? আমার নাম রাস্টি ওয়েব। তোমাদের নতুন হ্যাণ্ড।'

'তাই!? ঘোড়ার পিঠে স্যাডল পরাতে এসেছিলাম। ওই যে, কালো মেয়ারটা। স্যাডল পরিয়ে দিলে উপকার হত। ওর নাম জুসা।'

নড করল রাস্টি। 'এতক্ষণ ওটাকেই দেখছিলাম। খুব ভাল ঘোড়া, ম্যা'ম।'

ল্যাসো বের করে ফাঁস তৈরি করল সে, তারপর ছুঁড়ে মেরে কালো মেয়ারটাকে ধরল। ঘাড়ে ল্যাসোর স্পর্শ পেয়ে একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ঘোড়াটা, আর প্রিসিলাকে দেখতে পেয়ে নিজ থেকে ফটকের দিকে এগিয়ে গেল। ওটাকে নিয়ে করাল থেকে বেরিয়ে এল রাস্টি। এবার কাছ থেকে দেখল মেয়েটিকে।

সতেরো-আঠারো হবে বয়স। আকর্ষণীয় মুখ। সুন্দরী বললে ভুল হবে না। লালচে চুল, কোমল মায়াবী মুখ, ধূসর চোখ।

নিজের উপর পাঞ্চারের উৎসুক দৃষ্টি আবিষ্কার করল প্রিসিলা।

'তোমার চুল তো দেখছি আমার মতই লাল,' হেসে মন্তব্য করল রাস্টি। 'সেক্ষেত্রে, পার্টনার হয়ে গেলাম আমরা।'

সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত ও জড়তাহীন রাস্টি ওয়েবের আচরণ; এবং পুরোপুরি বন্ধুত্বপূর্ণ। এতটুকু সন্দেহ বা ভয় লাগছে না প্রিসিলার, বরং একইরকম সহজভাবে তার উপস্থিতি ও প্রস্তাব মেনে নিল। হয়তো হুট করে, তবে ওর মন বলছে এজন্য পরে পস্তাতে হবে না।

'রাস্টি, একটা কথা বলব তোমাকে। কথাটা কিন্তু কাউকে বলা যাবে না! মরে গেলেও না। কোথায় যাচ্ছি, জানো? ব্ল্যাক রাইডারের সঙ্গে দেখা করতে!'

ঝাড়া কয়েক সেকেণ্ড সন্দিহান চাহনিতে ওকে দেখল রাস্টি, শেষে সতর্ক কণ্ঠে জানতে চাইল: 'ব্ল্যাক রাইডারের সঙ্গে দেখা করবে? চাইলেও কি কেউ দেখা করতে পারে তার সঙ্গে?'

'একটা প্ল্যান করেছি। আশা করি কাজ হবে। প্রথমে রীজের কিনারা ধরে খোঁজ করব। ব্ল্যাক রাইডারকে যদি দেখতে পাই, বাকি কাজ জুসাই সারবে! যে-কোন ঘোড়ার সঙ্গে দৌড়ে টিকে যাবে ওটা।'

নীরবে র‍্যাঞ্চার-কন্যাকে দেখল রাস্টি, ঠিক বুঝতে পারছে না কী বলবে। শেষে জিজ্ঞেস করল: 'ব্ল্যাক রাইডারকে আগে দেখেছ কখনও?'

'গতরাতেই তো দেখেছি! বিশ্বাস করছ না? সত্যি বলছি। বৃষ্টি হচ্ছিল তখন, সন্ধ্যার ঠিক আগে। জানালা দিয়ে র‍্যাঞ্চের পিছনের টিলার উপর দেখলাম ব্ল্যাক রাইডারকে। হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানালাম, পাল্টা উত্তরও দিয়েছে সে! ওহ্, চিন্তা করলে এখনও পুলক লাগছে আমার! তখন কেমন লেগেছিল, বুঝতে পারছ?'

প্রিসিলার আশঙ্কা রাস্টি হয়তো ওকে নিরুৎসাহিত করবে বা সতর্ক করে দেবে, কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না। দায়সারা গোছের সামান্য নড করল সে, বলল: 'তোমার জায়গায় আমি থাকলে ব্ল্যাক রাইডারের সঙ্গে দেখার করার জন্য কী করতাম জানো, ম্যা'ম? উপত্যকা পেরিয়ে সোজা চলে যেতাম মনুমেণ্ট রকে। ওকে দেখতে পেলে অনুসরণ না-করে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করতাম।'

'অপেক্ষা করব?' সন্দেহ ফুটল প্রিসিলার চোখে। 'তোমার ধারণা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে সে?'

এবার সবক'টা দাঁত বের করে হাসল রাস্টি। 'কেউ কেউ বলে ব্ল্যাক রাইডার আসলে ভূত, জীবিত কেউ নয়। আমি মনে করি লোকটা রক্তমাংসের বা ছায়ারই হোক, তোমার মত সুন্দরী মেয়েকে অপেক্ষা করতে দেখলে নিশ্চয়ই ছুটে আসবে!'

উচ্ছল হাসিতে ভেঙে পড়ল প্রিসিলা। 'রাস্টি, তুমিও দেখছি আর সবার মত! সামান্য বিষয় নিয়ে এমন মজা করতে পারো তোমরা!'

'পশ্চিমের কঠিন জীবনে আনন্দের খোরাক তো অহরহ পাওয়া যায় না, তাই নিজেদের ব্যবস্থা করে নিতে হয়। যাক্‌গে, এবার একটা কথা মন দিয়ে শুনে নাও,' নিচু হয়ে গেল রাস্টির কণ্ঠ, আমুদে বা তামাশার ভাব নেই, বরং সিরিয়াস দেখাচ্ছে তাকে। 'যা বলেছি কোরো, দেখবে কাজ হয়ে গেছে। কিন্তু ভুলেও কাউকে বোলো না বুদ্ধিটা আমি শিখিয়ে দিয়েছি। শুধু এই র‍্যাঞ্চ নয়, চৌহদ্দির কাউকেই বলা যাবে না।'

‘ধন্যবাদ। নিশ্চিন্ত থাকো, কাউকে বলব না।’

ঘুরে স্যাডলে চড়ল প্রিসিলা। এগোতে যাবে, এসময় জুসার ব্রিডল চেপে ধরল রাস্টি।

‘ম্যা’ম, যাওয়ার আগে একটা কথা বলে যাও,’ সামান্য দ্বিধার পর বলল সে। ‘এই র‍্যাঞ্চে তোমার সত্যিকার বন্ধু কে, মানে যে তোমাকে সত্যিকারে ভালবাসে?’

প্রশ্নটায় বিস্মিত হলো প্রিসিলা। দেরি করে বুঝতে পারল এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। রাস্টি সিরিয়াস, মোটেই তামাশা করছে না। চট করে জবাব দিতে পারল না প্রিসিলা, ভাবতে হলো। ঠিকই তো, আসলে কে ওর বন্ধু বা শুভাকাঙ্ক্ষী? আদপে কেউ কি আছে এখানে?

হাঙ্ক? চিন্তাটা আসা মাত্র শিউরে উঠল প্রিসিলা। প্রশ্নই আসে না! *বাবা?* এ-ব্যাপারে নিশ্চিত নয় ও। বহুদিন ধরে এমন একটা প্রশ্নের উত্তর মনের গভীরে হাতড়ে বেড়াচ্ছে নিজের অজান্তে। এর কারণ ওর বাবার রহস্যময় আচরণ। বাবা ওর কাছে সবসময়ই দূরের মানুষ, বিশেষ করে স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে আসার পর তিক্ততার সঙ্গে এই সত্য আবিষ্কার করেছে। ওর ব্যাপারে খুব কঠোর ও আপসহীন পোক রবেক, যখন যা চায় তা পায় বটে, কিন্তু পুরোদস্তুর স্বাধীনতা কখনোই পায়নি।

হঠাৎ প্রিসিলা উপলব্ধি করল বাবা হলেও তাকে এখনও ঠিক চেনা হয়নি ওর, আদপে পোক রবেক ওর কাছে একজন অচেনা মানুষ…

‘ইয়ে…মনে হয় না তেমন কেউ আছে এখানে, রাস্টি,’ দ্বিধার সঙ্গে শেষে বলল প্রিসিলা। ‘বার্ট হ্যাকলে, মানে আমাদের কুক, আর মেলিনকে বন্ধু বলা যায়। তবে খুব অন্তরঙ্গ কেউ নেই।’

ব্রিডল ছেড়ে দিল রাস্টি। ভারী গলায় বলল, ‘আমার মনে হয় এখন থেকে আরও একজনকে বন্ধু বলে ভাবতে পারো, ম্যা’ম। হ্যাঁ, আমার কথা বলছি। কখনও কোন দরকার হলে আমার কথা

স্মরণ কোরো, খুশি হব।' ঘুরে দাঁড়িয়ে এগোতে শুরু করল সে, তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ঘাড়ের উপর দিয়ে ফিরে তাকাল। 'কী জানো, তুমি যতজনকে চেনো তোমার বন্ধুর সংখ্যা হয়তো তারচেয়েও বেশি। অচেনা বন্ধুও তো থাকতে পারে, তাই না?' মৃদু হেসে কথাটার গুরুত্ব আড়াল করে দিল পাঞ্চার।

হালকা চালে উপত্যকার দিকে জুসাকে ছোটাল প্রিসিলা। নিচু জমি ছাড়িয়ে পাথুরে চাতালে উঠে এল, ঘোড়া থামিয়ে চারপাশে অনুসন্ধানী দৃষ্টি চালাল। একবার র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে তাকিয়ে ওর অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিল। হ্যাঁ, ঠিক এখানটায় দেখেছিল ব্ল্যাক রাইডারকে।

খুঁটিয়ে মাটি নিরীখ করল ও। উঁহুঁ, কোথাও কোন ট্র্যাক নেই। বৃষ্টিতে ধুয়ে-মুছে যেতে পারে, তবে বৃষ্টি জোরাল ছিল না বলে তেমন সম্ভাবনা কম।

কৌতূহল-মিশ্রিত এক ধরনের ভয় কাজ করল ওর মনে। তা হলে গুজব বা গল্পই সত্যি? ব্ল্যাক রাইডার বলে কেউ নেই? সবই ভুতুড়ে ব্যাপার? নইলে ট্র্যাক গায়েব হয়ে যাবে কেন? গতকাল একটা ভূত ওর উদ্দেশে হাত নেড়েছিল?

মানতে পারছে না প্রিসিলা। মেনে নেওয়ার ইচ্ছেও নেই ওর। ট্র্যাক না-থাকার সহজ ব্যাখ্যা রয়েছে। বৃষ্টি হচ্ছিল, তায় পাথুরে জমি। খুরের ছাপ না-থাকাই স্বাভাবিক।

প্রাচীন মরমন ট্রেইলের আড়াআড়ি এগিয়ে চলল ও, অপেক্ষাকৃত সহজ পথ এটা; একটু ঘুরপথের হলেও অল্প দুর্ভোগ সয়ে মনুমেণ্ট রকে পৌঁছে যেতে পারবে। অন্য ট্রেইলটা এবড়ো-খেবড়ো জমি, খানাখন্দে ভরা; কাঁটা জাতীয় ঝোপও আছে বিস্তর—ঘোড়া এবং সওয়ার, দু'জনের জন্যই বিপজ্জনক।

আড়াআড়ি গেলে অন্তত অর্ধেক দূরত্ব এড়িয়ে গন্তব্যের পথে এগিয়ে যেতে পারবে।

উত্তর আর পুবদিকে দুনিয়া থেকে এই উপত্যকাকে আড়াল

করে রেখেছে নিরেট পাথুরে দেয়াল, শৃঙ্গের উচ্চতা চারশো থেকে নয়শো ফুটের মধ্যে। সকালের সূর্যের আলোয় ঝলমলে সোনালি রঙ পেয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে সোনার পাহাড়!

তবে পাহাড়ী দেয়াল একেবারে নিরেটও নয়, অন্তত যতটা দেখায় দূর থেকে। কারণ সরু ট্রেইলের মত কয়েকটা পথ আছে যা ধরে একজন ঘোড়সওয়ার চলাফেরা করতে পারবে। উপরন্তু ক্রমে ভাগ হয়ে যাওয়া তিনটা ক্যানিয়ন আছে, ছড়িয়ে দেওয়া আঙুলের মত প্রসারিত হয়েছে পাহাড়শ্রেণীর গভীরে; জায়গাটা ব্লু হিল র‍্যাঞ্চের ঠিক উত্তরে। এর একটাই চেনা আছে প্রিসিলার, সল্ট ক্রীক ওঅশ যেটার নাম–তাও শুরুর আধ-মাইল। এরচেয়ে বেশি ভিতরে প্রবেশ করেনি। বাবা চায় না একা পাহাড় বা বন্ধুর ট্রেইলে ও ঘুরে বেড়াক।

বসন্তের সবে শুরু, কিন্তু বাতাস বেশ উষ্ণ আর হালকা, ঠিক যেন মরুভূমি। এত স্বচ্ছ বাতাস সচরাচর দেখা যায় না। খোশমেজাজে রয়েছে কালো রোয়ান, ছুটতে চাইছে উদ্দাম গতিতে, তবে গতি কমিয়ে রেখেছে প্রিসিলা, চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। আশায় আছে হঠাৎ ব্ল্যাক রাইডারকে দেখতে পাবে।

সকালে এসে বোধহয় ভুল করল। এ-পর্যন্ত ব্ল্যাক রাইডারকে দিনের পরিষ্কার আলোয় কখনও দেখা যায়নি। সন্ধ্যা বা বৃষ্টির সময় দেখা যায় তাকে, যখন কাছ থেকে দেখলেও চেনা সম্ভব হয় না। নাকি অন্য কোন কারণ আছে? শেষ বিকালে কেউ তাকে দেখে ফেললেও যাতে অনুসরণ করার সুযোগ না-পায়? কারণ এর কয়েক মিনিটের মধ্যে সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসে, তাই চাইলেও কেউ ট্র্যাক ধরে তাকে অনুসরণ করতে পারবে না।

ঘোড়ার খুরের দাপটে ধুলো উড়ছে, তবে গ্রাহ্য করল না প্রিসিলা। ক্লিফের একেবারে কিনারে পৌঁছে গেল। আকাশছোঁয়া পাথুরে দেয়াল ওর উপর হামলে পড়ছে এখন। সূর্য যথেষ্ট উপরে ওঠেনি বলে চূড়ার অসমান খাঁজ চোখে পড়ছে না। রাশ টেনে নিচু

টিলার দিকে তাকাল ও, একে একে লাগোয়া এলাকা জরিপ করল, কিন্তু কোন ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেল না। শুধু পাথর আর গ্র্যানিটের চাঙড়।

কী দেখবে বা দেখার আশা করছে তাও জানা নেই ওর। ধারে-কাছে ওকে দেখে নিশ্চয়ই ছুটে আসবে না ব্ল্যাক রাইডার, অমন কিছু আশা করাও বোকামি হবে।

চারপাশ সুনসান নীরব। কোথাও কেউ নেই, এমনকী বুনো কোন প্রাণীও চোখে পড়ছে না। একটু ভয় ভয় লাগছে প্রিসিলার। জুসা ছটফট করতে শুরু করেছে। অগত্যা ঢাল ধরে ঘোড়াকে চালনা করল ও।

সামনে ক্লিফের সারি পুব দিকে বাঁক নিয়েছে, জানা আছে ওর, প্রাকৃতিক ফাটল ধরে বছরের কিছু সময়–বিশেষ করে বর্ষার মরসুমে–পাহাড়ী ঝর্না জমিতে নেমে এসে পরে সল্ট ক্রীক নদীর ধারা হিসাবে প্রবাহিত হয়। তবে মনুমেন্ট রকের লাগোয়া আরও একটা ওঅশ আছে, ওটার কিনারা ধরে এগোল প্রিসিলা।

পাহাড়ে ঘেরা সঙ্কীর্ণ পথ ক্রমে ঢালের আকারে ছয়শো ফুট উপরে উঠে গেছে। চারপাশ গাছগাছালিতে ভরা। পুরো পথ ছায়াময় আর শীতল, অবিশ্বাস্য নীরবতা চারদিকে। গা ছমছম করা পরিবেশ। ক্যানিয়নের দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলছে খুরের শব্দ।

হঠাৎ প্রশস্ত এক উপত্যকায় পৌঁছে গেল প্রিসিলা। চারপাশে পাহাড়ী ঢালে সুদৃশ্য পাইনের ঝাড়। ঢাল এত খাড়া যে উঠতে ভয় পাচ্ছে ও, বারবার শিউরে উঠছে। উৎকণ্ঠায় গলা বুজে আসছে, আশঙ্কা করছে হয়তো পা পিছলে ঢাল বরাবর গড়িয়ে পড়বে ঘোড়াটা। তবে তেমন সম্ভাবনা কম, কারণ জুসা পাহাড়ে রাইড করতে খুবই দক্ষ।

আচমকা কোন কারণ ছাড়াই ভড়কে গেল প্রিসিলা, আর এগোতে মন চাইছে না। চারপাশে কবরের নিস্তব্ধতা। বিস্ফারিত চোখে চারপাশে শঙ্কিত দৃষ্টি চালাল, শরীরের প্রতিটি স্নায়ু টানটান

ও সতর্ক। এমনকী জুসাও উৎকণ্ঠিত, কারণ ঘনঘন মাথা নাড়ছে ওটা, নাকের ফুটো বড়বড় হয়ে যাচ্ছে নিঃশ্বাসের সঙ্গে।

একইসঙ্গে কৌতূহলও অনুভব করছে ওরা।

অসহ্য নীরবতা। একটা পাতাও বোধহয় নড়ছে না এখন। স্থবির হয়ে আছে পরিবেশ। এতটাই নীরব যে প্রিসিলা যেন ক্যাথেড্রালে বসে আছে। তবে কোন ক্যাথেড্রাল এত সুবিশাল বা বিস্তীর্ণ নয়; কিংবা মানুষের তৈরি দুর্গ বা প্রাসাদও এতটা অনুপম ও শৌকর্যমণ্ডিত নয়।

হঠাৎ নড়ে উঠল জুসার দেহ, ঘাড় ফিরিয়ে ডানে তাকাল। কী হয়েছে দেখতে ঘাড় ফেরাতে বিস্ময়ে বেকুব বনে গেল প্রিসিলা রবেক। সরাসরি ব্ল্যাক রাইডারের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে ও!

ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পারছে না প্রিসিলা, কিন্তু ওর দেখার মধ্যেও ভুল নেই। পঞ্চাশ গজ দূরে কালো ঘোড়ার উপর বুক টানটান করে বসে আছে সে।

গতকাল যেমন দেখেছিল, নিচু টিলার চূড়ায় দাঁড়িয়ে, পিছনের ঘন সবুজ পাইনের পটভূমিতে জমকাল, দুর্জয় ও কর্তৃত্বপূর্ণ দেখাচ্ছে তার কাঠামো। বাকস্কিন ঘোড়াটা বেশ লম্বা, সবল পেশির অপূর্ব সমন্বয়—একনজর দেখে বলে দেওয়া যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই গতিতে ছুটতে পারবে ওটা, দমের ঘাটতি হবে না।

গাঢ় ধূসর শার্ট আর কালো ট্রাউজার তার পরনে। মাথায় কালো মেক্সিকান-স্টাইলের হ্যাট। চওড়া কাঁধ দেখে বোঝা যায় মানুষটা খুবই শক্তিশালী।

ভয়ে কলজে শুকিয়ে গেছে প্রিসিলার, উল্টো ঘুরে ঘোড়াটাকে তুফান বেগে ছোটাতে পারলে যেন বাঁচে। কিন্তু ব্ল্যাক রাইডারের আচমকা উপস্থিতির চমকে মস্তিষ্ক গুলিয়ে দিয়েছে, ঠায় স্যাডলে বসে থাকল ও, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

চোখে শঙ্কা নিয়ে প্রিসিলা দেখল ধীর পায়ে টিলা থেকে নেমে আসছে বাকস্কিন ঘোড়াটা।

নিচু ব্রিমের হ্যাটের কিনারা ছাড়িয়ে ব্ল্যাক রাইডারের মুখের প্রায় তেমন কিছুই চোখে পড়ছে না। সে আরও এগিয়ে আসার পর প্রিসিলা খেয়াল করল নিচু করে বাঁধা জোড়া পিস্তল ঝুলছে তার ঊরুতে। হঠাৎ থামল সে, ডান হাত তুলে হ্যাটের কিনারা পিছনে সরিয়ে দিল।

একরাশ স্বস্তি ঘিরে ধরল প্রিসিলাকে। হাঁপ ছাড়ল ও।

দীর্ঘদেহী মানুষ ব্ল্যাক রাইডার। কাঠিন্যভরা ও রোদপোড়া মুখ হলেও সুদর্শন বলতেই হবে তাকে। সবুজ চোখে অন্তর্ভেদী চাহনি।

'তুমি প্রিসিলা?' জানতে চাইল সে। গম্ভীর, ভরাট, বন্ধুত্বপূর্ণ কণ্ঠ।

'হ্যাঁ। তুমি কীভাবে আমার নাম জানলে?'

'অনেক আগে থেকে জানি। আজ এখানে এলে কেন?'

'ইয়ে, হয়েছে কী...' আমতা আমতা করল প্রিসিলা। 'খুব কৌতূহল হচ্ছিল!'

হো হো করে হেসে উঠল সে, চোখে আমোদ ফুটল। 'পুরো দুনিয়াই কৌতূহলী, শুধু তোমাকে দোষ দেওয়া যাবে না! আচ্ছা, হাঙ্ক বার্নেট আর পোক রবেকের ব্যাপার কী? ওরাও কি কৌতূহল বোধ করে না?'

'একটু-আধটু। আমার মনে হয় হাঙ্কের চেয়ে বাবারই বেশি কৌতূহল।'

প্রিসিলার মুখে "বাবা" শব্দটা শুনে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে গেল ব্ল্যাক রাইডারের। তির্যক স্বরে জানতে চাইল: 'তুমি ওকে *বাবা* বলে ডাকো?'

'কেন, আর কী ডাকব! বাপকে অন্য কোন নামে ডাকা যায় নাকি?'

'হ্যাঁ, অমন কয়েকটা পরিচয় জানা আছে আমার,' গম্ভীর মুখে বলল সে। 'সময় হবে তোমার? কিছু কথা বলব।' হঠাৎ প্রস্তাব করল, তারপর স্মিত হেসে হালকা সুরে বলল: 'রহস্যময় ব্ল্যাক রাইডারকে দেখার জন্য এত দূর আসার পর দু'এক কথা না-বলে চলে যাওয়ার মানে হয় না।'

দ্বিধায় পড়ে গেল প্রিসিলা, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। এদিকে স্যাডল ছেড়ে নেমে পড়েছে ব্ল্যাক রাইডার, এগিয়ে এসে জুসার ব্রিডল ধরে টেনে নিয়ে গেল অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক জায়গায়, তারপর দুটো ঘোড়াকে গ্রাউণ্ড-হিচ করল। ততক্ষণে স্যাডল ত্যাগ করেছে প্রিসিলা। ক্লিফের কিনারায় ঘাস থাকায় ঘোড়া দুটোর সমস্যা হবে না।

মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে এগিয়ে এল ব্ল্যাক রাইডার। ঘন কালো কোঁকড়ানো চুল তার মাথায়, মুখে মৃদু হাসি।

'অস্থির হয়ো না,' সহাস্যে বলল সে। 'একা একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলার জন্য এটা অদ্ভুত জায়গা, কিন্তু পরে কারণটা বুঝতে পারবে।'

'কী বুঝতে পারব?' স্পষ্ট জানতে চাইল প্রিসিলা। লোকটার আচরণ এবং কাজকর্মে ধন্দে পড়ে গেছে, কোন কিছুই পরিষ্কার বুঝতে বা ধরতে পারছে না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে শুধু ওর নামই নয়, ওর সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানা আছে তার, কিন্তু তার ব্যাখ্যা দিচ্ছে না, এমনকী দেবে এমন নমুনাও তার আচরণে অনুপস্থিত।

'অনেক কিছু,' জবাব দিল সে। পকেট থেকে সিগারেট তৈরির সরঞ্জাম বের করে প্রিসিলার উল্টোদিকে একটা পাথরের উপর বসে পড়ল। খোলা জায়গার প্রবেশপথ, অর্থাৎ যেটা দিয়ে প্রিসিলা ঢুকেছে, সেদিকে মুখ করে বসেছে। 'কীভাবে এখানে এসেছ তুমি?'

'যদ্দূর শুনেছি মনুমেণ্ট রকের উত্তরের রিমের কাছাকাছি দেখা

যায় তোমাকে, যদিও কাল তোমাকে অন্য জায়গায় দেখেছি; সেটা অবশ্য খুব বেশি দূরেও নয়। যাক্‌গে, তোমার সঙ্গে দেখা করতে হলে নাকি এখানে এসে অপেক্ষা করা উচিত। আমাদের নতুন কাউহ্যাণ্ড রাস্টির কাছে তাই শুনলাম। খুবই রহস্যময় লোক!'

নিঃশব্দে হাসল সে। 'হ্যাঁ। ছেলে ভাল। নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করা যায় ওকে।'

'আচ্ছা! তুমি তা হলে চেনো ওকে?' প্রিসিলার বিস্ময় কাটছে না।

'রাস্টিকে? সত্যিকার বন্ধু হওয়ার মত লোক রাস্টি। বিপদে পাশে পাবে ওকে।'

গম্ভীর মনোযোগে ধূমপান করছে সে। মাঝে মধ্যে চারপাশে চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছে, বিশেষ করে উপত্যকার প্রবেশপথে।

'স্কুলে পড়তে গিয়েছিলে তুমি, তাই না? তখন তোমার বয়স কত ছিল? বেশ কয়েক বছর র‍্যাঞ্চে ছিলে না।'

মুখ তুলে তাকাল প্রিসিলা, এত আগের ঘটনার কথা কেন সে তুলল বোঝার চেষ্টা করছে। খুঁটিয়ে দেখল তার মুখ, কিন্তু বুঝতে পারল না। শেষে খানিকটা দ্বিধান্বিত স্বরে বলল: 'আমার তখন পাঁচ বছর বয়স। বাবা বলল মেয়েদের বড় হওয়ার জন্য র‍্যাঞ্চ মোটেই উপযুক্ত জায়গা নয়, তাই আমাকে স্কুলে পাঠিয়ে দিল। পুরো দশ বছর আর আসার সুযোগ হলো না, তারপর অবশ্য ছুটিতে মাঝে মধ্যে আসতাম। তবে কমই।'

'আচ্ছা, ওই বয়সের স্মৃতি মনে আছে তোমার? আমার তো নেই। সবার ক্ষেত্রে অবশ্য একইরকম হয় না। বাবার কথা মনে পড়ে তোমার? স্কুলে যাওয়ার সময়কার কথা বলছি।'

'কিছু টুকরো ঘটনা মনে পড়ে, তবে সবই ঝাপসা। বাবা খুব আদর করত আমাকে, এটা মনে আছে। ওয়্যাগনে করে আসার সময় অনেক গল্প করেছে, বিশেষ করে মায়ের কথা বলত। পশ্চিমে যাত্রা করার বছর খানেক আগে মারা যান মা। আর এই

র‍্যাঞ্চের অনেক গল্প করেছে—এখানে এসে কী দেখতে পাব, কীভাবে সময় কাটবে...ইত্যাদি। এখানে মাকে নিয়ে আসার ইচ্ছে ছিল বাবার। বলেছে র‍্যাঞ্চটা আমার নামে দেওয়া, এবং আজীবন আমার নামেই থাকবে।'

'তোমার বাবার মধ্যে পরিবর্তন খেয়াল করেছ?'

মাথা ঝাঁকাল প্রিসিলা। 'বিস্তর। সঙ্গত কারণও রয়েছে। এ-পর্যন্ত বহু ঝামেলা সামাল দিতে হয়েছে, যদিও কখনও আমাকে কিছু বলে না। মাঝে মধ্যে অদ্ভুত আচরণ করে, ঠিক মেলানো যায় না, তবুও আমার মনে হয় বাবা হিসাবে সে সফল। আমি ওকে ভালবাসি।'

সবুজ চোখজোড়া স্থির হলো প্রিসিলার মুখে, তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী চাহনিতে ওর চোখে কী যেন খুঁজল। ব্যাপারটা এতই প্রকট আর স্পষ্ট যে অস্বস্তি ধরিয়ে দিল প্রিসিলার মনে। 'বাবাকে ভালবাসা কি কোন মেয়ের জন্য অপরাধ?' কিছুটা বিরক্ত স্বরে জানতে চাইল ও, নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। 'তোমার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে...'

'মোটেই না,' সিগারেটের গোড়া মাটিতে ফেলে বুটের তলায় পিষল সে। 'সত্যি কথা হচ্ছে, সব বাবা-মেয়ের ক্ষেত্রে তাই হওয়া উচিত। কিন্তু তোমার বাবার ক্ষেত্রে, আমার তো মনে হয় মেয়ের এতটা ভালবাসা পাওয়ার যোগ্যতা তার নেই।'

ফের অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে প্রিসিলার দিকে তাকাল সে। 'প্রিসিলা, একদিনে সবকিছু পরিষ্কার করা যাবে না, সম্ভবও নয়। তাই আজকের পরও আলাপ করতে হবে আমাদের, সময়-সুযোগ মত দেখা করতে হবে। জরুরি বেশ কয়েকটা ব্যাপার তোমার জানা দরকার। এখনই বলতে পারি, যদিও বললেও তোমার বিশ্বাস হবে না, কারণ পরিস্থিতি এখন অন্য রকম। কিন্তু কয়েকটা দিন গেলে এমনিতে বিশ্বাস হবে তোমার।

'তবে সবার আগে, একটা ব্যাপারে মুখ বন্ধ রাখতে হবে।

কোনভাবেই আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা কাউকে বলা যাবে না। রাস্টি জানতে পারলে অসুবিধা নেই। ওকে জানাতে পারো, কিন্তু তখনই জানিয়ো যখন ধারে-কাছে নেই বলে নিশ্চিত হতে পারবে। যাই ঘটুক, একটা কথা স্মরণ রেখো: আমি তোমার বন্ধু এবং আমাকে তোমার বিশ্বাস করতেই হবে। তুমি হয়তো জানো না বা বুঝতে পারছ না, কিন্তু এমন এক পরিস্থিতির মধ্যে আছ যখন বেশ কয়েকজন বন্ধুর সহযোগিতা তোমার দরকার। খুব দরকার!'

'এ-কথা বলছ কেন?' দ্বিধান্বিত স্বরে জানতে চাইল প্রিসিলা, ব্ল্যাক রাইডারের কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছে না। কী হেঁয়ালিই না করছে লোকটা! মানুষটার মত তার কাজকারবারও খুব রহস্যময়।

'হাঙ্ক বার্নেটের সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা তো জানো?'

নড করল ও। 'নিশ্চয়ই। বাবা চায় আমি ওকে বিয়ে করি।'

'তুমি চাও?'

ইতস্তত করল প্রিসিলা। মনে মনে খানিকটা বিরক্তও বোধ করছে। ব্ল্যাক রাইডার যেই হোক, এসব প্রশ্ন কেন করছে? অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো হয়ে যাচ্ছে না? আসলে কে সে? কী চায়?

'না,' শেষে সত্যি কথাই বলল। 'হাঙ্ক বার্নেটকে বিয়ে করার ইচ্ছে আমার নেই।'

'সেক্ষেত্রে অন্যরা যাই করুক বা বলুক, ইচ্ছের বিরুদ্ধে হাঙ্ক বার্নেটকে বিয়ে করতে হবে না তোমার। তবে চট করে মানা করে দিয়ো না, তাতে ফলাফল ভাল নাও হতে পারে। কৌশল খাটাতে হবে। যথাসম্ভব বিয়ের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেয়ো। দেরি করাতে নানা অজুহাত দেখাতে পারো...যেমন বিয়ের পোশাক তৈরি, ডিজাইন পছন্দ, অনুষ্ঠান নিয়ে পরিকল্পনা...এমন কিছু বলে দিয়ো। খুব বেশিদিন এড়ানো লাগবে না, কারণ আমার ধারণা শিগ্গিরই

অনেক ঘটনা ঘটবে যার পরিণতিতে এ-ব্যাপারটা হয়তো আড়ালে পড়ে যাবে। তবে যখনই খারাপ কিছু ঘটবে, রাস্টির কথা ভুলে যেয়ো না। ও যথাসাধ্য সাহায্য করবে তোমাকে। ভরসা রেখো ওর উপর।'

উঠে ঘোড়ার কাছে চলে গেল ব্ল্যাক রাইডার। 'দু'একদিন পর আবার দেখা করতে পারবে আমার সঙ্গে? পরশুদিন?'

দ্বিধা করল প্রিসিলা। 'কেন দেখা করব? আমি তো এখনও বুঝতেই পারছি না আসলে তুমি কী বলছ! তোমার আসল উদ্দেশ্য কী! সবকিছু আমার কাছে গাঁজাখুরি গল্পের মত লাগছে। অদ্ভুত! অবিশ্বাস্য! খাপছাড়া! বিশ্বস্ত বন্ধুর সাহায্য কেন লাগবে আমার, কেন সদ্য কাজে যোগ দেওয়া একজন পাঞ্চারকে বিশ্বাস করব? তোমাকেই বা কেন করব? তোমার কথাই বা শুনব কেন?'

লম্বা একটা শ্বাস নিল সে। 'সন্দেহ বা দ্বিধার জন্য তোমাকে দোষ দেওয়া যাবে না, দিচ্ছিও না। তবে তোমার ভালর জন্যই এসব বলেছি এবং শুধু বিশ্বাস করলেই চলবে না, আমার কথামত কাজও করতে হবে; নইলে তোমারই ক্ষতি হবে।

'বিপদ সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা নেই বটে, কিন্তু আসলে তুমি বিপদেই আছ। হাঙ্ক বার্নেটের সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা বহু আগেই স্থির হয়ে আছে। এটা ইদানীংকার নয়, প্রিসিলা, এমনকী তুমি ওর কথা শুনতে পাওয়ার আগেই। এর মানে বুঝছ? এটা স্রেফ ষড়যন্ত্র! অন্যের নোংরা খেলার ঘুঁটি হয়ে গেছ তুমি।

'আরও একটা কাজ করতে হবে তোমার,' যোগ করল ব্ল্যাক রাইডার, বিহ্বল চোখে তাকে দেখছে প্রিসিলা। 'ছেলেবেলার কথা মনে করতে হবে, বিশেষ করে স্কুলে যাওয়ার ঠিক আগের ঘটনা মনে করার চেষ্টা কোরো। আমি চাই প্রতিটি মিনিট সেই ওয়্যাগন যাত্রার কথা ভাববে। হয়তো হঠাৎ কোন ঘটনা মনে পড়ে যাবে। একেবারে প্রথম থেকে শুরু করবে—কবে, কীভাবে বা কখন যাত্রা করেছিলে, পথে কী কী ঘটেছিল...। এখন হয়তো কিছুই মনে

নেই, কিন্তু যত মনে করার চেষ্টা চালাবে, ততই মনে পড়ে যাবে। ওই ঘটনা তোমার জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, প্রিসিলা। কী জানো,' সামান্য দ্বিধার পর বলল সে। 'আমি তোমার মা-কে চিনতাম।'

'কী বললে!?' বিস্ফারিত হয়ে গেছে প্রিসিলার চোখ, বুক ধুকপুক শুরু হয়ে গেছে। 'তুমি কাকে চিনতে? এতক্ষণ কথাটা বললে না কেন?' হঠাৎ দুনিয়ার আশঙ্কা ভর করল ওর মনে, শঙ্কিত চাহনিতে দেখল মানুষটাকে, শেষে দ্বিধার স্বরে জানতে চাইল: 'তুমি···কী জানো আমার মা সম্পর্কে?'

'খুবই ভাল মেয়ে ছিল সে। তোমার সঙ্গে চেহারার খুব মিল আছে। হ্যাঁ, সত্যিকার লেডি বলা যায়। শিক্ষিতা, গুণী এবং সুন্দরী ছিল। ওর চেয়ে সুন্দরী ও গুণী মেয়ে খুব কমই দেখেছি। তখন তোমার বাবাকেও চিনতাম, খুবই ভালমানুষ ছিল সে।'

ভুরু কোঁচকাল প্রিসিলা। 'তা হলে বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাও না কেন তুমি?'

ঠিক তখনই জবাব দিল না সে, কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বলল: 'প্রিসিলা, যাকে এখন বাবা বলে ডাকছ আদৌ সে তোমার বাবা নয়। আসলে বাবা হওয়া দূরে থাক, রক্তের বা আত্মীয়তার কোন সম্পর্কই নেই তোমার সঙ্গে। "পোক" রবেক নামে আদৌ কেউ কখনও ছিল না। ভুয়া একটা নাম! তোমার আসল বাবার নাম আইক রবেক। যাকে তুমি বাবা বলে ডাকছ সে হচ্ছে বিগ বেণ্ডের পোক রলেস, একসময়কার দুর্ধর্ষ বন্দুকবাজ আর কুখ্যাত আউটল। জানি না এখানে কীভাবে সে এল বা আসলে ওর কী উদ্দেশ্য, তবে ঠিকই জেনে যাব।

'ছোটবেলায় বিপদে আমাকে সাহায্য করেছিল তোমার বাবা, তারপর থেকে আমাদের বন্ধুত্ব। সে-হিসাবে আমাকে তোমারও বন্ধু বলে ধরে নিতে পারো।'

চার

করাল বারের কাছে এসে ঘোড়া থামাল প্রিসিলা রবেক। কী এক ঘোরের মধ্যে পথ চলেছে, নিজেও জানে না। পাহাড় থেকে নেমে আসার পর নিজ থেকে বাথানে ফিরে এসেছে জুসা, প্রিসিলা কিছু করেনি। শুধু ব্ল্যাক রাইডারের সঙ্গে দেখা হওয়াই ছিল চরম বিস্ময়কর ঘটনা, তায় তার বলা কথাগুলো ওকে সন্দিগ্ধ, উদ্বিগ্ন, শঙ্কিত এবং চিন্তিত করে তুলেছে। সন্দেহ হচ্ছে আদৌ এত কিছু ঘটেছে কি-না।

করালের কিনারে দাঁড়িয়ে পড়েছে ঘোড়াটা, অনেকক্ষণ হলো অপেক্ষায় রয়েছে স্যাডল ছেড়ে নামবে সওয়ার, কিন্তু অন্য ভুবনে চলে গেছে প্রিসিলা। বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে দূরের পাহাড়ের দিকে চেয়ে আছে।

পোক রবেক ওর বাবা নয়!

কী করে সম্ভব? এমন অত্যাশ্চর্য খবর কেন শুনতে হলো? সব চমক কি একদিনে না-হলে চলত না? এত বছর যাকে বাবা বলে জেনে এসেছে, যার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা দেখিয়েছে, আর সেই কি-না ওর বাবা নয়? সামান্য আত্মীয়তার বন্ধনও নেই!

মুহূর্ত কয়েক ভাবার পর সত্যটা অন্ধকারে দেখা উজ্জ্বল আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠল ওর মনে, শীতল আবহ গ্রাস করল অন্তরাত্মা—ঠিকই বলেছে ব্ল্যাক রাইডার!

কয়েক মিনিটের প্রাথমিক অবিশ্বাস হটিয়ে সত্যের উপলব্ধিতে মনটা একেবারে তেতো হয়ে গেল প্রিসিলার। তারপর একের পর

এক তিক্ত স্মৃতি মনে পড়তে লাগল–যেসব ঘটনা ভুলে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। হুড়হুড় করে মনে পড়ে গেল সব। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসও বিশদ মনে পড়ছে যা রীতিমত অস্বস্তি ধরিয়ে দিচ্ছে মনে।

স্কুলে যাওয়ার আগের সময়কার বাবার সব স্মৃতি ধোঁয়াটে আর অস্পষ্ট লাগে প্রিসিলার কাছে। এমনিতে বহু বছর হয়ে গেছে, এতদিন আগের কথা মনে করা সত্যি কঠিন; কারণ নিজের চারপাশে কী ঘটছে মনে রাখার চেষ্টা করে না পাঁচ বছর বয়সী কোন শিশু, বরং প্রাকৃতিক নিয়মে মস্তিষ্ক যতটা মনে রাখে ততটাই তার মনে থাকে। প্রিসিলার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। মনে দাগ কেটেছে বা মস্তিষ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছে এমন কিছু ঘটনা মনে রয়ে গেছে।

তবে কোনটাই স্পষ্ট নয়, সবই ছাড়া-ছাড়া এবং অসঙ্গতিতে ভরা। সুখস্মৃতি হিসাবে ভাবনার সময়ও কোন একটা ঘটনাকে পূর্ণতা দিতে পারেনি প্রিসিলা, পরিষ্কার ও সম্পূর্ণ ছবি উদ্ধার করতে পারেনি। নিছক অস্পষ্ট স্মৃতি!

এই অস্পষ্টতা বা সন্দেহের কারণ বুঝতে পারছে এখন। একই চরিত্রে দু'জন মানুষের ভূমিকা–আলাদা আলাদা মানুষ এরা, কিন্তু ওর মনে এবং স্মৃতিতে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই পরিবর্তন ঘটেছে। শিশুর বুদ্ধিমত্তা নিয়ে পার্থক্য ধরতে পারেনি ছোট্ট প্রিসিলা, অথচ মনের গভীরে কিছু দ্বিধা আর সন্দেহ ঠিকই জমা থেকে গেছে। পরে যখনই মনে হয়েছে, অস্পষ্ট স্মৃতি হিসাবে বাতিল করে দিয়েছে ও, দ্বিধা বা সন্দেহকে আমল দেয়নি কখনও। বরং ভুলতেই চেয়েছে।

এজন্যই যখনই অতীত খুঁড়ে বাবার মুখ আবিস্কার করতে চেয়েছে, প্রতিবার অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ একটা ছবি পেয়েছে।

ওর আসল বাবা খুব ভালমানুষ ছিল, বলেছে ব্ল্যাক রাইডার। বিশেষ করে ওর মা-র কথা বলেছে–বনেদী লেডি ছিল।

মা-র প্রসঙ্গে প্রায় কিছুই জানা ছিল না প্রিসিলার, এখনও যে খুব বেশি কিছু জেনেছে তা নয়; বরং ব্ল্যাক রাইডারের কাছ থেকে যা জানতে পেরেছে তাই ওর একমাত্র ভরসা। দুই বাক্যের দুটো কথা ওর সারা দেহ-মনে স্বস্তি ছড়িয়ে দিয়েছে।

নিজের মা সম্পর্কে না-জেনে ওর মত বোধহয় আর কোন বাচ্চাই বড় হয়নি। এমনকী বড় হয়েও বাপকে জিজ্ঞেস করে কিছু জানতে পারেনি। যখনই মা সম্পর্কে জানতে চেয়েছে, প্রতিবারই এড়িয়ে গেছে পোক রবেক। বাবা মা সম্পর্কে কিছু বলতে চায় না—বারবার এই কাণ্ড ঘটতে দেখে প্রিসিলার মনে ধারণা হয়েছে মা-র জীবনে লজ্জাজনক কোন ঘটনা ছিল যা বাবা বলতে চায় না। উপলব্ধিটা ওকে সন্তান হিসাবে ছোট করে দিয়েছে। একসময় বুঝে গেছে বাবা ওই ঘটনার কথা মনে করতে চায় না, তাই আর কখনও জিজ্ঞেসও করেনি। মনে চাপা ক্ষোভ এবং অভিমান জমা ছিল—জানত মা এমন কিছু করেছে যা ওদের তিনজনের জন্যই লজ্জার।

কিন্তু এখন সত্য জেনেছে। ব্ল্যাক রাইডার বলেছে ওর মা খুবই সম্মানিত মহিলা ছিল।

মিথ্যে বলেনি তো? ওর বিশ্বাস অর্জন করার জন্য দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে ধুরন্ধর লোকটা?

চিন্তাটা মাথায় আসতে থমকে গেল প্রিসিলা। যাচাই-বাছাই শুরু করল। হ্যাঁ, যুক্তির খাতিরে বলা চলে এমন একটা সম্ভাবনা আছে, কিন্তু আদপে কোন স্বার্থ নেই ব্ল্যাক রাইডারের। প্রিসিলার আস্থা অর্জন করার জন্য ওর মা সম্পর্কে মিথ্যে বলার প্রয়োজন পড়ে না তার। সবচেয়ে বড় কথা এ-সম্পর্কে তার জানার কথা নয়।

লোকটা ওর কাছে নিতান্ত অপরিচিত মানুষ হতে পারে, কিন্তু তার কথাবার্তায় এবং ব্যক্তিত্বে এমন কিছু আছে যাতে তাকে বিনা শর্তে বিশ্বাস করা যায়, নিশ্চিন্তে আস্থা রাখা যায়। মা সম্পর্কে

ভাল কিছু শুনলে খুশি হবে জানা কথা, কিন্তু শুধু সেজন্য তাকে বিশ্বাস করেনি প্রিসিলা, বরং মা সম্পর্কে ওর অবচেতন মনে একটা ধারণাও কাজ করত সবসময়–মন কখনোই বিশ্বাস করত না সত্যি খারাপ কিছু করেছে ওর মা।

ব্ল্যাক রাইডারের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করছে প্রিসিলা। ওর বড় একটা উপকার করেছে সে। মা সম্পর্কে মস্ত এক সংশয় কাটাতে সাহায্য করেছে। শুধু এটাই প্রিসিলার জন্য বিরাট উপকার।

পুরানো বহু ঘটনা হুড়মুড় করে স্মৃতিতে ভেসে উঠছে। একটার পর একটা মনে পড়ছে, এবং তাদের সমন্বয়ও করতে পারছে। এখন সবকিছুই অনেক স্পষ্ট! কারণও আছে। পোক রবেকের বহু অসঙ্গতিপূর্ণ বা সন্দেহজনক আচরণ অগ্রাহ্য করেছে ও, নিজ থেকে অজুহাত দাঁড় করিয়েছে যদিও অন্তস্তল থেকে জানা ছিল এর সবই অস্বাভাবিক, বাবা হিসাবে সে মেয়ের সঙ্গে এমন করতে পারে না। কিন্তু উপায় ছিল না প্রিসিলার, বরং নানা অজুহাত খুঁজে বাপকে বরাবর ক্ষমা করে দেওয়ায় অভ্যস্ত ছিল। অদ্ভুত হলেও কখনও কখনও ওর প্রতি রূঢ় আচরণ করেছে পোক রবেক, স্ত্রী এবং মেয়ের শৈশবের বিষয়ে অস্বাভাবিক গোপনীয়তা রক্ষা করেছে, নিজেকে রহস্যময় ও দুর্বোধ্য চরিত্রের মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর প্রিসিলার বরাবরই মনে হয়েছে ওকে দিয়ে নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য পূরণ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে, অথচ এতে ওর নিজস্ব কোন কর্তৃত্ব বা ভূমিকা নেই।

এত অস্পষ্টতা বা সন্দেহের আসল কারণ: অবচেতন মনের গভীরে সামান্যতম হলেও সন্দেহ ছিল পোক রবেক ওর বাবা নয়। যত দ্বিধার কারণ এটিই, যদিও সন্দেহটা সম্পর্কে প্রিসিলাও সচেতন ছিল না।

অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে গেছে এখন। স্কুলে পড়াশোনার সময় খুব কম ওর কাছে চিঠি লিখেছে বাবা, মেয়ের প্রতি ন্যূনতম আবেগ প্রকাশ পায় এমন আচরণও সে করত বা দেখাত না; অন্য

মেয়েরা তাদের বাপের কাছ থেকে যা পেত তার ভগ্নাংশও জুটত না প্রিসিলার। স্কুলে যাওয়ার পর, দীর্ঘ দশ বছর বাদে প্রথম ছুটিতে আসার সময় কী নিদারুণ উৎসাহ আর উত্তেজনা নিয়ে এসেছিল ও, কিন্তু সবই চুপসে গেছে বাবার নিস্পৃহ আচরণে। পরেরবার থেকে আর তেমন উৎসাহ বোধ করেনি প্রিসিলা, পোক রবেকও যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে।

অস্বাভাবিক একটা সম্পর্ক ছিল ওদের এতে কোন সন্দেহ নেই। বাপ-মেয়ের গভীর আবেগ দূরে থাক, বরং স্বাভাবিক সৌজন্য বা ভদ্রতার সম্পর্কটা বজায় রাখতে পারলে খুশি হত দু'জন। পোক রবেকের সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়ে এতদিন চলে এসেছে প্রিসিলা, ভেবেছে অন্য সবার মত নয় ওর বাবা, একটু ভিন্ন। হলোই বা! জীবনের সব চাওয়া তো আর পূরণ হয় না।

মেয়ারের পিঠ থেকে স্যাডল ছাড়িয়ে ঘোড়াটাকে করালে ছেড়ে দিল প্রিসিলা। ইতোমধ্যে দুপুরের খাবারের সময় পেরিয়ে গেছে, খেয়ে-দেয়ে যার যার কাজে চলে গেছে কাউহ্যাণ্ডরা। রাস্টি ওয়েব, পোক রবেক বা বার্নেটকে ধারে-কাছে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

বাড়ির ভিতরে ঢুকে রান্নাঘরে উঁকি মারল ও।

চুলোয় কী নিয়ে যেন ব্যস্ত ছিল কূক বার্ট হ্যাকলে, মুখ তুলে তাকাল ওর দিকে। চওড়া হাসি ফুটল মুখে। 'দেরি করে ফেলেছ, ম্যা'ম। অসুবিধা নেই, তোমার খাবার তুলে রেখেছি। গরম আছে এখনও।'

'ধন্যবাদ, বার্ট।'

দ্রুত টেবিলে খাবার পরিবেশন করল সে। রাতের রান্না শুরু করেছে বার্ট, টুকিটাকি জিনিস টেবিলের উপর গোছানো। একটু আগেভাগে রান্না করার কারণ কিছুটা সময় বাঁচানো।

'শরীর খারাপ লাগছে না তো তোমার?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল কূক।

'না, বার্ট। তবে দুশ্চিন্তায় আছি।' খেতে শুরু করার পর প্রিসিলা আবিষ্কার করল খোলা জায়গায় নির্জলা বাতাসে দীর্ঘ ভ্রমণ করে এলেও তেমন খিদে পায়নি। 'বার্ট,' হঠাৎ জানতে চাইল ও। 'ইয়ে...এখানে...বাবার হয়ে কতদিন কাজ করছ তুমি?'

প্রিসিলার কণ্ঠে দ্বিধা টের পেলেও গ্রাহ্য করল না সে, কিংবা ইচ্ছে করে এড়িয়ে গেল। 'প্রায় ছয় বছর হতে চলল। সিলভার সিটি থেকে এই এলাকায় এসেছিলাম। প্রথমে অবশ্য সিমারনের এক রেস্তোরাঁয় কিছুদিন কাজ করেছি, তারপর এক্স-আইটি র‍্যাঞ্চে ছয় মাস ছিলাম। আরও পশ্চিমে ঘুরতে ঘুরতে তোমাদের এখানে আসা। প্রথমে অবশ্য পাঞ্চার ছিলাম, তারপর বছর দুয়েক আগে ঘোড়া থেকে পড়ে পা ভেঙে ফেলার পর কুক বনে গেলাম। এক হিসাবে ভালই হয়েছিল, স্যাডলে বসে থাকতে থাকতে আমারও অনীহা চলে এসেছিল, তাই কুকের কাজে আপত্তি করিনি।'

'হাঙ্ক কি ছিল তখন?'

'বার্নেটের কথা বলছ তো?' সতর্কতা ফুটে উঠল কুকের মুখে। 'উঁহুঁ, আমি কাজে যোগ দেওয়ার সময় এখানে ছিল না সে। তুমি স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে আসার কিছুদিন আগে এখানে আসে হাঙ্ক। ওর সঙ্গে সকোরো নামের লোকটা ছিল। দু'জনেই কাজ পেয়ে গেল। হাঙ্কের সঙ্গে নাকি আগেই পরিচয় ছিল তোমার বাবার, এজন্যই ফোরম্যান হিসাবে তাকে কাজে নিয়েছে।'

'আচ্ছা, ও নাকি গানম্যান?' কুকের মুখে স্থির হলো প্রিসিলার অনুসন্ধানী দৃষ্টি।

অস্বস্তিতে ঢোক গিলল হ্যাকলে, তারপর দ্রুত পায়ে দরজার কাছে চলে গেল, বাইরে উঁকি দিয়ে এল। ফিরে এসে নিচু স্বরে বলল: 'আমার মনে হয় এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, চালু গানম্যান আমাদের হাঙ্ক বার্নেট। একটু বেশি চালু আর মন্দ। ম্যাথু মেহলারও তাই। শোনো, তুমি আবার এ-নিয়ে যাকে-তাকে প্রশ্ন শুরু কোরো না। এসব ব্যাপারে বার্নেট খুবই স্পর্শকাতর।

অন্যরা ওকে নিয়ে আলোচনা করুক একেবারে পছন্দ করে না সে।'

খুরের শব্দ শোনা গেল, ক্রমে এগিয়ে আসছে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে। খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল প্রিসিলা। রেস মেলিন আর রাস্টি ওয়েব এসেছে। আঙিনায় ঢুকে স্যাডল ছাড়ল দু'জন। দরজা দিয়ে ভিতরের দিকে তাকাল মেলিন, প্রিসিলাকে দেখতে পেয়ে শুভেচ্ছার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল, তারপর রাস্টিকে কী যেন বলে বাড়ির উদ্দেশে এগিয়ে এল।

একটু পর ডাইনিংরুমে ঢুকল সে। রেস মেলিনের বয়স বেশি নয়, বড়জোর বিশ-একুশ হবে। মুখে ছেলেমানুষি ছাপ রয়ে গেছে এখনও। 'হাউডি, ম্যা'ম!' রাইডিং-এর কারণে কিংবা প্রিসিলার উপস্থিতিতে সামান্য লালচে দেখাল মুখ, মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকল। মাথা আর কপালে লেপ্টে আছে ভেজা চুল। সপ্রশংস চাহনিতে দেখছে প্রিসিলাকে। 'একবার দেখলাম রাইড করতে বেরিয়েছ, ম্যা'ম। রেঞ্জের উত্তর অংশে গেলে আমাদের সঙ্গে দেখা হত।'

'তেমন কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই বেরিয়েছি,' মৃদু হেসে বলল প্রিসিলা। 'প্রতিদিন তো রাইড করার মত আবহাওয়া থাকে না, আজকের দিনটা দারুণ ছিল। ভাবলাম ঘুরে বেড়ানোর ফাঁকে কিছু চিন্তা-ভাবনা সেরে ফেলা যাক।'

'ঠিকই বলেছ, চিন্তা-ভাবনা করার জন্য রাইডিঙের তুলনা হয় না,' সমঝদারের ভঙ্গিতে বলল রেস মেলিন। 'খোলা প্রান্তর ধরে দূরের পাহাড়সারির দিকে ধীরগতিতে চলতে থাকলে মাথাটা পরিষ্কার হয়ে যায়।' ভিতরে পা রাখল সে। 'বার্ট, কফি আছে নাকি? রাস্টি আর আমার...'

'যখন-তখন খাবার চাইলে হবে?' হাঁক ছাড়ল কুক। 'পেয়েছ কি তোমরা, অ্যাঁ? যাক্‌গে, এবারের মত মাফ করে দিচ্ছি। বসে পড়ো। তবে আমার ধারণা বস্‌ এ-সময়ে তোমাদের এখানে

দেখতে পেলে ধরে চাবকাবে।'

রাস্টি ওয়েব ঢুকল ঘরে। চট করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার দেখে নিল প্রিসিলাকে। কী দেখল কে জানে, সন্তুষ্ট মনে হলো তাকে। একটা চেয়ারে বসে কূকের দিকে মনোযোগ দিল। 'মাদী কয়েকটা গরুর খোঁজে ইয়েলো বাটের দিকে যাচ্ছি আমরা। চলার পথে র‍্যাঞ্চ হাউস পড়ে বলে ভাবলাম ঢুঁ মেরে যাই, এক কাপ কফি হলে দারুণ হয়। কই, রেস, জলদি গিলে ফেলো, হাবলা বাছুরের মত মিস্ রবেকের দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে?'

মুহূর্তে আরক্ত হয়ে গেল মেলিনের মুখ। 'কে হাবলা বাছুরের মত তাকিয়ে আছে?' প্রতিবাদে ফেটে পড়ল সে। 'আরে, শান্তিতে কি কারও সঙ্গে কথাও বলা যাবে না? তোমাদের এত জ্বলছে কেন শুনি?'

একটা চেয়ার উল্টো ঘুরিয়ে সামনে নিয়ে এল রাস্টি ওয়েব, তার উপর পা তুলে দিয়ে একে একে সবার মুখ জরিপ করল। 'নাহ্, সবই বয়সের দোষ! তোমাকে অযথা গালাগাল করে কী হবে? আর মিস্ রবেকও সুন্দরী। তোমার মত চেহারা-সুরত ভাল হলে আমি নিজেই হয়তো শুরু করে দিতাম!'

মলিন হয়ে গেল মেলিনের মুখ। 'মাত্র আজই কাজে যোগ দিয়েছ, তাই জানো না। মিস্ রবেকের সঙ্গে ফোরম্যানের বাক্‌দান হয়ে আছে।'

শ্রাগ করল রাস্টি, তারপর অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল প্রিসিলার দিকে। 'কী জানি, হতেও পারে। তবে বাগদত্তাকে এভাবে ঝুলিয়ে রাখার কোন মানে আমি খুঁজে পাই না, অন্যরা তাতে প্রলুব্ধ হয়! আমার মত বেয়াড়া লোক শুধু মুখের কথায় পাত্তা দেয় না।'

'মুখ সামলাও!' সতর্ক কণ্ঠে উপদেশ দিল বার্ট হ্যাকলে। 'সবে এসেছ, আর হাঙ্ক বার্নেটের সঙ্গেও দেখা হয়নি। দেখা হলে হাড়ে হাড়ে টের পাবে। ওকে যদি চিনতে! পিস্তলে যাদু দেখাতে না-জানলে বার্নেটের সঙ্গে লাগতে যাওয়া উচিত নয় কারও, ওর

পছন্দের মেয়ের সঙ্গেও খাতির জমানো ঠিক হবে না। বেশিদিন আগের কথা নয়, স্রেফ মিস্ রবেকের সঙ্গে কথা বলার অপরাধে এক কাউহ্যাণ্ডকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল ও।'

'সেক্ষেত্রে সাবধান হতেই হয়!' অকপটে বলল রাস্টি, কাপ তুলে কফিতে চুমুক দিল। শেষে চেয়ার পিছনে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'তবে আমিও কম চালাক নই। ধরা পড়লে তো শায়েস্তা করবে! অমন অবস্থায় আমাকে পাবে না সে। কিন্তু একটা কথা না-বলে পারছি না, কোন মেয়েকে যদি আমার পছন্দই হয়, তা হলে ভুলেও সেই মেয়েকে অন্য পুরুষের দিকে মনোযোগী হতে দেব না, যদি না নিশ্চিত থাকি যে মেয়েটা আদপে কাউকে পছন্দ করে।' বলতে বলতে বেরিয়ে গেল সে, পিছনে সশব্দে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

নীরব হয়ে গেল ডাইনিংরুম। কফির কাপের দিকে তাকিয়ে আছে রেস মেলিন, এদিকে বুক ধড়ফড় করছে প্রিসিলার, কারণটা জানে না। মুখ তুলে তাকাতে মেলিনের ক্ষুব্ধ ও জেদী মুখ চোখে পড়ল, বার্ট হ্যাকলের চোখের তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনাও নজর এড়াল না। মিনিট খানেক পর নীরবে বাকি কফিটুকু গলায় ঢেলে মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল রেস মেলিন। আর একটা শব্দও খরচ করল না।

এঁটো বাসনকোসন জড়ো করে ড্রেইন বোর্ডে রাখল প্রিসিলা, আড়চোখে তাকাল কূকের দিকে।

কিন্তু নিজের কাজে মনোযোগী বার্ট হ্যাকলে। দৃষ্টি না-সরিয়ে বলল, 'সাবধানে থেকো, ম্যা'ম। আমি যেমন চিনি, হাঙ্ক বার্নেটকে ওভাবে চেনো না। ওকে জানতে অনেক বাকি আছে তোমার। আর পাঞ্চারদের ব্যাপারেও সাবধান। তোমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বিপদে পড়বে ওরা, তোমাকেও সমস্যায় ফেলে দেবে।'

ইতস্তত করল প্রিসিলা। 'হয়েছে কী, বলো তো? ছেলেটাকে তো ভালই মনে হয় আমার কাছে!'

ঝটিতি ওর দিকে ফিরল বার্ট হ্যাকলে। 'নিশ্চয়ই! রেস খুব ভাল ছেলে। কাজেও সেরা। টপহ্যাণ্ড। চারটা মেহ্‌লার বা বিলি স্যাণ্ডার্সের চেয়েও ঢের ভালমানুষ। কিন্তু গুলি খেয়ে বেঘোরে মরে যাওয়া ভালমানুষ বা হাঙ্ক বার্নেটের হাতে বেধড়ক মার খেয়ে এক তাল মাংসপিণ্ড হওয়াতে ভালমানুষির কী আছে? বার্নেটদের কাছে এসবের কোন দাম নেই!'

পাঁচ

যে-ক্যানিয়নে প্রিসিলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ব্ল্যাক রাইডারের, বেশ কয়েকটা শাখা-প্রশাখা রয়েছে ওটার, সবক'টাই কানা। তবে কিনারা বরাবর সঙ্কীর্ণ একটা ট্রেইল রয়েছে। পথ জানা থাকলে আর চৌকস ঘোড়া সঙ্গে থাকলে দুর্গম ওই পথে ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব। ঢালু ট্রেইলের কাছাকাছি ঘন ঝোপ রয়েছে, পাহাড়ের শরীর থেকে বেরিয়ে আসা চোখা চাঙড়ের পাশে বলে সমকোণে বাঁক নিতে হয় ট্রেইলের এই অংশে।

পাথর ও বোল্ডারসারিতে প্রায় ঢাকা পড়া এক চিলতে খোলা জায়গা রয়েছে কাছাকাছি। প্রায় পঞ্চাশ গজ চওড়া আর লম্বায় দ্বিগুণ জায়গাটা। প্রাকৃতিক পাহাড়ী চাতাল। নীচের ক্যানিয়ন থেকে জায়গাটাকে আড়াল করেছে ঘন পাইনের বন, এত ঘন হয়ে জন্মেছে যে নীচ থেকে দেখলে মনে হবে পাহাড়ের নিরেট শরীর, এর মধ্যে কোন চাতাল বা ফাঁক নেই। আর ঢালু বলে উপর থেকে চাতালের অবস্থান চোখে পড়ে না।

গুপ্ত জায়গাটাকে সমৃদ্ধ করেছে ঝর্নার সরু ধারা এবং এক

চিলতে সবুজ ঘাস। পিছনের দিকে পাহাড়ী ফাটলের ফাঁকে ছোট্ট কেবিন, ফাটলের কিছু অংশ পাথর বসিয়ে দেয়াল হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

এটাই ব্ল্যাক রাইডারের আস্তানা।

প্রিসিলার সঙ্গে কথা বলার পর এখানে চলে এসেছে সে। ঘোড়ার পিঠ থেকে স্যাডল খুলে ওটাকে ঘাসের উপর ছেড়ে দিল, লম্বা পিকেট দড়ি থাকায় সমস্যা হবে না। পানি বা ঘাসের অভাব নেই।

এ জায়গাটা পেয়ে মোটামুটি নিশ্চিন্ত বোধ করেছে রাইডার। প্রথম এসেছিল যখন, দেখে মনে হয়েছে গত বিশ বছরে এখানে কেউ পা রাখেনি। তারও আগে অবশ্য ইণ্ডিয়ানদের আনাগোনা ছিল। স্রেফ ঘটানচক্রে কেউ চলে আসতে পারে বটে, কিন্তু তেমন সম্ভাবনা নেই বললে চলে। যদ্দূর জানে বা শুনেছে, গত এক দশক ধরে জায়গাটা পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে; এমনকী তল্লাটের খুব কম মানুষই এটার কথা জানে। তাই আপাতত এরচেয়ে নিরাপদ ও গুপ্ত জায়গা ওর জানা নেই।

চারপাশে বিস্তর ঘোরাঘুরি করেছে সে, এলাকা সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করেছে। পুরো লে-আউট মোটামুটি মুখস্থ হয়ে গেছে ওর। ফিল্ডগ্লাস দিয়ে ব্লু হিল র‍্যাঞ্চের উপর প্রতিদিন নজর রাখছে, তাই জানতে পারছে ওখানে কী ঘটছে।

প্রিসিলা রবেকের সঙ্গে কথা বলতে পারায় বড়সড় একটা কাজ হয়ে গেছে। কিছুটা হলেও নিশ্চিন্ত বোধ করছে সে। আলাপ হয়েছে যখন, আশা করা যায় নিয়মিত যোগাযোগ হবে মেয়েটির সঙ্গে, তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে রাজি করানো কঠিন হবে না। সবচেয়ে বড় কথা, পোক রবেকের ভুয়া পরিচয় সম্পর্কে অবহিত করা গেছে প্রিসিলাকে। সরাসরি কথা বলায় সুবিধা হয়েছে। অন্য কারও মাধ্যমে বা উপায়ে যা সম্ভব ছিল না। মেয়েটা বিশ্বাসই করত না।

নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এ তল্লাটে এসেছে সে, এবং বেশ কিছুদিন পেরিয়েও গেছে। ধীরে হলেও ক্রমে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রিসিলা রবেককে প্রভাবিত করতে পারায় বড় একটা ধাপ অতিক্রম করা গেছে। এখন কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে।

প্রাথমিক প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন। এবার আসল কাজে নামতে হবে।

ভিতরে ভিতরে অস্থির বোধ করছে সে। কারণটা জানে। জুয়ানিতাকে দেখার জন্য অধীর হয়ে পড়েছে।

এখানে আসা একেবারে উচিত হয়নি জুয়ানিতার। পরিস্থিতি যাই হোক, নিজের কাজে অন্যের বাগড়া দেওয়া একেবারে পছন্দ করে না সে। জুয়ানিতাকে বুঝিয়ে-শুনিয়েও লাভ হয়নি, না যুক্তি না জেদ, কোনটাই কাজে আসেনি। জুয়ানিতা আসবেই। অগত্যা হাল ছেড়ে দিয়েছিল।

তারপর কাছাকাছি সময়ে এলাকায় ব্ল্যাক রাইডার আর সল্ট লেক সিটিতে জুয়ানিতা জুয়ারেজের আগমন।

একটা ব্যাপারে অবশ্য স্বস্তিই বোধ করছে সে। চাইলে চলে যেতে পারবে সল্ট লেকে, জুয়ানিতাকে একনজর দেখে আসতে পারবে। জুয়ানিতা অ্যারিজোনায় থেকে গেলে সেটা কোনভাবেই সম্ভব হত না।

মাঝে মধ্যে জুয়ানিতার নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা হয়। শত হোক, মেয়েমানুষ, একটা সেলুন চালায়। কখন কী ঘটে বলা মুশকিল। ফন্দিবাজ লোকের অভাব নেই।

তবে গেব ট্রিনোর উপস্থিতি ওর চিন্তার ভার কমিয়ে দিয়েছে। নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায় ইয়াকি ইণ্ডিয়ানের উপর। বারটেণ্ডার বিল হাওয়ার্ড থাকায় মেয়েটির নিরাপত্তা আরও জোরদার হয়েছে। এদিকে ব্লু হিল র‍্যাঞ্চের পে-রোলে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করতে কোন সমস্যাই হয়নি রাস্টি ওয়েবের। প্রায় বিনা আয়াসে শত্রুশিবিরে নিজেদের একজন লোক ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে ওরা।

প্রাথমিক কাজ প্রায় শেষ, তারপরও অনেক কিছুই বাকি।

প্রায় অসম্ভব হলেও আইক রবেকের জায়গায় নিজেকে পাকাপাকি প্রতিষ্ঠিত করেছে পোক রলেস; শুধু র‍্যাঞ্চের দখলই নেয়নি, প্রিসিলার বাবা বা অভিভাবকও বনে গেছে। রবেকের ভাগ্যে কী ঘটেছে? সন্দেহ নেই করুণ কোন পরিণতি। রবেকের স্ত্রী, প্রিসিলার মা-র ক্ষেত্রেও কি একই ঘটনা ঘটেছে? এসবের মধ্যে রলেস কীভাবে খাপ খায়?

কয়েকটা ব্যাপার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সত্যি কি ব্লু হিলের মালিক প্রিসিলা? সত্যিকার কোন দলিল বা প্রমাণ আছে, নাকি ওর নকল বাবার মুখের কথাই সার?

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে খুবই কৌশলে, সত্য লুকিয়ে প্রিসিলাকে ঠকাচ্ছে পোক রলেস, ভাব করছে এত বছর ধরে র‍্যাঞ্চটাকে খাড়া করছে শুধু মেয়ের জন্য। অথচ আদপে র‍্যাঞ্চটা প্রিসিলার কি-না এ-ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়ে গেছে। কিংবা হলেও, শেষ পর্যন্ত থাকবে কি-না বলা মুশকিল। বিশেষ করে ইচ্ছের বিরুদ্ধে যেহেতু হাঙ্ক বার্নেটের সঙ্গে বিয়ের বন্দোবস্ত করে রাখায় এমন সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক। বিয়ের পর নিশ্চয়ই স্ত্রীর কাছ থেকে মালিকানা বুঝে নিতে দেরি করবে না বার্নেট। পুরো ব্যাপারটায় গভীর ষড়যন্ত্রের আভাস।

প্রিসিলার বাবা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করায় ব্লু হিল র‍্যাঞ্চে নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পেরেছে পোক রলেস, এবং তাতে প্রায় সবকিছুর ঊর্ধ্বে চলে গেছে সে। এর কারণ সম্ভবত এলাকায় আসল রবেককে কেউ চিনত না। সবাই জানে মেয়েকে র‍্যাঞ্চ দিয়ে যাচ্ছে সে, কিন্তু আসলে সুকৌশলে হাঙ্ক বার্নেটের হাতে ব্লু হিলের চাবি তুলে দিচ্ছে। প্রিসিলার বিয়ে হয়ে গেলে ব্লু হিল সম্পর্কে যাবতীয় ভাবনা থেকে আজীবনের জন্য রেহাই পেয়ে যাবে পোক রলেস, আর প্রিসিলার কিছু হয়ে গেলে স্বামী হিসাবে র‍্যাঞ্চের একচ্ছত্র ও বৈধ মালিকানা পেয়ে যাবে বার্নেট।

মা সম্পর্কে প্রিসিলাকে কোন তথ্য জানায়নি পোক রলেস, এর কারণ আদপে তার কিছু জানা নেই? বাপের কাছ থেকে মা সম্পর্কে একটা কথাই শুনেছে প্রিসিলা: পশ্চিমে যাত্রার কিছুদিন আগে মারা যায় ওর মা। কথাটা আসল বাবা নাকি রলেসের কাছ থেকে শুনেছে?

রলেসের মুখোমুখি হওয়া বা তাকে চেপে ধরার আগে র‍্যাঞ্চের মালিকানা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। আসল ঘটনার পর বহু বছর কেটে গেছে, মিথ্যাচার আর জাল কাগজপত্র তৈরি করার জন্য বিস্তর সময়ে পেয়েছে রলেস। সত্যি যদি তাই করে থাকে, প্রিসিলাকে বাঁচিয়ে রাখল কেন?

শুকনো খটখটে ডালপালা যোগাড় করে আগুন ধরাল সে, সতর্ক যাতে ধোঁয়া তৈরি না-হয়। হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসে এবার রাতের খাবার তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

দীর্ঘদেহী মানুষ সে, সবুজ চোখ, সুঠাম দেহ। সবুজ চোখে বেশিরভাগ সময় তীক্ষ্ণ, অন্তর্ভেদী চাহনি ফুটে ওঠে, ওর চোখের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি বোধ করে অন্যরা; আবার কখনও কখনও নিখাদ আমোদ ও কৌতুক ফুটে ওঠে সেই চোখে। ঠোঁটে এক চিলতে হাসি দেখা যায়।

রান্না শেষে খেয়ে নিল সে। গাছের ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে। সন্ধ্যা নামবে কিছুক্ষণ পর। হঠাৎ দূরে ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেল। চট করে সিধে হলো ও, পাশে রাখা জোড়া পিস্তল হোলস্টারে ঢুকিয়ে ত্বরিত দৃষ্টি চালাল চারপাশে, কান খাড়া করে শব্দ শুনল, অনুমান করার প্রয়াস পেল শব্দ হওয়ার কারণ কী। ক্লিফের কিনারার দিকে সরে গেল তৎক্ষণাৎ, সবুজ ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

একটু দূরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বাকস্কিন, নাকের ফুটো বড়বড় হয়ে গেছে। ধারে-কাছে কারও অস্তিত্ব টের পেয়ে গেছে।

'শান্ত হ, বাছা!' ফিসফিস করল সে।

জুনিপারের ফাঁকে ফাঁকে নীচের ক্যানিয়নের কিছু অংশ চোখে পড়ছে। হঠাৎ পাথরের সঙ্গে ধাতব পদার্থের সংঘর্ষের তীক্ষ্ণ শব্দ হলো। মুহূর্ত খানেক গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনল সে, তারপর স্মিত হেসে গলা চড়িয়ে ডাকল, নিস্তরঙ্গ বাতাসে অনেক দূর থেকে শোনা গেল ওর কণ্ঠ: 'নাক বরাবর চলে এসো। বোল্ডার পেরিয়ে বামে মোড় নিয়ো।'

মিনিট খানেক স্পারের ঝুনঝুন আর মৃদু খসখস শব্দ শোনা গেল, ক্রমে এগিয়ে আসছে; শেষে উদয় হলো রাস্টি ওয়েব। সন্ধ্যা প্রায় নেমে এসেছে, তবে দিনের শেষ আলোয় স্পষ্ট চোখে পড়ছে রাস্টির বিহ্বল মুখ, মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে দেখছে রাইডারকে।

'ভূতের আছর হয়েছিল নাকি তোমার উপর?' অনুযোগের সুরে বলল রাস্টি। 'নইলে কীভাবে এমন একটা জায়গা খুঁজে পেলে? দূর থেকে তো নয়ই, পাশ দিয়ে চলে গেলেও কেউ ধরতে পারবে না, এমনকী অনুমানও করতে পারবে না এখানে পঞ্চাশ গজী ক্যাম্প আছে।'

'ভাগ্যের জোরে খুঁজে পেয়েছি। স্যাডল ছেড়ে এসো, কফি গরম আছে এখনও।'

আগুনের কুণ্ডকে ঘিরে বসল ওরা। হাস্যোজ্জ্বল চাহনিতে রাইডারকে দেখছে রাস্টি ওয়েব। কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে কাপ নামিয়ে রাখল পাশে। 'লুকিয়ে থাকার মত জায়গা খুঁজে বের করায় তোমার জুড়ি নেই,' সমীহের সুরে বলল পাঞ্চার। 'জীবনেও তোমার মত এত চৌকস লোক দেখিনি, শুনিওনি কারও কথা।'

শ্রাগ করল দীর্ঘদেহী রাইডার। 'বহুবার অমন জায়গা খুঁজে বের করতে হয়েছে আমার। সম্ভবত এভাবেই একটা স্পৃহা তৈরি হয়ে গেছে, আমিও দক্ষ হয়ে উঠেছি। কথায় বলে না, অনুশীলনে মানুষ পাকা হয়?'

'প্রিসিলার সঙ্গে কথা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। বেশি কিছু বলিনি। তবে এটা বলেছি পোক ওর বাবা

নয়।'

'আমিও তাই ভেবেছি। মেয়েটা বেশ চিন্তায় পড়ে গেছে। র‍্যাঞ্চে ফিরে ওকে অন্যমনস্ক দেখলাম। আচ্ছা, ভাল কথা,' যোগ করল রাস্টি। 'মিস্ প্রিসিলার প্রেমে প্রায় অন্ধ হয়ে পড়েছে আমার এক জাতভাই, বেচারার মাথার ঠিক নেই, এরইমধ্যে উল্টাপাল্টা শুরু করে দিয়েছে। নাম রেস মেলিন। ছেলে ভাল।'

'সেটা ওদের সমস্যা। প্রিসিলা কাউকে বেছে নেবে নাকি একা থাকবে তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই, বরং আমাদের চিন্তা শুধু ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা; যেভাবে হোক ব্লু হিল র‍্যাঞ্চে মেয়েটার ষোলোআনা অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাতে যদি দু'চারজন প্রেমিকের অসুবিধা হয়ে যায়, দুঃখ প্রকাশ ছাড়া কিছু করার থাকবে না।'

নিঃশব্দে হাসল রাস্টি। 'ওটা আমার উপর ছেড়ে দাও! ইতোমধ্যে ওদের কানে পোকা ঢুকিয়ে দিয়েছি।' থেমে আগুনে দুটো ডাল যোগ করল সে। 'একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। ঠিক কী বলতে পারব না, অবচেতন মনে টের পাচ্ছি। পিরিতের কয়েক চ্যালার সঙ্গে গোপনে বেশ আলাপ করছে হাঙ্ক বার্নেট। মেহ্‌লার, স্যাণ্ডার্স আর সকোরো হচ্ছে ওর সব মন্দকাজে দোসর। আমার ধারণা একটা কিছু ঘটাতে যাচ্ছে ওরা, বড়সড় কিছু।'

'রলেস নেই এরমধ্যে?'

'উঁহুঁ, নেই সে। বরং সযত্নে তাকে এড়িয়ে চলছে ওরা। মালিক কাছে থাকলে একত্র হচ্ছে না কেউ, সবই ঘটছে রলেসের পিছনে।'

'বার্নেটকে কেমন মনে হলো, রাস্টি?' হঠাৎ জানতে চাইল রাইডার।

'বুঝতে পারলে তো!' হেসে উঠল লাল-চুলো কাউবয়। 'তবে ম্যাথু মেহ্‌লার যখন ওর কথায় ওঠবস করে, তখন তো চালু বলতে হবে। বিশেষ করে স্যাণ্ডার্সের মত ঘুঘুও যখন পোষ মেনে

আছে। আমার তো মনে হয় ওদের যে-কারও চেয়ে এক কাঠি সরেস আমাদের এই বার্নেট। আগে থেকে ওদের খাতির ছিল মনে হচ্ছে। আর সকোরো বার্নেটের সঙ্গে এখানে এসেছে।'

'জুয়ানিতা কেমন আছে?' মুখ তুলে জানতে চাইল সে।

'ভাবছিলাম কখন ওর কথা জানতে চাইবে। বাপ্‌রে, তুমি পারোও বটে! কীভাবে নিজেকে চেপে রাখো? হ্যাঁ, জুয়ানিতা ভাল আছে। মেয়ে বটে! কোন মেয়ের মধ্যে এত ব্যবসায়িক বুদ্ধি হতে দেখিনি! এই সেদিন এসেছে, অথচ বিস্তর ডলার কামাই করছে! ও জানে কীভাবে ব্যবসা করতে হয়! কিন্তু বিপদে আছে বেচারা! হাঙ্ক বার্নেটের চোখ পড়েছে ওর উপর। দৈত্যটা শিগ্‌গিরই যদি বাড়াবাড়ি করে বসে, অবাক হব না।'

উঠে দাঁড়াল ব্ল্যাক রাইডার। 'বার্নেট?' ক্ষিপ্ত শোনাল কণ্ঠ। 'হয়েছে কী ব্যাটার? আমি তো জানতাম প্রিসিলার সঙ্গে ওর বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে আছে।'

স্মিত হাসল রাস্টি ওয়েব। 'হাঙ্ক বার্নেটের মত লোকের কাছে অমন মূল্যবোধের দাম আছে? না থাকারই কথা। ঘরের বউ ঠিক করা আছে তো কী হয়েছে, বাড়তি হিসাবে যদি আরও সুন্দরী কাউকে পাওয়া যায়, মন্দ কী! আর কেউ আপত্তি করলেও বার্নেট করবে না। তা ছাড়া, প্রিসিলার প্রতি ওর তেমন আকর্ষণ আছে বলে মনে হয় না, যত আকর্ষণ ওই র‍্যাঞ্চ! ওটা পাওয়ার জন্যই বিয়ে করছে প্রিসিলাকে। কিন্তু আবেগ বলে যদি কিছু থাকে, তো সেটা জুয়ানিতা জুয়ারেজের প্রতি।'

'ওখানে কোন সমস্যা হয়নি তো?'

'এখনও নয়,' ফ্যাণ্ডাঙ্গোর ঘটনা খুলে বলল রাস্টি, জানাল কীভাবে সুকৌশলে হাঙ্ক বার্নেটকে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে জুয়ানিতা জুয়ারেজ। 'পাক্কা ত্রিশ ডলার বেরিয়ে গেল বার্নেটের পকেট থেকে, অথচ ব্যাটা এমন কঞ্জুস! দু'রাত ধরে কষ্টে ঘুমাতে পারছে না। কী জানো, ওটাই শেষ নয়। সুযোগের অপেক্ষায়

থাকবে বার্নেট, পুষিয়ে নেবে এই ক্ষতি।'

'রলেস আর বার্নেটের অবস্থান সম্পর্কে বলো তো।'

'এটা নিয়ে আমিও ভাবছিলাম। শুনেছি একসময় একে অন্যকে বিশ্বাস করত ওরা, কিন্তু আমার ধারণা দু'জনের সম্পর্ক ছিন্ন হতে বেশি দেরি নেই। তেমন পরিস্থিতি যদি আসেই, একটা ব্যাপার পরিষ্কার: সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়বে বুড়ো, পরিস্থিতি তার নিজেরই সামাল দিতে হবে। সব কাউহ্যাণ্ড বার্নেটের পক্ষে, মানে কুক, মেলিন আর আমি ছাড়া। আমরা তিনজনই এসবের বাইরে।'

উঠে দাঁড়াল রাস্টি ওয়েব। 'চাঁদ ওঠার আগেই ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।' ঘুরে দাঁড়িয়ে এগোতে গিয়েও দ্বিধা করল সে। 'বার্নেটের বিরুদ্ধে কোন ভুল চাল দেওয়া যাবে না। খুবই বিপজ্জনক লোক।'

'ধন্যবাদ, তোমার কথা মনে রাখব,' আগুনের এপাশ থেকে সবক'টা দাঁত বের করে হাসল রাইডার।

'কোনরকম গোলাগুলি ছাড়া যদি এই ঝামেলা সামাল দেওয়া যেত!' বিড়বিড় করে বলল রাস্টি, প্রায় প্রার্থনার মত শোনাল কথাগুলো।

'আমিও তাই আশা করছি। বিশেষ করে প্রিসিলার উপস্থিতিতে অতগুলো বিপজ্জনক লোককে সামাল দেওয়া কঠিন হবে।'

রাস্টি ওয়েব চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ আগুনের পাশে বসে থাকল সে। কিছুদিন হলো লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। বুনো প্রকৃতির অংশ হয়ে গেছে। এমনকী এখানে আসার আগেও কয়েক মাস তাই করতে হয়েছে। টানা লুকিয়ে থাকার বিরক্তি ধরে গেছে। আর ভাল লাগছে না। কিন্তু উপায়ও নেই। যখনই ওর পরিচয় প্রকাশ পাবে, লোকজনের মাঝে যখন উপস্থিত হবে, তখনই উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোন কাউবয়ের

বেপরোয়া চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে, ওকে খুন করে একদিনে বিখ্যাত হওয়ার বাসনা নিয়ে জন্মানো মানুষের অভাব পড়েনি পশ্চিমে। অমন দু'একজন সব জায়গায় দেখা যায়।

শুধু এই টানাহেঁচড়া এড়ানোর জন্যই লুকিয়ে থাকা। অযথা প্রাণক্ষয় ভাল লাগে না। তা ছাড়া, প্রতিবার যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোন মামুলি বন্দুকবাজ ওর মুখোমুখি হবে, তা নয়; সেয়ানে লোকের সামনেও পড়ে যেতে পারে। কার হাতে কার মরণ শুধু ঈশ্বরই জানেন। পশ্চিমের বহু চালু বন্দুকবাজ পিঠে গুলি খেয়ে মরেছে। ওর ক্ষেত্রেও তাই হবে না কে বলতে পারে।

তা ছাড়া, নিজেকে আড়ালে রাখতে পারলে বা পরিচয় অজানা থাকলে অ্যাম্বুশে পড়ার সম্ভাবনাও কম। সব মিলিয়ে এই লুকিয়ে থাকার মাজেজা বেশ। বেশিরভাগ সময় উপভোগ করে ও। তবে আপাতত ভাল লাগছে না। কারণ আর কিছু নয়। জুয়ানিতাকে দেখার জন্য অধীর হয়ে পড়েছে।

বিখ্যাত হওয়ার বিড়ম্বনা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে সে। অথচ কখনোই নাম কামানোর খায়েশ ছিল না ওর, তবে নাম ভাড়িয়ে বা লুকিয়ে থাকার কারণেও গুজব আর প্রচারণার অংশ হয়ে গেছে। ওকে নিয়ে গল্প করতে ভালবাসে লোকজন। সেলুন, গেম হল বা ক্যাম্পের অলস আড্ডায় ওর নাম উঠবেই।

এভাবেই *ছায়ার মত* বা *প্রায় অদৃশ্য* রহস্যময়, ভবঘুরে এক গানফাইটারের পরিচিতি পেয়ে গেছে ও। কোথাও হয়তো গেল, কেউ চেনে না ওকে, কিন্তু আচমকা গর্জে ওঠে ওর পিস্তল; তারপর যেমন আচমকা উপস্থিত হয়েছিল, কাজ শেষ হওয়া মাত্র মুহূর্তে উধাও হয়ে যায় ওই এলাকা থেকে। ওর টিকিটিও তখন খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধু উপস্থিতির সামান্য প্রমাণ থেকে যায়।

এভাবেই রহস্যময়, অদ্ভুতুড়ে এক চরিত্রে রূপ পেয়েছে ও। পশ্চিমের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু কোথাও প্রয়োজনের বেশি এক মুহূর্তও থাকে না; কোথাও নিজের পরিচয় প্রকাশ করে

না, উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জনের পর ঠিকই নিজের পথে চলে যায়।

পশ্চিমের ইতিহাসে নতুন নতুন অধ্যায়ের জন্ম দেওয়া এ লোকটিকে খুব মানুষ স্বচক্ষে দেখেছে। সত্যিকার সৌভাগ্যবান এরা।

বহু আগে থেকে পরিত্যক্ত জায়গায় থাকতে অভ্যস্ত ও, বেনামে ঘুরে বেড়ায় এদিক-ওদিক। নিজস্ব নিরাপত্তা এভাবেই নিশ্চিত করে। নতুন কোন এলাকায় গিয়ে সাধারণ কাউহ্যাণ্ড বা র‍্যাঙলার হিসাবে কাজ করে, কখনও শিকারী বনে যায়। একসময় ঠিকই ঝামেলার মুখোমুখি হয়ে পড়ে। নিজের জন্য কালেভদ্রে অস্ত্র ব্যবহার করে, বেশিরভাগ সময় সেটা হয় বন্ধু বা অসহায় মানুষের জন্য।

এখানে যেমন ওকে লড়তে হচ্ছে অন্যের জন্য।

তবে এবারই প্রথম একা লড়ছে না। সঙ্গে বন্ধু রয়েছে; এরা প্রত্যেকে অকৃত্রিম বন্ধু। রয়েছে জুয়ানিতা ইবানেজ। ইচ্ছে করে নাম গোপন করেছে জুয়ানিতা, কারণ আসল নামে ওকে অনেকে চেনে, এও জানে জুয়ানিতা ইবানেজের সঙ্গে অ্যালিসনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

আগুনটা প্রায় নিভে এসেছে। আলসেমি করে উস্কে দিল না ও। নিবিষ্ট মনে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করছে। হাঙ্ক বার্নেটের আসল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কী? কী করতে চাইছে সে?

রাস্টি ওয়েবের সন্দেহ অমূলক নয় বলে ওর ধারণা, এবং শিগ্‌গিরই চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাবে রলেস আর বার্নেটের মধ্যে। বার্নেটের তোপের মুখে কতটা দৃঢ়তা দেখাতে পারবে ব্লু হিল মালিক? নিজের কর্তৃত্ব বা অধিকার বজায় রাখতে যদি অস্ত্র ধরতে হয়? শোডাউন হলে রলেসের টিকে থাকার সম্ভাবনা কম। তবে দু'জনই ধরাশায়ী হয়ে যেতে পারে। এটা স্রেফ একটা সম্ভাবনা এটা, বাস্তবে তেমন কিছু হবে না। বয়সের ভারে ক্ষিপ্রতা হারিয়ে ফেলেছে রলেস, তা ছাড়া হাঙ্ক বার্নেটের কূটকৌশলের সঙ্গে পেরে

উঠবে না।

তবে দু'জনই ওর পথের কাঁটা। বার্নেট বা রলেস না-থাকলে সহজে অন্যদের সামাল দেওয়া যেত।

এ-মুহূর্তে একটা ব্যাপার জানা জরুরী হয়ে পড়েছে। কীভাবে র‍্যাঞ্চের মালিক হয়েছে রলেস? পশ্চিমে যাত্রা করার কয়েক বছর আগে এই র‍্যাঞ্চ কিনেছিল আইক রবেক, কাগজপত্রও তৈরি করেছিল নিশ্চয়ই। ব্লু হিলের উদ্দেশে যাত্রা করেও সফল হতে পারেনি সে। বোধহয় সান্তা ফে পেরিয়ে আসার পর দৃশ্যপটে আবির্ভাব ঘটে রলেসের। সম্ভবত রবেকের মুখে শুনে থাকবে যে ব্লু হিলের উত্তরাধিকার প্রিসিলার, কিংবা হয়তো সেভাবেই কাগজপত্র তৈরি করে রেখেছিল রবেক।

বিষয়টা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া দরকার। জানতে হবে এখন আইনত কে র‍্যাঞ্চের মালিক—প্রিসিলা, নাকি ভুয়া কাগজপত্রের কল্যাণে পোক রলেসই মালিক হিসাবে বহাল আছে।

অন্তস্তলে তাগিদ অনুভব করছে ব্ল্যাক রাইডার। জুয়ানিতার মুখ খুব টানছে। উঠে দাঁড়িয়ে ঝোপঝাড়ের কিনারে চলে এল ও, প্রভুর উপস্থিতি টের পেয়ে ঘাস টানা বন্ধ করে মুখ তুলে তাকাল বাকস্কিন।

বেশ কিছুক্ষণ ঘোড়ার যত্ন নিল সে, বিড়বিড় করে কথা বলল।

একটু পর আগুনের কাছে ফিরে এল। আগুন প্রায় নিভে গেছে। ছাইয়ের নীচে জ্বলন্ত কয়লার ম্লান আভা চোখে পড়ছে। অশান্ত মনকে বোঝাতে পারছে না, বরং বেপরোয়া হয়ে উঠতে চাইছে। হয়তো চুপিসারে সল্ট লেকে ঢুকে পড়া সম্ভব। কাউকে জানান না-দিয়ে ফ্যাণ্ডাঙ্গোয় ঢুঁ মারা যাবে।

আইডিয়াটা মাথায় উঁকি মারতে বাতিল করে দেওয়া আর সম্ভব হলো না, বরং এর খুঁটিনাটি, সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করল ও। শেষে, অনেকক্ষণ পর দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বাতিল করে

দিল। মাথা নেড়ে আগুনে কাঠ যোগ করল, নেড়েচেড়ে উস্কে দেওয়ার পর বেডরোলে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

ঘুমিয়ে পড়তেও দেরি হলো না।

ছয়

নিজের কামরায় অস্থিরভাবে পায়চারি করছে পোক রলেস। ইদানীং দিনের বেশিরভাগ সময় একাকী কাটায় সে। প্রিসিলাও নিজের মত থাকে, খাবার টেবিল ছাড়া বাপ-মেয়ের দেখা হয় না বললে চলে। অস্বীকার করতে পারবে না প্রিসিলার অভাব বোধ করছে সে।

চিন্তাটায় ভুরু কোঁচকাল রলেস। চোখ সরু করে মেয়ের বিয়ের কথা ভাবল। খুব বেশি দেরি নেই। বিয়ে তো নয়, আসলে হাঙ্ক বার্নেটের সঙ্গে সম্পর্ক স্থায়ীকরণ। বিয়ের মাধ্যমে ব্লু হিলে অধিকার নিশ্চিত হবে ওর আর বার্নেটের।

আদপে কি তাই? শঙ্কিত মনে ভাবল পোক রলেস। পাকা কথাবার্তার পর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে বার্নেটের উপর। ইদানীং বার্নেটের আচরণে মনে হচ্ছে সেই যেন ব্লু হিলের মালিক। আশ্চর্য! এর মানে কী? বার্নেট কি একাই র‍্যাঞ্চের মালিক হওয়ার ফিকির করছে? সম্ভব, কারণ আদপে ব্লু হিলে মালিকানার ব্যাপারে ওর বৈধ কোন অধিকার বা কর্তৃত্ব নেই। প্রিসিলার বিয়ের আগ পর্যন্ত, বাবা হিসাবে যাও-বা আছে, বিয়ের পর তাও শেষ হয়ে যাবে। কারণ সবাই তাই জানে, এক যুগ আগে এখানে আসার পর সবাইকে তাই বলেছে সে। মেয়ের বিয়ে পর্যন্ত বাবা

র‍্যাঞ্চের দেখ-ভাল করবে, কিন্তু এরপর ব্লু হিলে রবেকের কোন কর্তৃত্ব থাকবে না।

ইদানীং বেশ কয়েকবার, ওর সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই কিছু কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বার্নেট। এর মানে কি ওকে একরকম বাতিল ঘোষণা করে দেওয়া? প্রিসিলার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার আগেই বেঈমানি শুরু করেছে হারামজাদা! তিক্ত মনে ভাবল রলেস, তারমানে নিশ্চিত ধরে নেওয়া যায় বিয়ের পর আর ব্লু হিলে ওর ছায়া পড়তে দেবে না বার্নেট, কোন একটা উসিলায় ওকে সরিয়ে দেবে। সেটা পিস্তলের গুলিতে কি-না কে জানে!

দুধ দিয়ে সাপ পুষেছে সে এতদিন!

বার্নেটকে বাতিল করে দেওয়া যায় না? উপায় নিয়ে ভাবতে শুরু করল রলেস। উঁহুঁ, খুবই কঠিন কাজ হবে। হারামীটার হাত বিদ্যুতের চেয়েও দ্রুত চলে, সামনাসামনি ড্র করে সুবিধা করা যাবে না। শোডাউন হলে, একটা সুবিধা পেতেই হবে। সমান-সমান অবস্থায় বার্নেটের মুখোমুখি হওয়া আর আত্মহত্যা একই কথা। শারীরিক শক্তির দিক দিয়েও অপ্রতিরোধ্য। ওই দানবকে থামানোর ক্ষমতা কারও আছে কি-না জানা নেই ওর। মদ্দা হাতীর চেয়েও ভয়ঙ্কর!

ব্ল্যাক রাইডার! রহস্যময় ওই রাইডারের উপস্থিতি সম্পর্কে মোটেই আমল দিচ্ছে না বার্নেট, তবে ব্যাপারটায় চিন্তিত হয়ে পড়েছে সে। সন্দেহ আরও ঘনীভূত হচ্ছে। কেন সবার অগোচরে লুকিয়ে থাকবে লোকটা? গভীর কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে!

এলাকার খোঁজখবর নিশ্চয়ই রাখছে ব্ল্যাক রাইডার। কিন্তু কীভাবে পাচ্ছে সে? সম্ভাব্য জায়গা একটাই: সল্ট লেক।

সেক্ষেত্রে, রাইডারের সঙ্গে যোগাযোগ করাও সম্ভব। বিশ্বস্ত কাউকে শহরে রাখা যায়। রাইডারের মত কাউকে দেখতে পেলে অনুসরণ করবে, আর তাকে খবর দেবে। এভাবে যদি লোকটার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়!

অসম্ভব কিছু নয়।

সল্ট লেকে যেতে যেতে হয়তো দেরি হয়ে যাবে, তবে কাজ সারা যাবে। গোয়েন্দাগিরির কাজে কাকে লাগাতে হবে জানা আছে ওর।

দ্রুত তৈরি হয়ে বেরিয়ে এল সে। নিজেই একটা ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপিয়ে রওনা হয়ে গেল। কেউ টের পায়নি, কিংবা পেলেও গ্রাহ্য করেনি। কাউকে বলে যাওয়ার ঝামেলায়ও গেল না পোক রলেস।

চাঁদের আলোয় ভাসছে প্রকৃতি। দ্রুত ঘোড়া ছোটাল সে। গ্রে ঘোড়াটা বেশ শক্তিশালী, দ্রুত পথ পাড়ি দিচ্ছে।

র‍্যাঞ্চ হাউসে দেখতে পায়নি বার্নেটকে। তারমানে শহরে গেছে ফোরম্যান। কাউবয়রাও গেছে সঙ্গে।

বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেলেও মজবুত পোক রলেসের দেহ, তবে এখন আর আগের মত খাটতে পারে না। অনভ্যাসে শরীরে ঘুণ ধরেছে। অথচ একসময় যে কোন কাউহ্যাণ্ডের মত উদয়াস্ত পরিশ্রম করত। তবে একেবারে বুড়িয়েও যায়নি। নিশ্চিন্ত জীবন আর পরিমিত আহারে শরীরকে ফিট রেখেছে।

একটু একটু করে ব্লু হিলকে সমৃদ্ধ করেছে সে। পরিকল্পনা মাফিক ঘটেছে সব। আদপে মালিক না-হয়েও ব্লু হিলকে খাড়া করতে ঘাম ঝরিয়েছে, কিন্তু ওর আন্তরিকতায় এতটুকু খাদ ছিল না। র‍্যাঞ্চ অন্য কারও হাতে ছেড়ে দেওয়ার কথা কখনও ভাবেনি, এমনকী প্রিসিলার কাছেও নয়। দিনের পর দিন বেগার খেটেছে সে, পাঞ্চারদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রমের ফল হাঙ্ক বার্নেটের মত পাষণ্ডের হাতে তুলে দেওয়ার আগে মরে যেতেও রাজি রলেস। বিশেষ করে এখন যেহেতু বেঈমানি করতে পারে দৈত্যটা।

ব্লু হিলের মালিকানা নিজের হাতে রাখার জন্যই বার্নেটের সঙ্গে সমঝোতা করে নিয়েছিল। প্রিসিলা তার মেয়ে হয়ে থাকবে,

বার্নেট আর সেও থাকবে—এই ছিল পরিকল্পনা। তিন দাবীদারের সহাবস্থান।

যে-কোন মূল্যে এই র‍্যাঞ্চের অধিকার নিজের হাতে রাখবে সে, দৃঢ় মনে সিদ্ধান্ত নিল পোক রলেস। ঈশ্বর তো জানেন, ব্লু হিলের মালিক হওয়ার জন্য কী-না করেছে সে! নিজের ঘাম পায়ে তো ফেলেছেই, প্রয়োজনে চরম কঠোরও হয়েছে। এমনকী খুনও করেছে। শুধু নিরবচ্ছিন্ন একটা জীবন আর ভবিষ্যৎ কাটানোর জন্য। এক যুগের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের বদৌলতে তৈরি সাম্রাজ্য এখন অন্যের হাতে ছেড়ে দেবে?

অসম্ভব!

সত্যিকার অর্থে ব্লু হিলকে নিজের র‍্যাঞ্চ মনে করেছে রলেস। প্রিসিলাকে নিজের মেয়ে হিসাবে দেখেছে। মেয়েটির প্রতি তার স্নেহ বা অনুরাগে কোন ঘাটতি ছিল না কখনও। সেই প্রথম থেকে, প্রিসিলা যখন পাঁচ বছরের অবুঝ শিশু, কী এক মায়ায় পড়ে গেছে। সেই মায়া কাটিয়ে উঠতে পারেনি আজও। তাই প্রিসিলাকে বাদ দিয়ে ব্লু হিলে থাকার কথা কল্পনা করেনি। আইক রবেকের ইচ্ছে অনুসারে সবাইকে ঘোষণা করেছে প্রিসিলাই এই বাথানের মালিক। আজীবনের জন্য।

এছাড়া উপায় ছিল না। কারণ জমির কোন দলিল সে পায়নি, পেলে হয়তো জাল করা যেত। আদৌ জানেও না কার কাছ থেকে এই র‍্যাঞ্চ কিনেছিল আইক রবেক। অগত্যা নিরাপত্তার স্বার্থে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিল রলেস। লক্ষ্যের অর্ধেকে সন্তুষ্ট হতে হলেও দীর্ঘ মেয়াদে মন্দ হয়নি ব্যাপারটা, কারণ প্রিসিলাকে নিজের সঙ্গে রাখতে পারলে কার্যত ওর হাতেই ব্লু হিলের মালিকানা থেকে যায়।

শুধু সত্যি প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয়ে প্রিসিলার সঙ্গে বরাবরই দূরত্ব রেখেছে সে, বিশেষ করে মেয়েটা স্কুল থেকে ফিরে আসার পর। নিজের চারপাশে গাম্ভীর্য আর কাঠিন্যের একটা বর্ম তৈরি

করে রেখেছিল যাতে আসল ঘটনা চাপা পড়ে থাকে। জানত এক যুগ আগের ঘটনা প্রকাশ পেলে সবই হারাতে হবে।

মেয়েকে বিয়ে দিয়ে কাছে রাখার উদ্দেশে বার্নেটকে দলে টেনেছে, রফা করেছে। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি বেঈমানি করবে সে। এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে বার্নেট আসলে একটা কেউটে, কোন অবস্থায়ই যাকে বিশ্বাস করা যায় না।

বড় ভুলটা করেছে আউটলদের কাজে নিয়ে। তবে বার্নেট আসার আগে কখনও সমস্যা হয়নি। অক্ষরে অক্ষরে রলেসের নির্দেশ পালন করত আগের ক্রুরা। বার্নেটও শুরুতে ভদ্র ছিল, মুখোশে ঢাকা ভদ্রলোক, যদিও তার আসল রূপ দেখা যাচ্ছে এখন।

অধীন ক্রুদের প্রতি নির্দেশ থাকে ব্লু হিলে কাজ করা অবস্থায় যেন অন্য কোন "কাজে" মনোযোগ না দেয়। মাসিক বেতন ঠিক সময়ে দেয় রলেস, তাই বেশিরভাগ ফেরারী কাউহ্যাণ্ড সময়টাকে স্রেফ অবসর বা বিশ্রামের কাজে লাগায়। যতটা না মাসিক বেতন, ব্লু হিল মালিকের জন্য বিনিময়ে তারচেয়ে কয়েকগুণ রোজগারের বন্দোবস্ত করে এরা।

ক্রুদের আরও একটা শর্ত দেয় রলেস। অবৈধ কামাই শহরে গিয়ে খরচ করা যাবে না, কিংবা এমন কিছু করা যাবে না যাতে লোকজন তাদের পরিচয় নিয়ে সন্দেহ পোষণ করতে পারে। অর্থাৎ পুরোদস্তুর ভদ্র কাউহ্যাণ্ড বনে যেতে হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়নি। যে দু'একবার হয়েছে, সময় থাকতে সামাল দিতে সক্ষম হয়েছে রলেস, ভরাডুবি ঘটেনি।

স্বভাবতই, প্রাপ্তির তুলনায় খরচ কম বলে ক্রমে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপ পেয়েছে ব্লু হিল। র‍্যাঞ্চটাকে নিয়ে গর্বের শেষ নেই পোক রলেসের। ভাবলেই বুক ভরে যায় যে এটা তার হাতে সমৃদ্ধ হয়েছে। মাঝে মধ্যে ভুলেই যায় যে আসলে এর মালিক নয় সে। পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে হাঙ্ক বার্নেট, অথচ সেধে তাকে

আহ্বান করেছিল রলেস। কপালের কী ফের, নিকট ভবিষ্যতে হয়তো ওকেই খালি হাতে বিদায় নিতে হতে পারে! তেমন সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। বিশেষ করে হাঙ্ক বার্নেট যেহেতু বেতাল শুরু করেছে।

ব্লু হিলে ওর কর্তৃত্বের পথে এখন তিনটা বাধা: হাঙ্ক বার্নেট, প্রিসিলা এবং র‍্যাঞ্চের দলিল। তৃতীয় বাধার ব্যাপারে প্রায় কিছু জানা নেই ওর। আইক রবেকের দিকে শ্যেনদৃষ্টি রেখেছিল, কিন্তু মৃত্যুর আগে দলিল বা কাগজপত্র কোথাও লুকিয়ে রেখে গেছে সে, যার হদিশ বহু খুঁজেও পায়নি রলেস।

সল্ট লেক পশ্চিমের আর দশটা উঠতি শহরের মতই। সবে গড়ে উঠছে। ইতস্তত বেড়ে ওঠা দোকান-পাট এবং দালানকোঠা নিয়ে বেহাল দশা। কোথাও পরিকল্পনার ছাপ নেই। বেশিরভাগ দালান আবাসিক বাড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, কোন কোনটায় বার্ন তৈরি হয়েছে।

একমাত্র রাস্তার দু'পাশে গুটিকয়েক দালান মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, এক্সপ্রেস আর ফ্যাণ্ডাঙ্গো সেলুনের দালান দুটোই সবচেয়ে বড়। এক্সপ্রেস মূলত বড়সড় একটা জেনারেল স্টোর, তবে একইসঙ্গে পোস্টঅফিস এবং ল-অফিস হিসাবেও সেবা দিচ্ছে। এক কোণে ছোট্ট বার রয়েছে, যেখানে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক লোকদের ড্রিঙ্ক সরবরাহ করা হয়।

রাস্তা ধরে এগোলে দুই দরজা পর আরও একটা সেলুন আছে। বিলি স্যাণ্ডার্সের ভাই রিচি ওটার মালিক। পাশে স্টোর ও লিভারি স্টেবল। তারও পর ফ্যাণ্ডাঙ্গো।

গ্রে ঘোড়াটাকে হাঁকিয়ে যখন শহরে প্রবেশ করল পোক রলেস, তখন আলো ঝলমল করছে ফ্যাণ্ডাঙ্গোয়, তবে সেদিকে গেল না সে, বরং বাঁক নিয়ে এক্সপ্রেসে গিয়ে ঢুকল।

পর্তুগীজ মালিক হুয়ান ডেকো ছাড়া মাত্র তিনজন লোক আছে এখন এক্সপ্রেসে। শহরের লাগোয়া জমিতে খামার করছে এমন

দুই বুড়ো, আর রলেসের কাঙ্ক্ষিত লোকটি—মণ্টানা নামে সবাই চেনে তাকে। ভবঘুরে পরিচয় দিয়ে বেড়ায়, কিন্তু আসলে কী করে কেউই জানে না॥

নামের মত মণ্টানার অতীতও অস্পষ্ট। কেউই কিছু জানে না। সল্ট লেকে আসার আগে কী করত বা কোথায় ছিল, শুধু সেই জানে। সতর্ক মানুষ, এমনকী মদ খেয়ে বেহেড মাতাল অবস্থায়ও বেফাঁস বলে না লোকটা।

সস্ত্রীক শহরের লাগোয়া ছোট্ট এক কেবিনে থাকে সে। শহুরে বাড়ি থেকেও তার কেবিনের ভিতরটা আশ্চর্যরকম শীতল, বোঝা যায় যন্ত্রপাতি হাতে মানুষটার বিশেষ দক্ষতা রয়েছে। বাড়ির সব আসবাব বার্নিশ করা, জানালায় পর্দা ঝোলানো। সবকিছু পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে। কোথাও সামান্য ঝুল বা ময়লা নেই। সবচেয়ে বড় কথা, প্রায় ডজন খানেক বই আছে মণ্টানার দখলে, যা শহরের সব লোকজনের সংগৃহীত মোট বই থেকেও বেশি।

খাটো, গাট্টাগোট্টা টাইপের লোক সে। মুখ গোলগাল, ধূসর চোখ। পেট চালানোর দায়ে হেন কাজও করতে অভ্যস্ত। পাইপে ধূমপান করে সে। পেঁচার মত চোখ পিটপিট করে বা চোখ বুজে থাকে। বিস্ময়কর একটা ক্ষমতা রয়েছে তার: কীভাবে কী করতে হবে বা কাকে কোথায় পাওয়া যাবে—সবই যেন জানা তার! অর্থাৎ যে-কোন ধরনের খবরের চলন্ত ডিপো মণ্টানা।

গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে সে। কারও কারও মুখে শোনা যায় একসময় পুবের এক খবরের কাগজে কাজ করত। আলাপ করলে বোঝা যায় সাধারণ মানুষের চেয়ে ব্যতিক্রম সে, শুধু গরু বা রেঞ্জ ছাড়িয়েও ভিন্ন কিছুতে জ্ঞান রাখে। সত্যি কথা হচ্ছে, সব কিছুরই অল্প-বিস্তর জানে সে। বয়সে পোক রলেসের প্রায় কাছাকাছি।

'হাউডি, মণ্টানা!' উৎফুল্ল স্বরে শুভেচ্ছা জানাল রলেস। 'ড্রিঙ্ক চলবে নাকি একটা?'

'এই না হলে সত্যিকার প্রতিবেশীর মত কথা! আলবৎ চলবে! ড্রিঙ্ক ছাড়া এই হতচ্ছাড়া শহরে পান করার মত আর আছে কী!' গম্ভীরমুখো এক্সপ্রেস মালিকের দিকে একবার তাকাল সে, বোতল থেকে দুটো গ্লাসে ড্রিঙ্ক ঢেলে ওদের পরিবেশন করছে হুয়ান ডেকো।

সাগ্রহে হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে ব্লু হিল মালিকের দিকে তাকাল মণ্টানা। 'ইদানীং তোমাকে তেমন দেখা যায় না। ব্যবসার ভার বার্নেটের উপর ছেড়ে দিচ্ছ নাকি?'

'হ্যাঁ, কিছু কিছু ব্যাপার,' সায় জানাল রলেস। কথাটা সত্যি, কারণ ইদানীং র‍্যাঞ্চের যাবতীয় কাজকর্ম বার্নেটই সামাল দিচ্ছে, তবে সত্যি হলেও কথাটা শুনতে ভাল লাগল না তার। 'শহরে নতুন কেউ এসেছে?' প্রসঙ্গ পাল্টে জানতে চাইল ও।

কথার কথা হিসাবে প্রশ্নটা করা হয়েছে, তবে মণ্টানার কাছে প্রসঙ্গটা গুরুত্বহীন নয়। আজকের আগে কখনও আগন্তুকদের সম্পর্কে জানতে চেয়েছে ব্লু হিল মালিক, মনে করতে পারল না মণ্টানা। বরং সে জানে স্বাভাবিক আলাপের মধ্যেও লোকজনের মনে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য কাজ করে। ধরে নেওয়া চলে উদ্দেশ্যহীন নয় প্রশ্নটা এবং বোধহয় শহরে আসা নতুন কোন লোকের ব্যাপারে আগ্রহী পোক রবেক।

'উঁহুঁ, আমার জানা মতে তেমন কেউ আসেনি শহরে,' সত্যি কথাই বলল মণ্টানা। 'জানোই তো, সল্ট লেকে নতুন মুখ কমই দেখা যায়। স্টেজ চলে না এখানে, রেলরোডও বহু দূরে, তাই লোকজন আসে না তেমন। কারও আসার কথা নাকি?'

'না, ঠিক তা নয়,' জবাব দিল রলেস। প্রসঙ্গ বদলে রেঞ্জের অবস্থা সম্পর্কে আলাপ করল কিছুক্ষণ, শেষে নতুন প্রশ্ন করল: 'ব্ল্যাক রাইডারের কথা শুনছি সবার মুখে। তুমিও দেখেছ নাকি তাকে?'

'না তো,' মনে মনে ভাবছে মণ্টানা। পোক রবেকের উদ্দেশ্য

তা হলে পরিষ্কার হলো: ব্ল্যাক রাইডারের খোঁজ করছে! নাকি অন্য কিছু রয়েছে তার মনে? নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্য রয়েছে এসব প্রশ্নের মূলে, তবে সেটা পরিষ্কার অনুধাবন করতে পারল না মণ্টানা।

'সবাই যেমন ভাবছে আমার কিন্তু তা মনে হয় না,' যোগ করল ও। 'বরং ব্ল্যাক রাইডারের ব্যাপারে অন্যরকম ধারণা আছে আমার। এ-নিয়ে বাজি ধরতেও রাজি আছি। গুজবে কান দিচ্ছে সবাই, অথচ আসল সত্য কেউই জানে না।'

'কীসের সত্য? লোকটার পরিচয় জানো? আমাদের এলাকায় ঘাঁটি গেড়েছে কেন?' একটু বেশি মাত্রায় উৎসাহী হয়ে পড়েছে রলেস এবং কণ্ঠের উত্তেজনায় তা চাপা থাকল না।

বাড়তি কিছু কামাইয়ের সুযোগ দেখতে পাচ্ছে মণ্টানা।

'জানার চেষ্টা করছি আমি।'

আড়চোখে অন্য খদ্দেরদের দেখল রলেস। দুই বুড়ো বিদায় নিচ্ছে, দরজার কাছে চলে গেছে ইতোমধ্যে। আর দূরের কোণে ময়দার ব্যারেল খুলতে ব্যস্ত হুয়ান ডেকো।

'ওর আসল পরিচয় বের করে আমাকে জানাবে তুমি,' নিচু স্বরে বলল ব্লু হিল মালিক। 'চিন্তা নেই, পুষিয়ে দেব।'

'ভাবছি কতটা হলে পোষাবে।'

সামান্য দ্বিধা করল রলেস, শেষে পকেট থেকে মানিবেল্ট বের করল। 'বিশ ডলার?'

শুরু করার জন্য যথেষ্ট, তবে মণ্টানা ঠিক করে ফেলেছে আরও খসাবে। জীবনে কখনও কারও প্রথম প্রস্তাবে সায় দেয়নি। 'উঁহুঁ পঞ্চাশ লাগবে।'

বেশি হয়ে গেল না? নাহ্, ত্রিশের বেশি হবে না।'

কাচের গ্লাস ভেদ করে ভিতরের হুইস্কির দিকে তাকাল মণ্টানা। 'বেশ, রাজি। তোমার খবর পেয়ে যাবে।'

'এবার তোমার ধারণার কথা বলো,' আগ্রহী স্বরে জানতে চাইল পোক রলেস।

দ্বিধা করল মণ্টানা। শেষে মুখ খুলল, 'ফ্যাণ্ডাঙ্গোর মালিক জুয়ানিতা জুয়ারেজকে দেখেছ?'

'না।'

'সেলুনে ঢুকে ভাল করে দেখো ওকে। আমার ধারণা ও আসলে জুয়ানিতা ইবানেজ।'

নামটার বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই রলেসের কাছে, কারণ সে শোনেনি কখনও। বিরক্তি প্রকাশ করল।

কিছুটা ঝুঁকে এল মণ্টানা। 'বিল হিককের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ? নাকি বলবে এটাও জানো না! হ্যাঁ, জুয়ানিতা ইবানেজের সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে হিককের। লাইভ ওক কাণ্ট্রি সীমান্তে দু'জনের পরিচয়, পরে সিডারেও হিককের পাশে দেখা গেছে জুয়ানিতাকে।'

'হিকক?' বিস্ময়ে বেকুব বনে গেছে রলেস, মুখে কথা সরছে না, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মণ্টানার দিকে। 'তুমি বলছ হিককই...' কথাগুলো হজম করে ফেলল সে।

ঝড়ের বেগে চিন্তা চলল মাথায়। চট করে একটা আইডিয়া মগজে এসেছে। আরে, হিককেকে যদি ভাড়া করতে পারে...! হাঙ্ক বার্নেটের সঙ্গে ভাগাভাগি বা শোডাউনের সময় দুর্ধর্ষ ওই গানম্যান যদি ওর পাশে থাকে...কুচ পরোয়া নেহি! সব মুশকিল আসান হয়ে যাবে। বাপ বাপ বলে কেটে পড়বে বার্নেট।

বাস্তবতা উপলব্ধি করে আগ্রহে ভাটা পড়ল রলেসের, নিজেকে সামলে নিল। 'কিন্তু এখানে কেন এসেছে সে? করছেটা কী?'

মাথা নাড়ল মণ্টানা। 'কী করছে বা কেন এসেছে, জানি না। তবে ব্ল্যাক রাইডার যেভাবে নিজেকে লুকিয়ে রাখছে ঠিক সেভাবে নিজেকে আড়ালে রাখতে পছন্দ করে হিকক। আরও একটা ব্যাপার, ফ্যাণ্ডাঙ্গোর বারটেণ্ডারের নাম হচ্ছে বিল হাওয়ার্ড, যে কি-না হিককের সঙ্গে সিডারে ছিল। দুয়ে দুয়ে চার মেলালে যা দাঁড়ায়...'

মানিবেল্ট থেকে দুটো স্বর্ণঈগল বের করে মণ্টানার মুঠোয় ধরিয়ে দিল ব্লু হিল মালিক। 'ওকে একটা খবর দিতে পারলে আরও ত্রিশ ডলার পাবে। গোপনে ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি। কথাটা চাউর করা যাবে না। পরিষ্কার? কেউ যেন জানতে না-পারে।'

নড করল মণ্টানা।

আর দেরি করল না রলেস, টেবিল ছেড়ে কাউণ্টারে গিয়ে বিল মেটাল, তারপর দ্রুত বেরিয়ে গেল এক্সপ্রেস থেকে।

হিকক! সারা দেহ শিহরিত হলো রলেসের। সত্যি যদি তাকে ভাড়া করতে পারত! কিন্তু লোকমুখে একটা কথা প্রচলিত আছেঃ কোন অবস্থায়ই পিস্তল ভাড়া খাটায় না বিল হিকক।

দূর, ফালতু কথা! স্রেফ গুজব। দুনিয়ায় অমন কেউ জন্মায়নি আজতক। যে-কোন লোককেই কেনা সম্ভব। দরকার শুধু টাকা। আর জিনিসটা তার বিস্তর আছে। শুধু একজন কেন, হাজারটা বিল হিককে কেনার মত টাকা আছে।

হাঙ্ক বার্নেটের ভূত ঘাড় থেকে খসিয়ে ফেলার জন্য প্রয়োজনে তাই খরচ করবে সে।

ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে ঘুম থেকে জাগল প্রিসিলা রবেক। আসলে রাতে তেমন ঘুম হয়নি। সারারাতই ভেবেছে। ব্ল্যাক রাইডারের পরামর্শ মত ওয়্যাগন যাত্রার যাবতীয় ঘটনা মনে করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তেমন কিছুই উদ্ধার করতে পারেনি। শুধু মনে পড়েছে এক শহরে মোটাসোটা এক মহিলার সঙ্গে কথা হয়েছিল, মহিলা খুব আদর করেছিল ওকে, মিশিগান থেকে আনা চিনির একটা ক্যান দিয়েছিল। শহরে প্রচুর লোকজন ছিল, এমনকী ইণ্ডিয়ানও ছিল। যদ্দূর মনে পড়েছে প্রিসিলার, ওর ধারণা শহরটা ছিল সান্তা ফে।

ক্রুরা বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও, তারপর নিজ

কামরা থেকে বেরিয়ে ডাইনিংরুমে চলে এল। দ্রুত নাশতা সেরে ফেলল।

'রাস্টি কোথায় গেছে, জানো?' কূককে জিজ্ঞেস করল ও।

'রাস্টি? হ্যাঁ, জানি। দক্ষিণে মেলপেই অ্যারোয়ার ধারে গেছে। জায়গাটা খুবই রুক্ষ। ঝোপঝাড়ে বেশ কিছু গরু লুকিয়ে আছে। ওগুলোকে খেদিয়ে র‍্যাঞ্চের দিকে নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছে বার্নেট।'

বেরিয়ে এসে করালে ঢুকল প্রিসিলা। ওকে দেখেই উৎফুল্ল হয়ে উঠল জুসা। ঝটপট ওটার পিঠে স্যাডল-ব্রিডল সাজিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এল ট্রেইলে। জোর কদমে ছুটতে শুরু করল জুসা।

রাস্টি ওয়েবের সঙ্গে কথা বলার জন্য মুখিয়ে আছে প্রিসিলা, কারণ ওর ধারণা ব্ল্যাক রাইডারের আসল পরিচয় জানে সে। বয়স কম হলেও, কার্যত দেখা যাচ্ছে ওর বাবাকে চিনত রাইডার। সেক্ষেত্রে, হয়তো রাস্টিও চিনে থাকতে পারে।

ঘণ্টাখানেক পর মেলপেই অ্যারোয়োর ধারে পৌঁছল ও। বিস্তর ঝোপঝাড়ে ভরা জায়গাটা—ক্যাটক্ল, জুনিপার আর মেস্কিটের অন্ত নেই। একটু খোঁজাখুঁজির পর দেখতে পেল রাস্টিকে, বেয়াড়া একটা গরুকে ঝোপ থেকে টেনে-হিঁচড়ে বের করছে। গরুটা জান পানি করে দিচ্ছে তার। ভয়ানক ভোগাচ্ছে। বিড়বিড় করে বিরক্তি প্রকাশ করছে রাস্টি ওয়েব, ঘামছে দরদর করে।

'হাই!' শুভেচ্ছা জানাল প্রিসিলা। 'ঝামেলায় আছ মনে হচ্ছে?'

হাতের চেটো দিয়ে ঠেলে হ্যাট পিছনে সরিয়ে দিল সে, তালু দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। বরাবরের মত উজ্জ্বল হাসি দেখা গেল মুখে। 'দেখো অবস্থা, এমন বেরসিক গরু আর দেখিনি! আমি ওটাকে বের করতে চাই, কিন্তু ওটা পণ করে বসে আছে ওখানেই থাকবে! দাঁড়াও, ম্যা'ম, এক মিনিট। ব্যাটাকে একটা সবক না দিলে চলছে না।'

ঘোড়াকে দুই কদম পাশে সরাল রাস্টি, স্যাডল-হর্নের সঙ্গে

বাঁধা ল্যাসোয় ঢিল দিল। বেয়াড়া বলদ পিছিয়ে যাওয়ার আগেই চট করে প্রকাণ্ড একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেড় দিয়ে ফেলল ল্যাসো। 'হ্যাঁ, ব্যাটা এবার খানিক বিশ্রাম নিক। তারপর বের করে আনব।'

ধীর পায়ে প্রিসিলার কাছে চলে এল রাস্টি, কৌতূহলী চোখে দেখল ওকে। কিছু একটা বলতে যাবে, কিন্তু তার আগেই প্রশ্নটা করে বসল প্রিসিলা। 'আচ্ছা, বলো তো, ব্ল্যাক রাইডার আসলে কে?'

বাহারী নামটা শুনে নাক কুঁচকাল পাঞ্চার। 'সময় হলে সে নিজেই জানাবে তোমাকে, ম্যা'ম। আমার নিজ থেকে কিছু বলা ঠিক হবে না। যার যা কাজ তাই করা উচিত।'

'আচ্ছা, আমার বাবাকে কীভাবে চেনে সে?'

দ্রুত মুখ তুলে তাকাল রাস্টি। 'তোমার বাবাকে সে কীভাবে চেনে ঠিক জানি না, ম্যা'ম, কিন্তু এটা জানি ছেলেবেলায় ওকে একবার সাহায্য করেছিল তোমার বাবা। বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা এটা। দুঃসময়ে পাশে পাওয়া মানুষটার কথা ভুলে যায়নি সে। আমার মনে হয় নিজের পরিকল্পনার কথা ওর কাছে খুলে বলেছিল তোমার বাবা।

'তোমার বাবার মৃত্যুর খবর এতদিন জানত না রাইডার। মাত্র কিছুদিন হলো জেনেছে। অনুমান করেছে এখানে কোন সমস্যা চলছে। ও যে স্বভাবের মানুষ, এরপর আর বসে থাকার লোক নয়, একটা কিছু করতে এখানে চলে এসেছে।'

খুরের শব্দে মুখ তুলে তাকাল দু'জনেই। আগুয়ান হাঙ্ক বার্নেটকে দেখে মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল প্রিসিলার মুখ।

'প্রিসিলা!' রাগে কর্কশ হয়ে গেছে ফোরম্যানের কণ্ঠ। 'হচ্ছে কী এখানে? কী মনে করে এখানে এসেছ তুমি? মামুলি একজন কাউহ্যাণ্ডের কাছে কী এমন দরকার পড়ল যে এখান পর্যন্ত ছুটে এসেছ?'

'আমি ওর সঙ্গে কথা বলছি!' বিস্ফোরিত হলো প্রিসিলা, ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। 'যার সঙ্গে খুশি কথা বলব, তাতে তোমার কী? ও আমাদের হয়ে কাজ করছে না? তা হলে ওর সঙ্গে কথা বলতে অসুবিধে কীসের? আরও একটা কথা ভুলে যেয়ো না, তুমিও কিন্তু ব্লু হিলের পে-রোলে আছ!'

আড়ষ্ট হয়ে গেল হাঙ্ক বার্নেটের মুখ, সরু চোখে দেখল সে প্রিসিলাকে। ব্যাদান মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন চড় খেয়েছে। 'বোধহয় ভুলে গেছ দু'দিন পর আমার সঙ্গে বিয়ে হবে তোমার,' খানিকটা কোমল স্বরে বলল সে। 'স্বভাবতই আমি চাই না অযথা ঘোরাঘুরি করো তুমি, যার-তার সঙ্গে গালগল্প করো।'

'হ্যাঁ, বিয়ে হওয়ার পর হয়তো এমন মাতব্বরি ফলাতে পারবে, কিন্তু তদ্দিন পর্যন্ত আমার যা খুশি করব, যার-তার সঙ্গে কথা বলব, তাতে কিছু যায়-আসে না তোমার। অযথা নাক গলাতে এসো না!' তপ্ত স্বরে বলল প্রিসিলা, বিস্ময়কর একটা ব্যাপার আবিষ্কার করছে: এখন আর মোটেই ভয় লাগছে না দৈত্যাকার ফোরম্যানকে।

'আমার কাজকর্মে যদি তোমার মন বিগড়ে যায়, অর্থাৎ বিয়ের ব্যাপারে যদি মত পাল্টে ফেলো, তাতে একটুও কেয়ার করি না। সত্যি কথা হচ্ছে, তোমার এমন গায়ের জোর দেখানো বা অযথা মাতব্বরি একটুও পছন্দ হয় না আমার! তুমি বদলাবে কী, আমিই মত পাল্টে ফেলেছি!'

রাগে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে উঠল বার্নেটের। মেয়েটা বলে কী! এত স্পর্ধা হলো কী করে? প্রচণ্ড রাগে ভাষা হারিয়ে ফেলল সে। পুঁচকে একটা মেয়ে!

সমস্ত ঝাল এবার রাস্টির উপর ঝাড়ল সে। 'বলদটাকে ঝোপ থেকে বের কর্, ব্যাটা চাষী!' গর্জে উঠল বার্নেট। 'সন্ধ্যার মধ্যে সবক'টা গরুকে বের করে র‍্যাঞ্চে পৌঁছানো চাই, নইলে খারাবি আছে কপালে!'

কী বলতে গিয়েও নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল রাস্টি ওয়েব। ফুঁসে উঠতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু প্রিসিলার উপস্থিতিতে ফোরম্যানের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ানো ঠিক হবে না ভেবে মত বদলেছে। তা ছাড়া, নিজের সামর্থ্য প্রকাশেও আপাতত অনীহা আছে ওর। দ্রুত ঝোপের ভিতর ঢুকে কাজে নেমে পড়ল।

অ্যারোয়ো থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলো প্রিসিলা।

'দাঁড়াও!' পিছন থেকে দাবড়ে উঠল বার্নেট। 'তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার!'

স্যাডলে ঘুরে বসে পিছন ফিরল প্রিসিলা। 'আগে ভদ্রলোকের মত আচরণ করতে শেখো, তারপর তোমার সঙ্গে কথা হবে!'

স্পার দাবাল ও। জুসা যেন অস্বস্তিকর পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পেরেছে, স্পারের ছোঁয়া পাওয়া মাত্র ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিল।

পিছন থেকে খেপা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল হাঙ্ক বার্নেট, সমানে বিষোদ্গার করছে। শেষে ঘোড়া ঘুরিয়ে রওনা দিল নিজের পথে, রাস্টি ওয়েবের দিকে তাকাল না একবারও।

সাত

তিরিক্ষি মেজাজ নিয়ে ব্লু হিলে ফিরে এল হাঙ্ক বার্নেট। খুনে স্পৃহা জেগেছে ওর, উন্মত্ত রাগে ধিকিধিকি জ্বলছে চোখজোড়া। রাগের কারণ মেয়েমানুষ না-হলে বোধহয় একটা খুনের ঘটনা সত্যি ঘটে যেত! করালের কাছে এসে স্যাডল ছাড়ল সে, ঘোড়াটা রেস মেলিনের জিম্মায় রেখে গটগট করে হেঁটে ঢুকে পড়ল বাড়িতে। বোর্ডওঅক কেঁপে উঠল ওর ভারী দেহের চাপে।

ঝড়ের বেগে অফিসে গিয়ে ঢুকল। ফায়ারপ্লেসের সামনে এক চেয়ারে বসে ছিল পোক রলেস, পদশব্দ পেয়ে মুখ তুলে তাকাল।

'পোক!' বুনো মানুষের মত রাগে গড়গড় করে উঠল হাঙ্ক বার্নেটের কণ্ঠ। 'ওই পুঁচকে মেয়ের অনেক অত্যাচার সয়েছি! আর না! দেমাক দেখায় আমার সঙ্গে! যতটা না ওজন তারচেয়ে বেশি চোটপাট! কাঁহাতক সহ্য করা যায়? ওর বিষদাঁত ভেঙে ফেলব আমি। উঁহুঁ, দেরি করা যাবে না। আগামী সপ্তাহে বিয়ের আয়োজন করো।'

পাইপ ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া বুকে টেনে নিল পোক রলেস। আগুনের উপর থেকে দৃষ্টি সরাল না, ঝড়ের বেগে ভাবনা চলছে মাথায়। হ্যাঁ, সময়টা এসে গেল; যদিও এত তাড়াতাড়ি আশা করেনি। তবে একসময় মুখোমুখি যেহেতু হতেই হত, আগে সেরে গেলে বরং সেই ভাল। আর, যে-কোন ঝামেলা সামাল দেওয়ার বিকল্প উপায় সবসময়ই থাকে।

'হয়েছে কী? প্রিসিলা কী বলেছে তোমাকে?'

'মেলপেই অ্যারোয়োয় নতুন পাঞ্চারের সঙ্গে দেখলাম ওকে। বললাম ব্যাপারটা একটুও ভাল লাগেনি আমার। শুনে প্রিসিলা কী বলল শুনবে? তাতে নাকি কিছু যায়-আসে না ওর। বলে দিল ওর সঙ্গে আরও সমঝে চলা উচিত, কারণ আমি ওর হয়ে এখানে কাজ করি। চিন্তা করো, আমি নাকি ওর হয়ে কাজ করি!'

নিঃশব্দে হাসল ব্লু হিল মালিক। 'এক হিসাবে ঠিকই বলেছে ও! এটা তো ওর র‍্যাঞ্চ, আর তুমি তার ফোরম্যান।'

সরু হয়ে গেল বার্নেটের চোখ, কুঁতকুঁতে চাহনিতে পোক রলেসকে দেখল; ভিতরে ভিতরে উন্মত্ত রাগে ফুঁসছে। মাঝে মাঝে এ-লোকটাকেও অসহ্য লাগে ওর, খুন করে ফেলতে ইচ্ছে করে। এই যেমন এখন। 'সাধারণ ফোরম্যানের সঙ্গে আমার ঢের পার্থক্য আছে!' চিবিয়ে চিবিয়ে কথাটা বলল ও, প্রায় হুমকির মত শোনাল।

'তাই?' মুখ তুলে তাকাল রলেস, মোটা ভুরুর নীচে চোখের চাহনিতে সন্দেহ আর কৌতুক খেলা করছে। হাত জোড়া কোমরে স্থির। স্রেফ দৈবক্রমে বা অভিনয় হোক, চোখজোড়ায় শ্বাপদের চাহনি, ঠাণ্ডা এবং অন্তর্ভেদী। এ-মুহূর্তে কোন কিছু পরোয়া করার ঊর্ধ্বে চলে গেছে বুড়ো।

রাগে গা জ্বলছিল, মাথায় চেপে গিয়েছিল খুনের নেশা, কিন্তু হঠাৎ করে সমস্ত উৎসাহ দপ করে নিভে গেল; হাঙ্ক বার্নেটের মনে হলো ভিতরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আক্রোশ নিয়ে ব্লু হিল মালিকের দিকে ঘুরেছিল, কিন্তু প্রচণ্ড বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করল একটা ব্যাপার বিস্মৃত হয়েছিল–কোনভাবেই বয়স্ক বা বুড়ো বলা যাবে না পোক রলেসকে। যৌবনে দুর্ধর্ষ গানম্যান ছিল সে, এখনও তাই আছে। বয়স হয়েছে বটে, তবে সেটা স্রেফ আক্ষরিক অর্থে, শরীরে বয়স কামড় বসাতে পারেনি। হাতে সেই যাদু এখনও রয়ে গেছে বোধহয়। অন্তত ঝুঁকি নেওয়া চলে না। বার্নেট নিতে রাজি নয়। এ-মুহূর্তে খুবই বিপজ্জনক মানুষ মনে হচ্ছে তাকে। খুনে স্পৃহা চেপে বসেছে বুড়োর মধ্যে। ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে ফেলবে যে-কাউকে।

পরিস্থিতি পছন্দ হচ্ছে না বার্নেটের, একটুও পছন্দ হচ্ছে না। উঁহুঁ, সবকিছু সে নিয়ন্ত্রণ করবে। বার্নেট নিশ্চিত শোডাউন হলে খুন করতে পারবে বুড়োকে, বিনিময়ে হয়তো নিজেও একটা সীসা শরীরে ঢোকাবে, কিন্তু এরচেয়ে বেশি হলে? সবচেয়ে বড় কথা, আগামীকাল বিশেষ কাজ নিয়ে ক্রসিং শহরে যাচ্ছে।

উঁহুঁ, এখন কোন সংঘর্ষ নয়।

'হয়েছে কী, পোক? তুমিও আমাকে খোঁচাবে নাকি?'

হাঙ্ক বার্নেটের কণ্ঠে আপসের সুর কান এড়ায়নি রলেসের, ব্যাপারটায় বিহ্বল হয়ে পড়ল সে। দৈত্যাকার ফোরম্যানকে খুব ভাল চেনা আছে, সবসময়ই মুখিয়ে থাকে, অন্যের উপর খবরদারি করা বা চড়াও হওয়া যার আজন্ম স্বভাব; এ-মুহূর্তে সমান-সমান

পরিস্থিতি থেকে শোডাউন এড়াতে চাইছে! অবিশ্বাস্য ব্যাপার। নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না পোক রলেস।

এর মানে কী? বিহ্বল এবং একইসঙ্গে উদ্বিগ্নও হয়ে পড়ল সে। আজ ছয় বছর হলো বার্নেটকে চেনে, জানে তার নাড়ি-নক্ষত্র। কোন অবস্থাতেই লড়াই থেকে পিছিয়ে যাওয়ার বান্দা নয় বার্নেট। অথচ ঠিক তাই ঘটল এখন।

'উঁহুঁ, হাঙ্ক, আমি মোটেই তোমাকে খোঁচাতে চাইছি না,' শান্ত স্বরে জবাব দিল রলেস। 'কিন্তু একটা ব্যাপার অস্বীকার করতে পারবে না, গত কয়েক মাস ধরে বরং তুমিই সীমা ছাড়িয়ে গেছ, নিজের গণ্ডি পেরিয়ে হম্বিতম্বি করছ অন্যের জায়গায়। যাই হোক, নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে আমাদের, প্রস্তুতি শেষ না-হওয়া পর্যন্ত তাড়াহুড়ো করা যাবে না।

'মেয়েটার নিজস্ব একটা মন আছে, মতামতও আছে। ধরো, বেশি চাপাচাপি করায় বেঁকে বসল এবং সল্ট লেকে গিয়ে কথা চালাচালি শুরু করল, তখন কী হবে? বলবে ওকে জোর করে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছি বা তুমি জোর করে বিয়ে করতে চাইছ? পরিণতিটা কী হবে, ভেবে দেখেছ? মোটেই ভাল হবে না আমাদের জন্য। সব প্রায় গুছিয়ে এনে এখন অল্পের জন্য সবকিছু হারানোর ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।

'বুদ্ধি খাটিয়ে চলতে হবে আমাদের, হাঙ্ক, চোস্ত চাল দিতে হবে। প্রিসিলাকে খোঁচাতে যেয়ো না, কিংবা চাপাচাপিও কোরো না। শিক্ষিতা, জেদী মেয়ে; চাপ দিলেই বরং বিগড়ে যাবে। সহজভাবে নাও, ওর মন জয় করার চেষ্টা করো। চিৎকার-চেঁচামেচি করে মেয়েদের সঙ্গে কাজ করা যায় না, ওদের সঙ্গে রয়েসয়ে নরম সুরে কাজ উদ্ধার করতে হয়।'

মিথ্যে বলেনি ব্লু হিল মালিক, বোঝে বলে চুপ করে গেল হাঙ্ক বার্নেট। স্বীকার করতে বাধ্য হলো, আসলেই মাথামোটা লোক সে। অল্পতে খেপে যায়। অমন হুজুগে হলে কাজে সমস্যা বাড়বে

কেবল। এমনিতে দায়িত্ব অনেক, এ-অবস্থায় এসব ছোটখাট ভুল শেষে চরম সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে।

যাক্‌গে, আগের কাজ আগে সারতে হবে। ব্যাঙ্কের কাজ রয়ে গেছে। সবার আগে ওটা সারতে হবে। অবসর পেলে পোক রবেকের সঙ্গে বসে খোলসা করে নিতে হবে, বুঝিয়ে দিতে হবে কার কথায় চলবে ব্লু হিল। আর পুঁচকে মেয়েটাকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। যথেষ্ট সময় আছে হাতে।

আপাতত মেহ্‌লারদের চাহিদা মেটাতে হবে। নগদ টাকার জন্য অধীর হয়ে পড়েছে ওরা। এমনিতেই অস্থিরমতির লোক, এখানে ওদের রাখতে হলে ব্যস্ততার বিকল্প নেই। মন ছুটে গেলে যে-কোন সময় না-জানিয়েই কেটে পড়বে। দু'জনেই ওর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য অপরিহার্য। তাই যেভাবে হোক ওদের ধরে রাখতে হবে। কিছু নগদ ডলার কামাইয়ের ব্যবস্থা না-করলে চলছে না।

'বোধহয় ঠিকই বলেছ,' শেষে একমত হলো বার্নেট। 'আইক রবেক ওভাবে সবকিছু তৈরি করে রেখেছে বলে কথা!'

'হ্যাঁ, রেখে গেছে বটে,' খোঁচাটা গায়ে মাখল না রলেস, নিস্পৃহ স্বরে জবাব দিল। 'তাই উল্টাপাল্টা কিছু করার সাহস না দেখানোই ভাল। আমার কাছেও সেটাই শ্রেয়তর মনে হয়েছে। প্রিসিলার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলে আইনত বাথানের অধিকার পেয়ে যাবে তুমি, তখন যা ইচ্ছে তাই করতে পারব আমরা।'

'হ্যাঁ, আগেও এসবের বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছ,' বাঁকা সুরে বলল হাঙ্ক বার্নেট, ঘুরে দরজার দিকে এগোল। 'ভাল কথা, পোক,' আরও কোমল সুরে বলল সে। 'ছেলেদের নিয়ে কাল একটু বাইরে যাচ্ছি আমি। শুনলাম ক্রসিঙের ওদিকে নাকি কিছু গরু বিক্রি হবে। গরু দেখা হবে, ঘুরে আসাও হবে। এক ঢিলে দুই পাখি শিকার। ফিরতে ফিরতে দু'দিন লেগে যাবে। মেলিন আর ওয়েব এদিকটা সামাল দেবে।'

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে নড করল রলেস। 'গুড লাক।'

বারান্দায় বেরিয়ে এসে ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে অন্ধকারের দিকে তাকাল হাঙ্ক বার্নেট। 'হ্যাঁ, ওটা তোমারই বেশি দরকার হবে,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল ও। 'বিশেষ করে বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর।'

একটা ব্যাপার স্পষ্ট আঁচ করতে পারছে। চূড়ান্ত সময় এগিয়ে আসছে। ফয়সালা না-হলে নয়। বেশি দেরি করা সম্ভব হবে না। তার আগে ওই স্প্যানিশ মেয়েটাকে বাগাতে হবে...আহ্, সে যদি ব্লু হিলের মালিক হত, ওর দিকে মনোযোগ না-দিয়ে পারত না। ভাগ্যটাই খারাপ! একটুর জন্য ঝুলে আছে সবকিছু।

হ্যাঁ, এমনিতে ওকে পছন্দ করে জুয়ানিতা। তবে খাতির বলা যাবে না একে। নিয়মিত ও গুণমুগ্ধ খদ্দেরের প্রতি যেমন আন্তরিকতা দেখানো উচিত, এর বেশি কিছু নয়। মেয়েরা এমনই, সব মেয়ে এদিক দিয়ে এক। কোন পার্থক্য নেই। প্রথমে দরে উঠবে, কিন্তু একবার নিয়ন্ত্রণে নিতে পারলে হাতে-পায়ে ধরতেও দ্বিধা করবে না।

প্রিসিলার সঙ্গে ওর বিয়ের ব্যাপারটা তেমন গুরুত্ব বহন করবে না। বিয়ের পরপরই র‍্যাঞ্চের মালিকানা চলে আসবে ওর হাতে, সেও জানে কীভাবে কোন্ পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়।

সবার আগে একটাই কাজ: পোক রলেসকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে। মৃত্যু পরোয়ানা জারি হয়ে গেছে তার।

সল্ট ক্রীকে যাচ্ছে ব্ল্যাক রাইডার ওরফে বিল হিকক। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা বা পরিচয় লুকিয়ে রাখার ইচ্ছে ষোলোআনাই আছে, কিন্তু জুয়ানিতাকে দেখার বাসনা তীব্র হয়ে উঠেছে, এতটাই যে কোন কিছুই এখন আর পরোয়া করছে না। নিজেকে প্রবোধ দিয়েছে, মাত্রই তো কয়েক মিনিট, জুয়ানিতার সঙ্গে দুটো কথা বলেই চলে আসবে। ভাগ্য ভাল হলে কেউ জানতেই পারবে না।

সল্ট ক্রীকে যাওয়ার আরও একটা কারণ আছে। অভিজ্ঞতা থেকে নির্ভুল পরিস্থিতি বিচার করতে শিখেছে হিকক, সহজাত প্রবৃত্তি ওকে বিপদের পূর্বাভাস দেয়; সল্ট ক্রীক এবং ব্লু হিল র‍্যাঞ্চের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ওর মনে হয়েছে ন্যূনতম একটা বিস্ফোরণ আসন্ন। শিগ্‌গিরই। সেক্ষেত্রে, দৃশ্যপটে ওর আবির্ভাব হওয়ার এটাই মোক্ষম সময়।

জুয়ানিতাকে দেখার যতই তাড়া থাকুক, শহরে পৌঁছানোর পর সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাণ্ডাঙ্গোতে গেল না ও, এমনকী মূল রাস্তায়ও এল না; বরং দূর থেকে পুরো রাস্তা আর শহরের দৃশ্যমান অংশ পর্যবেক্ষণ করল অনেকক্ষণ। ঝলমলে আলোর বন্যায় ভাসছে ফ্যাণ্ডাঙ্গো। পাশে এক্সপ্রেস বা স্যাণ্ডার্স সেলুনেও আলোর বন্যা বইছে।

শহরে ঢোকার প্রায় আধ-ঘণ্টা পর রাস্তায় বেরিয়ে এল হিকক, ধীর চালে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে এক্সপ্রেস-এর সামনে পৌঁছে স্যাডল ছাড়ল।

বোর্ডওঅকে পা রাখার সময় চিরাচরিত সেই উদ্বেগ আর অস্বস্তি বোধ করল, অচেনা শহরে প্রবেশের সময় যেমন অনিশ্চয়তা বোধ করে। রাস্তার দু'ধারে সতর্ক দৃষ্টি চালাল ও, প্রতিটি দালান পর্যবেক্ষণ করল। শরীরের সব ইন্দ্রিয় বিপদের আশঙ্কায় টানটান হয়ে আছে। পিস্তলের বদৌলতে বেঁচে থাকা মানুষের ক্ষেত্রে এই সতর্কতার বিকল্প নেই, কারণ যে-কোন মুহূর্তে বিপদ হানা দিতে পারে। নতুন শহরে বরং সেই সম্ভাবনা আরও বেশি। যে-কেউ শত্রু হতে পারে। বোঝার উপায় নেই কে শত্রু কে মিত্র। আসলে কারও সম্পর্কে নিশ্চিত না-হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি মানুষই বিপজ্জনক।

শূন্য ও নীরব রাস্তা। কোথাও কেউ নেই। এমনকী দালানের ছায়া বা কোণেও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সমস্ত লোকজন হয় বাড়িতে, কিংবা পানশালায় সময় কাটাচ্ছে। তাবৎ সল্ট লেকে

হাতে গোনা কয়েকটা বাড়িতে আলো জ্বলছে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছাড়া বড়জোর চার-পাঁচটা হবে।

ঘুরে দরজা ঠেলে এক্সপ্রেসের ভিতরে পা রাখল হিকক।

বাম দিকে স্টোর। দেয়ালজোড়া শেল্ফে রকমারী পণ্য সাজিয়ে রাখা, কাটলারি থেকে শুরু করে নানা যন্ত্রপাতিও রয়েছে। তার সামনে বাক্স ও থলের সমাহার। ডান দিকের নানা শেল্ফে পোশাক, ড্রেস, হ্যাট; এবং কাউন্টারের শেষ প্রান্তে অ্যামুনিশন ও অস্ত্রশস্ত্র। নাক বরাবর ছোট্ট বার। মুদি সামগ্রী আর খোলা ব্যারেল সাজিয়ে রাখা শেষ প্রান্তে।

স্টোভের পাশে দুই বুড়ো বসে আছে। বারে মালিক হুয়ান ডেকোর সঙ্গে গল্প করছে মন্টানা।

দীর্ঘ কামরার ডান পাশে চলে এল হিকক। বাক্স ও ব্যারেলে ভরা জায়গাটা। বারের কাছে পৌঁছতে মুখ তুলে তাকাল মন্টানা, সঙ্গে সঙ্গে হিকক উপলব্ধি করল ওর পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে।

'সম্ভব হলে রাই দাও,' মৃদু স্বরে ফরমাশ দিল ও। সতর্ক চোখে মন্টানাকে দেখল একনজর। 'তুমি কী পান করবে, ফ্রেণ্ড?'

মুখ শুকিয়ে গেছে মন্টানার। কিছু বলতে মুখ খুলল সে, শুষ্ক লাগায় ঢোক গিলল, শেষে চেষ্টাকৃত কণ্ঠে বলল: 'রাই। আমার জন্যও রাই দিয়ো, হুয়ান।'

পর্তুগীজ মালিক কিছু বুঝেছে কি-না বোঝা গেল না, নির্বিকার মুখে রাই পরিবেশন করল। তবে পলকের চাহনিতে আগন্তুকের পরনে ঝকঝকে ধূসর শার্ট, ফ্ল্যাট-ব্রিমের আনকোরা হ্যাট এবং নিখুঁত ক্ষৌরি করা মুখ ঠিকই খেয়াল করেছে। দুটো গ্লাসের পাশে বোতল রাখল সে। এই ব্যবসায় বহু বছর ধরে আছে। লোক দেখা মাত্র বুঝতে পারে কার পকেটে টাকা আছে।

ইতোমধ্যে কিছুটা সামলে নিয়েছে মন্টানা। ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত সে। না-চাইতেই জল! ভেবেছিল এর সঙ্গে দেখা করার জন্য বহু কাঠখড় পোড়াতে হবে, অথচ নিজেই সামনে হাজির হয়ে

গেছে। কপাল! একেবারে কোলে এসে পড়েছে পোক রবেকের টাকা!

তবে অস্বস্তিও বোধ হচ্ছে। বুঝে গেছে এই লোক পিস্তল ভাড়া খাটাবে না। সেক্ষেত্রে রবেকের প্ল্যান মাটি হয়ে যেতে পারে। তাতে অবশ্য কিছু যায়-আসে না। একটা খবর পৌঁছে দিতে পারলেই ওর দায়িত্ব শেষ।

'এদিক দিয়ে কোথাও যাচ্ছ?' আলাপী স্বরে জানতে চাইল মণ্টানা।

'বলা যায়।'

'এলাকাটা মন্দ নয়, কী বলো?'

'হ্যাঁ।'

'থাকতে চাইলে কাজের অভাব হবে না। ব্লু হিলের ফোরম্যান হাঙ্ক বার্নেট। কয়েকদিন আগে একজনকে কাজে নিয়েছে সে।' হঠাৎ নিচু হয়ে গেল মণ্টানার কণ্ঠ, নিশ্চিত আর কেউ ওদের কথা শুনতে পাবে না। 'সেদিন পোক রবেকের সঙ্গে কথা হলো। বলল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজের জন্য বিশেষ একজনকে খুঁজছে। যেভাবে পিস্তল ঝুলিয়েছ, মনে হচ্ছে ওগুলোর ব্যবহার ভাল জানো তুমি। হয়তো তোমাকে দেখলে নিশ্চিন্ত হবে পোক রবেক।'

গ্লাসের দিকে স্থির হয়ে আছে হিককের দৃষ্টি। ব্যাপার কী? ফাঁদ নয়তো? হঠাৎ গানম্যানের দরকার পড়েছে রলেসের? 'দেখি, কথা বলতে তো অসুবিধা নেই। ভাল লাগলে ভেবে দেখব।'

মিশ্র প্রতিক্রিয়া হলো মণ্টানার। একদিকে সন্তুষ্ট বোধ করছে, একইসঙ্গে হতাশও হয়েছে। বিল হিককের কথা অনেক শুনেছে, পোক রবেকের কাজটা যদি সে নেয়, তারমানে বিস্তর লেনদেন হবে। সেক্ষেত্রে আরও বড় দাঁও মারা যেত। আরও বেশি খসানো যেত রবেকের কাছ থেকে। এমনকী ও নিজেও সক্রিয় হতে পারত। ভাবতেই পারেনি অমন একটা প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাবে হিকক। দুর্ধর্ষ এই পিস্তলবাজ ভাড়া খাটে না বলেই জানত।

'অনেক লোক থাকে শহরে?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল হিকক।

'বেশি না। বার্নেটের কথা যদি জানতে চাও, শহরেই আছে। রবেকের কাজের ব্যাপারে ওর সঙ্গে আলাপ না-করাই ভাল। আমার কাছে মনে হলো রবেকের কাজটা খুবই গোপনীয়, কাউকে জানতে দিতে নারাজ সে।'

নড করল হিকক...ঘটনা পরিষ্কার হলো না। দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে। আপাতত। তবে সময়ে ঠিকই পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু সবকিছুর পরও এটা একটা সুযোগ। হয়তো এতেই কাজ অর্ধেক উদ্ধার হয়ে যাবে। রাস্টির কাছে শুনেছে কোন একটা ব্যাপারে প্রস্তুতি নিচ্ছে হাঙ্ক বার্নেট, যার সঙ্গে পোক রলেসের সম্পৃক্ততা নেই। হয়তো বার্নেটের চেয়ে বেশিই জানে রলেস।

'এই বার্নেট লোকটা কেমন?' হালকা চালে জিজ্ঞেস করল ও।

'বদ একটা দানব বলতে পারো,' সত্যি কথাই বলল মণ্টানা। 'পিস্তলে অসম্ভব চালু, এবং সামান্য ছুঁতোয় ব্যবহার করার জন্য মুখিয়ে থাকে। কিন্তু হাত-পা ব্যবহার করতে আরও বেশি সিদ্ধহস্ত সে। সামান্য বেতাল করেছ তো তোমার উপর হামলে পড়বে। অমন একটা শরীর যাদের, তারা বোধহয় এমনই! মাঝে মধ্যে আমার মনে হয় লোকটা রীতিমত অসুস্থ, নইলে মানুষকে ধরে পেটানোর জন্য এমন অধীর থাকবে কেন। জঘন্য! ওর সঙ্গে কথা বলতে গেলেও বিপদ, কখন খেপে যায় বলা মুশকিল। আর খেপে গেলে রেহাই নেই, গায়ে দু'একটা দাগ পড়বেই।'

মণ্টানার কণ্ঠে অসন্তোষ চাপা থাকল না। বোঝা গেল হাঙ্ক বার্নেটকে অপছন্দ করে।

'স্থানীয় লোক?'

'নাহ্, বছর কয়েক হলো এসেছে। এখানকার সবাই এ-নিয়ে অনেক কানাঘুষা আর আলোচনা করেছে। কিন্তু কেউ বলতে পারে না কোত্থেকে এসেছে বার্নেট, কিংবা এখানে আসার আগে কী ছিল। কে যেন একবার ব্লুমফিল্ডে পোর্ট স্টকটনের সঙ্গে কথা

বলতে দেখেছিল ওকে।'

পোর্ট স্টকটনের নাম জানে হিকক। স্টকটন গ্যাঙের নেতা। ব্লুমফিল্ডের মার্শাল ছিল একসময়। লিংকন কাউণ্টি যুদ্ধে টানস্টল-ম্যাককুইনদের বিরুদ্ধে লড়েছিল। ম্যাককুইনদের পক্ষ নিয়েছিল বিলি দ্য কিড। যে-কোন বিচারে পোর্ট স্টকটন অসৎ মানুষ। বদ লোক বলে জানে সবাই। এবং মহা বিপজ্জনক। আইনের মানুষ খারাপ হলে যা হয়।

উঠে দাঁড়াল হিকক। 'রবেককে বোলো ওর সঙ্গে কথা বলে নেব। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে সুবিধামত সময়ে দেখা করব ওর সঙ্গে।' ঘুরে বারের কাছে চলে এল ও, বিশাল জানালা দিয়ে রাস্তার দু'পাশ জরিপ করে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এল এক্সপ্রেস থেকে।

ঝলমলে আলোর বন্যায় ভাসতে থাকা ফ্যাণ্ডাঙ্গোর দিকে এগোল। এবার আর দেরি বা দ্বিধা করল না, দরজা ঠেলে চট করে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

উপচে পড়া ভীড় সেলুনে। কাউটাউনের সেলুন কেমন হওয়া উচিত জানে জুয়ানিতা, লোকজনের পছন্দ বা রুচি অনুযায়ী তৈরি করে ও, তাই এ-পর্যন্ত যেখানেই গেছে, কোনবারই ব্যবসা খারাপ যায়নি ওর; আসলে সব জায়গায় রমরমা ব্যবসা করেছে। আলো ঝলমলে বার, ড্যান্স ফ্লোর, বাজনার আয়োজন…সব মিলিয়ে ভারী চমৎকার। একপাশে ছয়টা টেবিল রয়েছে, প্রতিটা চেয়ার ভরা, উৎসুক দর্শকেরও অভাব নেই। দীর্ঘ বারের এ-কানা থেকে ও-কানা পর্যন্ত হুইস্কিখেকোদের ভীড়।

বিজনেস সুট পরা কয়েকজন লোক সাধারণ খদ্দেরদের সঙ্গে মিশে রয়েছে, হিককের অভিজ্ঞ চোখে ধরা পড়ল, প্রত্যেকে সশস্ত্র। খদ্দেরদের মধ্যে কাউহ্যাণ্ড বেশি। ভবঘুরে, ব্যবসায়ী, ড্রামার বা অন্য পেশার লোকজনও রয়েছে। বাজনার সঙ্গে টেবিলে চলমান পোকার এদের মূল আকর্ষণ।

সবার আগে গেব ট্রিনো দেখতে পেল ওকে। বারের পিছনে একটা দরজার সামনে বরাবরের মত বসে আছে সে। হিককে দেখেও এতটুকু বদল হলো না অভিব্যক্তি, স্রেফ পলকে দেখে নিল আপাদমস্তক, তারপর বসে থেকে এক হাতে দরজার গায়ে ছোট্ট তিনটা টোকা দিল।

ভিতরে সঙ্কেতটা শুনতে পেল জুয়ানিতা জুয়ারেজ। আয়নার সামনে ছিল ও, টোকা পাওয়া মাত্র ধক করে উঠল কলজে। হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠল। এই টোকার মানে জানে ও। বিল এসেছে!

তিন বছর হলো ওদের সম্পর্ক। তিন বছরের প্রতিটি দিন হিকক ওর প্রাণপুরুষ, প্রতিটি মিনিট তাকে ভালবেসে কাটছে ওর। অনেক অনেকদিন পর যখন হঠাৎ এসে ওর সামনে দাঁড়ায়, তার পায়ের শব্দ, ভরাট কণ্ঠ, এমনকী গেব ট্রিনোর তাৎপর্যপূর্ণ ওই টোকার সঙ্কেতও ওকে উতলা করে তোলে। রক্তমাংসের মানুষটা সামনে এসে দাঁড়ালে তাবৎ দুনিয়া তুচ্ছ হয়ে যায়। তখন শুধু একজনই থাকে ওর পৃথিবীতে। বিল হিকক নামের রুক্ষ মানুষটা।

বারের প্রান্তে পৌঁছে গেছে হিকক, ওকে দেখতে পেয়ে দ্রুত এগিয়ে এল বেন হাওয়ার্ড, একটা বোতল আর গ্লাস নামিয়ে রাখল সামনে। প্রায় চোখে পড়ে না, সামান্য মাথা নেড়ে ইশারা করল সে।

ইশারা অনুসারে দৃষ্টি ফেরাল হিকক। ভীড়ের মধ্যে সবার মাথা ছাড়িয়ে বিশালদেহী হাঙ্ক বার্নেটকে দেখতে পেল। ঘরের যে-কোন লোকের চেয়ে অন্তত আট-দশ ইঞ্চি লম্বা। চওড়া বুকের ছাতি, পেশিবহুল প্রশস্ত কাঁধ। দৈত্য বলা চলে। এমন দোহারা গড়নের মানুষ কমই দেখা যায়। অস্বাভাবিক লম্বা!

টানা ড্রিঙ্ক করায় মুখ লালচে হয়ে গেছে ব্লু হিল ফোরম্যানের। স্বচ্ছ নীল চোখে বেপরোয়া ও উদ্ধত চাহনি। নিজের সম্পর্কে তার

জানা আছে, জানে ঘরের যে-কোন লোককে শক্তিতে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারে। সবাই সমঝে চলে তাকে। এই দম্ভের সঙ্গে তার নিরন্তর বসবাস, স্রেফ আনন্দ পাওয়ার জন্য মাঝে মধ্যে চারপাশে নজর বুলাচ্ছে; নিজের উপর অন্যদের ভয়ার্ত বা সমীহ-মাখানো চাহনি দেখে তলে তলে আমোদ পাচ্ছে।

দুনিয়াটা শক্তির পূজারী, আনমনে ভাবল হাঙ্ক বার্নেট।

এদিকে র‍্যামরডের ছায়াসঙ্গীদের স্পট করতে ব্যস্ত হিকক। ছিপছিপে কোদালমুখো লোকটা মেহ্লার না-হয়ে যায় না। সদা গোমড়া মুখের স্যাণ্ডার্সও আছে। আর আছে সকোরো।

গেব ট্রিনো যে-দরজার সামনে বসে আছে, বারবার সেদিকে চলে যাচ্ছে বার্নেটের চকিত চাহনি, খেয়াল করল হিকক। বেশ কিছুক্ষণ বার্নেটকে নিরীখ করল ও, দৃশ্যত সরাসরি একবারও তাকাল না, বারের পিছনের আয়নায় তাকে দেখতে পাচ্ছে, কিংবা কখনও কখনও স্রেফ চোখের কোণ দিয়ে দেখে নিচ্ছে। ওজন বুঝতে চাইছে মানুষটার।

বিশালদেহী মানুষ। দৈত্যের মত শক্তি ধরে দেহে। কিন্তু এক ফোঁটা বাড়তি মেদও নেই। এমনকী চওড়া ঘাড়েও পেশির অপূর্ব সমাবেশ; আর সরু ঠোঁট এবং চাহনিতে এক ধরনের জান্তব নিষ্ঠুরতা রয়েছে। মানুষটার আগাগোড়া পাশবিক উন্মত্ততায় ভরা। এ ধরনের লোক ওর অপছন্দ, প্রায় ঘৃণা করে এদের। বার্নেটের আসল পরিচয় বা উদ্দেশ্য জানা না-থাকলেও তার প্রতি কঠোর মনোভাব পোষণ করত হিকক।

সহসা বাররুমে বেরিয়ে এল জুয়ানিতা। সরাসরি না-তাকিয়েও ব্যাপারটা বুঝতে পারল হিকক, অন্যদের দৃষ্টি সরে গেছে সেদিকে এবং প্রত্যেকের চাহনিতে সমীহ-মিশ্রিত মুগ্ধতা। তা ছাড়া, অদৃশ্য একটা বন্ধন রয়েছে ওদের মধ্যে, প্রথম থেকে। পরস্পরের প্রতি তীব্র, অমোঘ আকর্ষণ এতটাই যে চট করে একে অন্যের উপস্থিতি বুঝে ফেলে। ব্যাপারটা যতটা না শারীরিক,

তারচেয়ে বেশি বরং মনের।

ঘুরে তাকাল হিকক। কামরার দুই প্রান্তে অবস্থান নেওয়া দু'জন মানুষের চার জোড়া চোখ মুহূর্তের জন্য এক হলো। স্মিত, মিষ্টি ও অর্থপূর্ণ হাসি ফুটল জুয়ানিতার মুখে। স্বর্গীয় আত্মপ্রসাদ অনুভব করল হিকক, মনে হলো ভিতরটা চাঙা হয়ে উঠেছে মুহূর্তে।

কাছের তাসের টেবিলের দিকে দৃষ্টি চলে গেল জুয়ানিতার। কী যেন বলল এক খেলোয়াড়কে।

হাঙ্ক বার্নেটও দেখেছে জুয়ানিতাকে। দেখে আর দেরি করেনি, হুড়মুড় করে এগিয়ে গেল। দৃষ্টিকটুভাবে গায়ের জোরে কয়েকজনকে সরিয়ে দিল সে, জুয়ানিতার সামনে পৌঁছে গেল। লোকগুলো প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঘুরে দৈত্যাকার হাঙ্ক বার্নেটকে দেখে নীরবে হজম করে ফেলল ব্যাপারটা।

'তুমি তা হলে এসেছ!' বার্নেটের কণ্ঠে রাজ্য জয় করার আনন্দ। 'এসো, একসঙ্গে ড্রিঙ্ক করি!'

'ড্রিঙ্ক করার অভ্যাস নেই আমার। কথাটা বোধহয় আগেও বলেছি তোমাকে।'

'দূর, কারোই অভ্যাস থাকে না,' হালকা চালে বলল বার্নেট, মুখে চওড়া হাসি। 'সবকিছুরই শুরু আছে, তাই না? শুরু করলেই অভ্যাস হয়ে যাবে। চলো, আজ আমার সঙ্গে ড্রিঙ্ক করবে তুমি।' কথা বলতে বলতে জুয়ানিতার একটা বাহু ধরার জন্য হাত বাড়াল সে।

ভড়কে গেল জুয়ানিতা। চোখের কোণ দিয়ে দেখেছে বার থেকে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে হিকক। পরিস্থিতি খারাপের দিকে মোড় নিতে পারে, বুঝতে অসুবিধা হলো না। বার্নেট সহজে ছাড় দেবে না, আর হিককও সহ্য করবে না, স্পষ্ট বুঝতে পারল ও।

একটা সংঘর্ষ অনিবার্য।

‘দুঃখিত, তোমার সঙ্গে ড্রিঙ্ক করতে পারব না,’ ঠাণ্ডা স্বরে বলল জুয়ানিতা। ‘বন্ধুদের সঙ্গে পান করো না।’

ততক্ষণে হিকক চলে এসেছে জুয়ানিতার পাশে। কিন্তু কারও দিকে মনোযোগ নেই বার্নেটের, শুধু জুয়ানিতাই রয়েছে তার জগতে।

সন্ধ্যা থেকে মেয়েটির বেরিয়ে আসার অপেক্ষায় ছিল, ড্রিঙ্ক করতে করতে স্বপ্নজাল বুনেছে মনে মনে। অধীর অপেক্ষা যেন শেষ হচ্ছিল না, অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। সারাক্ষণই ভাবছিল মেয়েটির কথা। নিজেকে বুঝিয়েছে ওর প্রতি জুয়ানিতার বিরাগ নেই, সব মেয়েই শুরুতে খানিকটা বোলচাল করে, এই যা। সময়ে সেটা চলে যায়। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করে অনেক সময় নষ্ট করেছে, আর বোকামি নয়। সরাসরি কাজের কথায় যাওয়াই ভাল।

‘এসো তো!’ অধীর শোনাল ব্লু হিল র‍্যামরডের কণ্ঠ। ‘তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার!’

‘কিন্তু এই লেডি তো তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে না!’ বলল হিকক।

ঝট করে ওর দিকে ফিরল বিশালদেহী বার্নেট, এই প্রথম দেখছে হিককে। কিন্তু গ্রাহ্য করল না বা পাত্তা দিল না। নিজের চেয়ে সাইজে ছোটখাট মানুষ তার কাছে কখনও পাত্তা পায়ওনি। জুয়ানিতায় মজে আছে পুরোপুরি। ‘যা ব্যাটা, ভাগ্! নইলে কপালে...’

কথাটা শেষ করতে পারল না বার্নেট। হিককে দেখছে সে, গ্রাহ্য না-করে পারছে না। এই প্রথম খুঁটিয়ে দেখছে, গুরুত্ব দিয়ে, ওজন দিয়ে। অন্যের উপর ছড়ি ঘোরাতে যতই পারদর্শী হোক, সেয়ানা মাল চিনতে অসুবিধা হয় না তার। আপাদমস্তক ঘাঘু লোক সে। বিল হিককে চেনে না বটে, কিন্তু চট করে বুঝে গেল রোদপোড়া মুখের সবুজ চোখের এই মানুষটা আর সবার চেয়ে অনেক, অনেক আলাদা। এর চোখে নিষ্পলক নির্ভীক দৃষ্টি,

একেবারে পরিষ্কার, ধারালো ছুরির মত–মাখন যেমন মুহূর্তে কাটা হয়ে যায়, ওই চোখজোড়াও তেমনি অন্যের ব্যবচ্ছেদ করে ফেলতে সক্ষম।

বিপজ্জনক মানুষ সে চিনবে না তো কে চিনবে!

'তুমি শালা কোন চিড়িয়া?' খেঁকিয়ে উঠল বার্নেট।

'আমি হলাম সেই লোক যে তোমাকে খানিকটা ভদ্রতা শেখাচ্ছে। এই লেডি তোমার সঙ্গে ড্রিঙ্ক করতে চাইছে না বা কথাও বলতে চাইছে না। ওর মতামতের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা দেখানো উচিত।' প্রতিক্রিয়া দেখার আশায় নেই হিকক, জুয়ানিতার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। 'মিস্ জুয়ারেজ, বারের দিকে যাচ্ছিলে তুমি?'

ঘুরে হিককের সঙ্গে বারের দিকে এগোল জুয়ানিতা।

নিজেকে কামরার মাঝখানে একা আবিষ্কার করল হাঙ্ক বার্নেট। একটু আগেও জুয়ানিতাকে নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে বাগাড়ম্বর করেছে–আজ একটা কিছু ঘটাবে। অথচ কিছুই করতে পারেনি! কোত্থেকে উড়ে এসেছে এক লোক, সবকিছু মাটি করে দিয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, দু'জনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া বা জানাশোনা রয়েছে। তার প্রমাণও পেল এইমাত্র।

নিচু স্বরে কে যেন সিটি বাজাল। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় রক্ত উঠে গেল বার্নেটের। ব্লু হিল র‍্যামরডকে হেনস্তা হতে দেখেনি এরা, আজ যা ঘটল–সল্ট লেকবাসীর জন্য উপভোগ্য ব্যাপার।

দ্রুত আগে বাড়ল সে, থাবা দিয়ে খামচে ধরল জুয়ানিতার এক কাঁধ। যদিও জানে মেয়েটির সঙ্গী ঠিকই খেয়াল করছে সব। কিন্তু ভাবতেই পারেনি এত দ্রুত সক্রিয় হবে। চট করে সামনে এগিয়ে এসে হাতটা সরিয়ে দিল হিকক।

এমন কিছুই আশা করেছিল হাঙ্ক বার্নেট, এবং পরিকল্পনামত এবার আঘাত হানল। ডান হাতে প্রচণ্ড ঘুসি হাঁকাল। কিন্তু বিস্মিত হয়ে দেখল শরীরে মোচড় তুলে আঘাতটা এড়িয়ে গেল হিকক,

উল্টো ঝটপট দু'হাতে দুটো ঘুসি বসিয়ে দিল বার্নেটের দেহে।

কীসের সামনে পড়েছে বুঝতে পারছে হিকক। শুরুতেই টের পেয়ে গেছে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। এমনিতে আসুরিক শক্তি দেহে, তায় খুবই ক্ষিপ্র বার্নেট, চলাফেরা দেখেই বোঝা যাচ্ছে মারপিটে দক্ষ। জীবনে এরচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতে আর পড়েনি, নিশ্চিত হয়ে গেল হিকক।

জিততে হলে দক্ষতা এবং ক্ষিপ্রতা, দুটোরই সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হবে। একের পর এক ঘুসি হাঁকাল ও। পর্যুদস্ত হয়ে পড়ল হাঙ্ক বার্নেট, পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো। ভারসাম্য ফিরে পাওয়ার বা সামলে নেওয়ার আগেই বাম হাতে প্রচণ্ড হূক কষল হিকক। এবার আর সামলাতে পারল না, হুড়মুড় করে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল বার্নেট।

বসে পড়েছে যেন, এমনভাবে পড়েছে বার্নেট, পশ্চাদ্দেশ দিয়ে পড়ার পর হিড়হিড় করে ছেঁচড়ে চলে গেল পুরো চার ফুট। এই মার এত তীব্র ছিল যে আগেরগুলোকে স্রেফ বাচ্চাদের ঘুসি মনে হচ্ছে। তবে প্রচণ্ড ব্যথার চেয়েও বেশি আহত করছে অপমানবোধ আর অহমিকা। আয়তনে ওর চেয়ে অর্ধেক একজনের হাতে এভাবে নাজেহাল হচ্ছে! অথচ ভাল করে এখন পর্যন্ত একটা ঘুসিও বসাতে পারেনি লোকটার দেহে।

বেচাল দেহ নিয়ে ভূপতিত হলো বটে, কিন্তু হাঙ্ক বার্নেট উঠে এল শীতল প্রতিহিংসা আর বুনো উন্মত্ততা নিয়ে।

বাররূমের রাফ-অ্যাণ্ড-টাম্বল স্টাইলের মারপিটের অভিজ্ঞতা আছে হিককের, জানে এতে নির্দিষ্ট কোন নিয়ম-নীতির বালাই থাকে না। যে যেভাবে পারে সুবিধা আদায় করে নেয়। ফ্রি স্টাইল মারপিট বলা চলে। তবে মিনিট খানেকের মধ্যে টের পেয়ে গেল এ-বিদ্যায় প্রতিদ্বন্দ্বী আরও বেশি দক্ষ। শরীরের আসুরিক শক্তি থাকায় কোনভাবে সামাল দেওয়া যাচ্ছে না তাকে। বহু বছর আগে নিউ অর্লিয়েন্সে থাকার সময় মুষ্টিযুদ্ধ শিখেছিল হিকক, বেশ

দক্ষতাও অর্জন করেছিল। সেই বিদ্যাই কাজে লাগাতে হবে।

ছুটে এল হাঙ্ক বার্নেট। সমানে দু'হাত চালাচ্ছে। তবে হাতের চেয়ে ছুটে আসায় দেহের গতি আর ওজনটাই এ-মুহূর্তে বিধ্বংসী মনে হলো। চট করে ডান হাতে তীব্র একটা ঘুসি বসিয়ে দিল হিকক, পরপরই বামহাতে বুকের পাঁজরে বসাল ঘুসি। তারপর বার্নেটের শরীরের ধাক্কায় ঝড়ে পড়া খড়কুটোর মত উড়ে গিয়ে বারের উপর পড়ল। ওর বুকের সঙ্গে লেপ্টে আছে বার্নেট।

মহা উৎসাহে ধোলাই পর্ব শুরু করল ব্লু হিল র‍্যামরড। এখন অনেক আত্মবিশ্বাসী সে, উপলব্ধি করতে পারছে প্রতিদ্বন্দ্বীকে কোণঠাসা অবস্থায় পেয়ে গেছে–বারের সঙ্গে পিঠ ঠেকানো আর সামনে সে দাঁড়ানো! সেয়ানা, এবার যাবে কোথায়?

এক হাতে হিককের গলা চেপে ধরে পিছনে ঠেলে দিল সে। তারপর হাঁটু তুলল কুঁচকি গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু সবিস্ময়ে দেখল প্রতিদ্বন্দ্বী ঢের ক্ষিপ্র এখনও, ওর আগেই নিজের হাঁটু তুলে আঘাত ঠেকিয়ে দিয়েছে।

একইসঙ্গে ডান হাতে গলা পেঁচিয়ে ধরা বার্নেটের বাম হাতে ঘুসি চালিয়ে সরিয়ে দিল হিকক, আর মুক্ত হওয়া মাত্র ঝাঁপ দিয়ে আগে বাড়ল, সোজা হওয়ার সময় চাঁদি দিয়ে বার্নেটের নাক-মুখ থেঁতলে দিল।

গড়গড় করে রক্ত বেরিয়ে এল র‍্যামরডের মুখ থেকে, টলে উঠল সে, ভারসাম্য সামলে নিতে বাতাস খামচে ধরল। তাকে পড়তে দিল হিকক, আগ বাড়িয়ে আঘাত করল না; বরং অপেক্ষায় থাকল ও, ধীরে শ্বাস ফেলছে। পরিশ্রান্ত হয়নি।

ভীড় দূরে সরে গেছে, খেয়াল করল হিকক, মাঝখানে বড়সড় বৃত্তাকার একটা জায়গা খালি করে দিয়েছে ওদের জন্য। একপাশে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে গেব ট্রিনো, পাশে জুয়ানিতা। ট্রিনোর নজর বিশেষ করে তিন ব্লু হিল ক্রুর উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

'চিন্তা কোরো না, বস্, কেউ নাক গলাতে পারবে না!' বারের

কাছ থেকে হিককে উৎসাহ দিল ড্যান হাওয়ার্ড। ঠিক এমন এক লড়াইয়ে একবার হিককের মুখোমুখি হয়েছিল সে কয়েক বছর আগে, দু'জনে বন্ধু হওয়ার ঠিক আগে। হাওয়ার্ড জানে মারপিটে হিকক কেমন চীজ। হাড়ে হাড়ে শিখেছে।

একসময় সামলে নিল হাঙ্ক বার্নেট, রক্তচক্ষু মেলে তাকাল। পরিচয় জানে না সে, কিন্তু এতক্ষণে মনের গভীরে খবর চলে গেছে—আজ সেয়ানে সেয়ানের মুখোমুখি পড়ে গেছে। সহজে পার পাওয়া যাবে না, এমনকী হারতেও হতে পারে!

চিন্তাটা অসুস্থ করে তুলল ওকে। হাঙ্ক বার্নেট হারবে, যাকে দৈত্য মনে করে লোকজন!? অসম্ভব! হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখ থেকে রক্ত মুছল সে; কিন্তু হিককের উপর থেকে দৃষ্টি সরায়নি মুহূর্তের জন্যও। 'হ্যাঁ, এবার আর তোমার রক্ষা নেই!' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল বার্নেট, কণ্ঠে খুনের নেশা। 'পিটিয়ে তোমাকে মেরে ফেলব আজ!'

সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে এল সে, এখন আর তাড়াহুড়ো করছে না। বিশাল দুই মুঠি তৈরি। বুঝে গেছে এই লোককে দু'চারটা ঘুসি মেরে হারানো যাবে না। তবে দুশ্চিন্তাও বোধ করছে না। শরীর এখনও ঝরঝরে আছে। মুখ সামান্য রক্তাক্ত হয়েছে, এই যা। ওটা তেমন কিছু নয়। যা শরীর, ঘণ্টার পর ঘণ্টা লড়ে যেতে পারবে। ওকে হারাতে পারবে এমন বান্দা দুনিয়ার বুকে পয়দা হয়নি। আজও সে জিতবে। বরাবর যা হয়।

পাক্কা তিনশো পাউণ্ড ওজন। হাঁটার সময় বোর্ডওঅক কাঁপতে থাকে। বেশিরভাগ মানুষ দৃষ্টি উঁচু করে কথা বলে ওর সঙ্গে। শরীর তো নয়, পুরুষ্টু পেশির অপূর্ব সমন্বয়। হাতাহাতি বা পিস্তল, দুটোতেই অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতা অর্জন করেছে বহু বছরের অনুশীলনে।

জীবনের প্রথম মারপিটেও সে হারেনি। নেহাত আনাড়ি ছিল, কৌশলের কিচ্ছু জানত না, কিন্তু স্রেফ গায়ের জোর ওকে জিতিয়ে

দিয়েছিল। তারপর, চট করে আয়ত্ত করে নিয়েছে সব কিছু। আজতক হারেনি কারও বিরুদ্ধে। ক্ষিপ্রতা, কৌশল আর দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে মারকুটে ও বিধ্বংসী একজন লড়িয়ে হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে; এমন এক উচ্চতায় নিয়ে গেছে যেখানে অন্য কারও স্থান নেই, আর সবাই ওর নীচে। কারণ তার জীবনে পরাজয় বলতে কিছু নেই।

হাঙ্ক বার্নেট অজেয়।

এগিয়ে এল বার্নেট। ভাঁওতা দিয়ে ঝটিতি আগে বেড়ে ঘুসি হাঁকাল। কিন্তু কোনদিকে সরে যায়নি হিকক, এগিয়ে বা পিছিয়েও যায়নি, নিজের জায়গায় পা ফাঁক করে জুত হয়ে দাঁড়িয়েছে; হাঙ্ক বার্নেট আগে বাড়া মাত্র এক কদম নিজেই এগিয়ে গেল, তারপর বিরাশি শিক্কার ঘুসি হাঁকাল। প্রচণ্ড মারে বারবার কেঁপে উঠল হাঙ্ক বার্নেটের দৈত্যাকার দেহ। মুখ আর পাঁজর টার্গেট করেছে হিকক।

ইতোমধ্যে বিকৃত হয়ে গেছে বার্নেটের মুখ। রক্তাক্ত, বীভৎস ও থেঁতলানো দেখাচ্ছে। পাঁজরের অন্তত কয়েকটা হাড়ে চিড় ধরে গেছে নির্ঘাত। প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে সারা অস্তিত্ব কাঁপছে।

অবস্থা বেগতিক দেখে কৌশল বদল করল বার্নেট। এখন আর ভারী বা ওজনদার ঘুসি হাঁকাচ্ছে না, বরং ছোট ছোট আঘাত হানছে। এরই একটা হিককের চিবুকে লাগল। অরক্ষিত ছিল বলে ওটাই বিষম মনে হলো, উড়ে গিয়ে মেঝেয় আছড়ে পড়ল হিকক।

প্রতিদ্বন্দ্বীকে পড়তে দেখে ধৈর্য হারিয়ে ফেলল বার্নেট, ছুটে গেল সে, লড়াই শেষ করার জন্য মরিয়া হয়ে পড়েছে, বুঝে গেছে এটাই মোক্ষম সুযোগ। হিকককে উঠে দাঁড়াতে দিলে আর চড়াও হতে পারবে না, সুতরাং সে সিধে হওয়ার আগেই...যা করার করে ফেলতে হবে।

হুঙ্কার ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বার্নেট।

তিনশো পাউণ্ড ওজন দেহের উপর আছড়ে পড়লে কী হত

বলা মুশকিল, কিন্তু করুণ ওই অভিজ্ঞতা হলো না হিককের। বুনো চিতার ক্ষিপ্রতায় গড়িয়ে সরে গেল ও। এদিকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বারের দিকে ছুটে গেল বার্নেট, তাল সামলাতে পারেনি। তার গতি আর পতনকে আরও ত্বরান্বিত করল হিকক, কোমরের উপরে ওজনদার একটা ঘুসি হাঁকাল ডান হাতে।

শরীরে মোচড় তুলে হিককেকে খামচে ধরল বার্নেট, সামলে নিয়েছে নিজেকে। কিন্তু তার জন্য বিস্ময় আরও বাকি ছিল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পেটে প্রচণ্ড আঘাত টের পেল, জোড়া বুটের লাথিতে উড়ে গিয়ে দশ হাত দূরে পড়ল সে। থরথর করে কেঁপে উঠল মেঝে। বারের পিছনে তাকে রাখা বোতল আর গ্লাস ঝনঝন করে কাঁপতে থাকল কয়েক সেকেণ্ড, তারপর সবকিছু স্থির হয়ে এল একসময়।

শক্তি, দম এবং মনোবল–কোনটারই ঘাটতি নেই বার্নেটের, প্রমাণ করার জন্যই যেন চট করে উঠে দাঁড়াল সে, তারপর একে অন্যের মুখোমুখি হলো ওরা–ঠিক কুস্তিগীরদের মত আঁকড়ে ধরল পরস্পরকে, সুযোগ বুঝে মারছে। এমনকী কখনও কখনও কপাল ঠেকছে পরস্পরের, কিন্তু কারও হাত থেমে নেই; মুষ্টিযোদ্ধাদের মত সদা ব্যস্ত–কখনও মার ঠেকাচ্ছে, কখনও পাল্টা মারছে।

পায়ের ভর বদল করছে হিকক। পাটা শূন্যে আছে, এসময় বিরাশি শিক্কার ঘুসি এসে পড়ল বুকে। হুড়মুড় করে পিছিয়ে গেল ওর দেহ, তাল সামলাতে না-পেরে আছড়ে পড়ল বারের উপর। ঝড়ের বেগে এগিয়ে এল দৈত্য, দু'হাতের বেষ্টনী দিয়ে আবদ্ধ করল ওকে। কোমরের উপর ভারী দুই বাহু দৃঢ় শেকলের মত চেপে বসছে ক্রমশ।

গায়ে অসুরের শক্তির প্রভাব টের পাচ্ছে হিকক, পেটের সব বাতাস বেরিয়ে গেছে ওর, শিরদাঁড়ায় যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে। বুকের সঙ্গে বুক মিশিয়ে প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছে বার্নেট। আরেকটু চাপ বাড়লে মট করে হাড় ভেঙে যাবে বোধহয়। এদিকে জয়ের সুবাস পাচ্ছে

বার্নেট, উল্লাসে আর দ্বিগুণ উৎসাহে চাপ আরও বাড়ানোর প্রয়াস পেল।

কিন্তু প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে মরিয়ে হয়ে উঠল হিকক। হাঙ্ক বার্নেটের দুই বাহুর ফাঁকে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে জোড়া হাত, ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইল দৈত্যকে। কিন্তু এক চুল নড়ল না। বিপুল বিক্রমে চড়াও হয়েছে ব্লু হিল ফোরম্যান। ইচ্ছে হিককে চ্যাপ্টা করে ফেলবে।

দুই বুড়ো আঙুল দিয়ে দৈত্যের তলপেটে খোঁচা মারল হিকক, বেশ জোরে এবং নিচুতে করেছে আঘাতটা।

তীব্র ব্যথায় ছিটকে সরে গেল বার্নেট, ফাঁস আলগা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হলো হিকক, চট করে দুটো শরীরের মাঝে সামান্য যে ফাঁক রয়েছে সেখানে এসে পাশ ফিরে দাঁড়াল। এবার বার্নেটের ডান আস্তিন বাম হাতে চেপে ধরে, ডান বাহুতে কোমর জাপ্টে ধরল, তারপর বাম হাতের ঝাঁকিতে মোচড় তুলল বার্নেটের দেহ। কুস্তির কায়দায় তিনশো পাউণ্ডের ভারী শরীর নিয়ে আছড়ে পড়ল মেঝেয়। ফের কেঁপে উঠল পুরো সেলুনের কাঠামো।

চট করে দূরে সরে গেল হিকক। হাতের চেটো আর আস্তিন দিয়ে মুখ থেকে রক্ত মুছল। ওই রক্তের প্রায় সবটাই বার্নেটের।

শ্লথ গতিতে উঠে দাঁড়াল সে। উন্মত্ত আক্রোশ ও জিঘাংসা বোধ করছে সে, এতটাই যে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে; বিধ্বংসী জেদ আর রাগে সারা গা জ্বলছে, চোখে ধিকিধিকি চাহনি। আরও একটা জিনিস এই প্রথম অনুভব করছে সে–হ্যাঁ, ভয় বা শঙ্কা–আজকের লড়াইয়ে হেরে যেতে পারে!

এমন আতঙ্কের সঙ্গে পরিচয় ছিল না কখনও। অকল্পনীয়, অসহ্য, চূড়ান্ত অপমানজনক!

আবার ছুটে এল বার্নেট, মরিয়া হয়ে পড়েছে এবার। খুনের নেশায় অন্ধপ্রায়, রাগে ফুঁসছে ভিতরে ভিতরে। এমন বেপরোয়া উন্মত্ততা জীবনে কমই বোধ করেছে, এর শেষ শুধু একটাই–হয়

প্রতিদ্বন্দ্বীকে দুমড়ে-মুচড়ে শেষ করে দেবে, নয়তো নিজেই শেষ হয়ে যাবে। মাঝামাঝি কিছু নেই।

একটু আগের মতই আগ বাড়িয়ে হামলা চালাল হিকক। ঘুসির তুবড়ি ছুটিয়ে স্রেফ থামিয়ে দিল তিনশো পাউণ্ডের মাংসপিণ্ডটা। বারের ওপাশ থেকে পুরো লড়াই মনোযোগ দিয়ে দেখছে ড্যান হাওয়ার্ড, একটা মুহূর্তও মিস্ করেনি। জেমসের চোখ ধাঁধানো ক্ষিপ্রতা কয়েক বছর আগের স্মৃতি মনে করিয়ে দিল ওকে, অজান্তে মুখ কুঁচকে গেল। অসামান্য ক্ষিপ্রতায় একের পর এক ঘুসি হাঁকাচ্ছে হিকক, মুখের সঙ্গে মুঠির সংঘর্ষের শব্দ যেন ব্যাটে-বলে ঠোকাঠুকি! উন্মত্ত পশুর মত হিংস্র, নিষ্ঠুর ও মারকুটে হয়ে গেছে হিকক, সামান্য দয়াও দেখাতে রাজি নয়। মুহুর্মুহু জোরাল ঘুসিতে কুপোকাত হয়ে গেছে হাঙ্ক বার্নেট।

হয় মারো নয় মরো—এ অবস্থায় শেষ চেষ্টা চালাল বার্নেট, গায়ের জোরে জাপ্টে ধরল হিককে। আগের মত শক্তি অবশিষ্ট নেই, দমও ফুরিয়ে গেছে মারের চোটে, তাই সাঁড়াশি বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে অসুবিধা হলো না হিককের। উল্টো ঠেলে মেঝেয় ফেলে দিল বার্নেটকে।

পড়ন্ত অবস্থায় হিককে ল্যাং মেরে ফেলে দিল ব্লু হিল র‍্যামরড। জোড়া পিস্তলের একটা ছুটে বেরিয়ে গেল হোলস্টার থেকে। সময়মত এগিয়ে গিয়ে ওটার দখল নিয়ে নিল জুয়ানিতা।

হিকক পড়ে যাওয়ায় আবারও চড়াও হতে লাফ দিল বার্নেট। সরে যাওয়ার সুযোগ নেই, উপায়ান্তর না-দেখে একটা বুট তুলে দিল হিকক, একেবারে জায়গামত লাগল বার্নেটের দেহে। বুটের উপর সোলার প্লেক্সাস নিয়ে পতিত হলো বার্নেট। পায়ের সঙ্গে দুই হাত দিয়ে ফোরম্যানের দেহটা ছুঁড়ে দিল হিকক, উড়ে গিয়ে কয়েক হাত দূরে পড়ল সে।

উঠতে গিয়েও হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল বার্নেট, জোর পাচ্ছে না। এগিয়ে গিয়ে তার সামনে দাঁড়াল হিকক, শরীরের সমস্ত শক্তি

দিয়ে আপারকাট ঝাড়ল এবার। বিশাল দেহ নিয়ে ডিগবাজি খেল বার্নেট, তারপর উপুড় হয়ে পড়ল মেঝেয়। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা চালাল সে, কিন্তু শরীর সাড়া দিল না; কয়েকটা মাংসপেশি সামান্য নড়ল শুধু, শেষে একেবারে স্থির হয়ে গেল দেহটা।

সেলুনের তাবৎ লোকের জন্য বিস্ময় হয়ে ওভাবেই পড়ে থাকল হাঙ্ক বার্নেট। অজেয় এক দৈত্যের দম্ভ চূর্ণ হয়ে গেল কত সহজে! তার চেয়ে অর্ধেক ওজনের একজনের হাতে বেদম মার খেয়েছে!

পিছিয়ে এল হিকক, পিস্তল পরখ করে দেখল এক হোলস্টার খালি। ডান দিকেরটা রয়েছে। রক্তচক্ষু মেলে ভীড়ের উপর নজর চালাল, খুঁজে বের করল মেহ্‌লার আর স্যাণ্ডার্সকে। স্থিরদৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। সময় যেন আটকে আছে। অনড় দাঁড়িয়ে হিকক, প্রতিপক্ষের পদক্ষেপের অপেক্ষায় রয়েছে। শার্ট আর শরীরে রক্ত ওর, কিন্তু ভ্রুক্ষেপ করছে না। প্রতিপক্ষ পিস্তলে হাত দিলেই ড্র করবে।

'তোমার হোলস্টারে আছে অন্যটা!' জুয়ানিতার নিচু কণ্ঠ কানে এল হিককের, টের পেল বাম হোলস্টারে আলগোছে পিস্তলটা রেখে দিয়েছে মেয়েটি।

মেহ্‌লার বা স্যাণ্ডার্স, কেউই দৃষ্টি সরাচ্ছে না। হিককও নাছোড়বান্দা। অসীম ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষায় রয়েছে।

কেউ কিছু বলছে না, নড়ছেও না।

শেষে, অনেকক্ষণ পর পায়ের ভর বদল করল হিকক। বুঝে গেছে শোডাউনের সম্ভাবনা নেই। দৃষ্টি সরিয়ে পড়ে থাকা দানবের দিকে তাকাল, তবে কথা বলল মেহ্‌লারদের উদ্দেশে: 'জ্ঞান ফিরলে ওকে বোলো সব ক'টা রাস্তাই খোলা আছে, কিন্তু একটা দিকেই গেছে–শহরের বাইরে।'

যেমন উৎসবমুখর মনোভাব নিয়ে শহরে এসেছিল ব্লু হিল ক্রুরা,

সে রাতে র‍্যাঞ্চে ফিরে গেল ঠিক উল্টো অভিব্যক্তি নিয়ে। কেউ কথা বলছে না, সবার মুখ গম্ভীর, থমথমে। ধীর গতিতে চলছে সবক'টা ঘোড়া। স্যাডলে কোনরকমে টিকে আছে হাঙ্ক বার্নেট, অর্ধচেতন। প্রচণ্ড মাথা ব্যথায় কাতর।

এদের সামনে দ্রুত ঘোড়া ছোটাচ্ছে এক রাইডার। তার গন্তব্য ব্লু হিল র‍্যাঞ্চ। লোকটা মণ্টানা। পোক রবেককে রিপোর্ট করার জন্য দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়েছে সে। শহরে যা ঘটে গেল, এমন গরম খবর জানতে পারলে নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে ব্লু হিল মালিক। মুফতে কিছু কামাইও হয়ে যাবে মণ্টানার।

মণ্টানা চলে যাওয়ার পর চিন্তিত মনে নিজের ঘরে পায়চারি শুরু করল পোক রলেস। বিশ্বাসই করতে পারছে না খবরটা, হাঙ্ক বার্নেটকে মেরে ছাতু বানিয়েছে! র‍্যাঞ্চের জমি দু'ভাগ হয়ে গিয়ে পুরো র‍্যাঞ্চ যদি তলিয়ে যেত, তা হলেও এত অবাক হত না সে। হাঙ্ক বার্নেটকে হারানো সম্ভব, জানে সে, পিস্তলে। কিন্তু মারপিট করে? হাতাহাতিতে কেউ বার্নেটকে হারাতে পারে বলে কখনোই বিশ্বাস করেনি সে। অসম্ভব!

কিন্তু অসম্ভব ব্যাপারটাই ঘটেছে। প্রচণ্ড মার খেয়েছে বার্নেট। খুশির খবর হলেও শঙ্কিত হয়ে পড়েছে রলেস। দেরি করে ঘুমাতে গিয়েছিল, অথচ দু'চোখের পাতা এক হয়নি। বিছানায় শুয়ে থেকে ছাদের দিকে তাকিয়ে ছিল নিস্পলক। নানা ভাবনায় বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে মন। এই র‍্যাঞ্চটার জন্য বহু কিছু করেছে সে–সময়, শ্রম এবং সাধনা, সবই ব্যয় করেছে। হোক না অন্যের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া, কিন্তু তারপর আশাতীত উন্নতি সাধন করেছে। অন্যের হাতে ছেড়ে দেওয়ার জন্য এত কিছু করেনি। বিপজ্জনক দেখলে প্রয়োজনে খুনও করবে, তবুও র‍্যাঞ্চের মালিকানা হাতছাড়া করবে না। এমনকী প্রিসিলাকেও খুন করতে পারবে, যাকে কি-না নিজের মেয়ের মতই বড় করে তুলেছে সে।

আট

পরদিন বেশ ভোরে ঘুম থেকে জাগল বিল হিকক। গতরাতে ফ্যাণ্ডাঙ্গোয় মারপিট শেষ হওয়ার পর এক মুহূর্তও দেরি করেনি, শহর থেকে বেরিয়ে সরাসরি চলে এসেছে নিজের হাইড আউটে। একটানা ঘুমিয়ে মাত্র জেগেছে। প্রথমে হাত-পায়ের জখম পরীক্ষা করেছে। হাত বেশ ফুলে গেছে, ছড়ে যাওয়া স্থানের আশপাশে নীলচে হতে শুরু করেছে। সঙ্গে রাখা ছোট্ট আয়নায় চেহারা দেখে চমকে উঠল। একটা চোখ এতই ফুলেছে যে প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ডান হনুর হাড়ের কাছে চামড়া কেটে গেছে, ঠোঁটের কোণও ফুলে গেছে বেশ।

আগুন জ্বালিয়ে পানি গরম বসাল হিকক, তারপর সময় নিয়ে ক্ষতের পরিচর্যা করল। গরম পানিতে দু'হাত চুবিয়ে রাখল বেশ কিছুক্ষণ। শেষে সতর্কতার সঙ্গে, সযত্নে মাথা আর বাহুর ক্ষত পরিষ্কার করল।

দুপুরে যখন রাস্টি ওয়েব হাইড আউটে পৌঁছল, তখন দ্বিতীয় পালায় ক্ষতের যত্ন নিচ্ছে হিকক। স্যাডল ছেড়ে এগিয়ে এল সে, স্পারের ঝুনঝুন শব্দ হচ্ছে। 'ম্যান! একটা কাজই করেছ! কেউ কল্পনাও করেনি ওই দানবকে হারানো সম্ভব। সকাল বেলা বেরিয়ে গেল যখন, তখনও ব্যাটা পুরোপুরি সচেতন ছিল না, কোনরকমে স্যাডলে চড়েছে।'

ঝট করে মুখ তুলে তাকাল হিকক। ওর নিজের অবস্থাও বিশেষ সুবিধার নয়। 'এমন অবস্থার মধ্যেও বেরিয়ে গেছে?

ক'জন গেছে ওরা?'

'চার ক্রু সহ মোট পাঁচজন। মেহ্লার, স্যাণ্ডার্স, সকোরো আর ভোঁতামুখো এক লোক, ব্যাটাকে আগে কখনও দেখিনি, তবে মুখে একটা লম্বা কাটা দাগ আছে।'

'ছিপছিপে দেহ? কাঁধ দুটো সামনের দিকে ঝুঁকে থাকে, আর চোখজোড়া হলদেটে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। চেনো ওকে?'

'জেথ ব্রেসলিন। স্টকটন গ্যাঙের একজন।' হাত দুটো মুছে উঠে দাঁড়াল হিকক। 'অবস্থা দেখে একটা সন্দেহ জাগছে মনে, বার্নেট লোকটার আসল পরিচয় মোটামুটি বুঝতে পারছি। হয়তো আমার অনুমানই ঠিক। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ডুরাঙ্গোর আশপাশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল একটা দল, একেক সময় একেক নাম ব্যবহার করত এরা। আসল পরিচয় কখনোই জানা যায়নি। কেউ কেউ বলে ওদের দলনেতার নাম ইয়ানেল বা ওরকম কিছু। আমার সন্দেহ বার্নেট তাদের একজন।'

'হতে পারে। ইয়ানেলের নাম আমারও কানে এসেছে।'

ফোলা হাত দুটো নিরীখ করল হিকক। 'শোনো, পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যাচ্ছে, আগের প্ল্যান মত অপেক্ষা করা যাবে না। একটা নাড়াচাড়া দিতে হবে শিগ্‌গিরই। প্রিসিলার সঙ্গে আজই কথা বলতে হবে, ওকে বোলো যেন দেখা করে আমার সঙ্গে। আর পোক রলেসের সঙ্গে কথা বলব। মণ্টানা নামের এক লোকের মাধ্যমে খবর দিয়েছে আমাকে। কী যেন প্রস্তাব দেবে।'

'সাবধানে থেকো।'

'হ্যাঁ, থাকব। বিপদ ওর কাছ থেকেও হতে পারে, তবে দেখা দরকার কী বলার আছে ওর। এমনিতে যেহেতু পরিস্থিতি গরম হয়ে আছে, যে-কোন সময়ে বিস্ফোরিত হওয়ার অবস্থা, আমরা বরং বার্নেটের অনুপস্থিতির সুযোগটা কাজে লাগাব।'

'বলেছে ব্যাটা নাকি দু'দিন র‍্যাঞ্চে থাকবে না।'

'ভালই হয়েছে, কিছু সময় পাওয়া গেল। প্রিসিলার সঙ্গে কথা বলার পর আমি নিজেই রলেসের সঙ্গে দেখা করতে যাব। তুমি তৈরি থেকো, সময় থাকতে থাকতে কূক আর মেলিনের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে ফেলো।'

ওয়েব চলে যাওয়ার পর পুরো পরিস্থিতি আবার বিশ্লেষণ করল হিকক, খুঁটিনাটি সব বিবেচনা করল।

ব্লু হিল র‍্যাঞ্চ সম্পর্কে ইতোমধ্যে যথেষ্ট ধারণা অর্জন করেছে ও। র‍্যাঞ্চটা বিশাল। প্রায় কয়েক হাজার গরু। তৃণভূমি সমৃদ্ধ। শুষ্ক মরসুমেও পানির অভাব হয় না। র‍্যাঞ্চের পশ্চিম অংশে, অপেক্ষাকৃত পাহাড়ী এলাকায় ভেড়া রয়েছে, তাও কয়েক হাজার হবে। যে-কোন বিচারে একটা লোভনীয় বাথান।

হিককের বিশ্বাস বহু বছর আগে একাই ঘটনার শুরু করেছিল পোক রলেস, কিন্তু হাঙ্ক বার্নেট এর মধ্যে এল কীভাবে? কোন প্রমাণ না-পেলেও ও একরকম নিশ্চিত যে পোক রলেসের হাতেই খুন হয়েছে প্রিসিলার আসল বাবা আইক রবেক। আজ থেকে অন্তত দশ বছর আগের ঘটনা ওটা, বার্নেট তখন এখানে ছিল না। সে এসেছে মাত্র পাঁচ-ছয় বছর হলো। যেভাবেই হোক, দৃশ্যপটে ঢুকে পড়েছে সে, এবং বেশ ভালভাবেই কর্তৃত্ব করছে।

খেয়ে-দেয়ে আবার হাতের পরিচর্যা করল হিকক। অলসভাবে ভাবনা-চিন্তা করে সময় কাটাচ্ছে, এসময় প্রিসিলার ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে এল। নীচের চাতালে চলে এসেছে মেয়েটা। বাকস্কিনে স্যাডল পরানো ছিল, ওটায় চেপে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে পাহাড়ী ট্রেইল ধরে নীচে নেমে এল হিকক।

দূর থেকে ওকে দেখে স্মিত হাসল প্রিসিলা, কিন্তু একটু পর, সামনে যেতে মুখের হতশ্রী দেখে চমকে উঠল। 'আরে, হয়েছে কী তোমার? তুমি তো ব্যথা পেয়েছ!'

নিঃশব্দে হাসল হিকক। হাসতে গিয়ে ব্যথা অনুভূত হওয়ায় অজান্তে মুখ বিকৃত হয়ে গেল। 'তেমন কিছু না। গতরাতে

মারপিট করেছি। ঘটনা শোনোনি?'

'না তো...আমার কি শোনার কথা?'

স্যাডল ছাড়ল হিকক। মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে প্রিসিলার কাছাকাছি একটা বোল্ডারে গিয়ে বসল। 'তোমার ফিয়াসেঁর সঙ্গে মারপিট করেছি।'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল প্রিসিলা, বিস্ময়ে বেকুব বনে গেছে। শেষে আমতা আমতা করে বলল, 'তুমি...তুমি হাঙ্ক বার্নেটের সঙ্গে লড়াই করেছ?'

'তোমার যদি মনে হয় আমার চেহারা খুব করুণ দেখাচ্ছে, তা হলে ওর মুখটা যদি দেখতে!'

'তুমি...ওকে পিটিয়েছ?' বিস্ময়ে বিমূঢ় শোনাল প্রিসিলার কণ্ঠ। আনমনে মাথা নাড়ল বার কয়েক। বোল্ডারের উপর বসে থাকা আপাত শান্ত, দীর্ঘদেহী মানুষটাকে যত দেখছে ততই অবিশ্বাস লাগছে যে তার পক্ষে হাঙ্ক বার্নেটের মত দৈত্যকে মারপিটে হারানো সম্ভব।

মেয়েটার ভাবনা ধরতে পেরে স্মিত হাসল হিকক। বড়াই করা ওর অপছন্দ, কিন্তু বাস্তবে যা ঘটেছে তাই তো বলেছে। কিছু বাড়িয়ে বলেনি। যে-কোন লোকই তো চাইবে অন্যরা তাকে ভাল চোখে দেখুক। 'সত্যি কথা হচ্ছে, ওই কাজটা আমি করেছি। তবে মার আমিও কম খাইনি!' আবার হাসল ও, আলতো ভাবে হনুর হাড়ের উপর ফুলে থাকা ক্ষতে হাত বুলাল।

'এবার তোমাকে খুন করবে ও,' গম্ভীর, চিন্তিত স্বরে বলল প্রিসিলা। 'কারও হাতে মার খেয়ে হজম করার বান্দা নয় বার্নেট, যেভাবে হোক তোমাকে সরিয়ে দেবে সে।'

'যাক্‌গে, কাজের কথায় আসি,' বলল হিকক। 'ওই র‍্যাঞ্চটা তোমার। অন্য কারও কর্তৃত্ব ছাড়াই আমি চাই ওটা তোমার হাতে থাকুক। পোক রলেস আর হাঙ্ক বার্নেটের ভুত তাড়িয়ে দিতে হবে। এখন নিশ্চয়ই বিশ্বাস হচ্ছে যে রলেস তোমার বাবা নয়?'

গম্ভীর হয়ে গেল প্রিসিলা। 'আসলে এ-ব্যাপারে কখনোই সন্দেহ হয়নি আমার, তারপরও অস্বাভাবিক লাগত। আর দশজন বাবার মতই আমার যত্ন করত সে, কিন্তু মা-র সম্পর্কে কখনও কিছু বলত না। ছেলেবেলায় সন্দেহ হওয়ার মত কোন ঘটনা মনে পড়ে না, তবে একটু বয়স হওয়ার পর দিনকে দিন দূরত্ব তৈরি হচ্ছিল আমাদের মধ্যে। বাপ-মেয়ের মত স্বাভাবিক ও আন্তরিক সম্পর্ক ছিল না। আর এখন স্রেফ ভদ্রোচিত ও সৌজন্যমূলক বন্ধন। আমার নানা প্রয়োজন মেটায় সে, যখন যেটা দরকার দেয়, অথচ একইসঙ্গে নিরাপদ দূরত্বে থেকে যাচ্ছে। আমি আসলে বলে বোঝাতে পারব না…

'সেদিন তোমার সঙ্গে কথা বলার পর অনেক ভাবলাম। আগে যেসব ঘটনা স্বাভাবিক মনে হত, এখন এতদিন পর ভাবতে গিয়ে খেয়াল করলাম তার মধ্যেও অনেক অস্বাভাবিকতা বা অসঙ্গতি রয়েছে। অনেক কিছু মনেও পড়ছে। এখন আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে আদপে পোক রলেস আমার বাবা নয়।'

'এখানে আসার পথে ওয়্যাগন ট্রিপের কথা কিছু মনে পড়ছে?'

'তেমন না। আসার পথে একটা শহর পড়েছিল, ইণ্ডিয়ানদের দেখেছি ওখানে। যদ্দূর মনে পড়ছে শহরটা সান্তা ফে। ওখান থেকে আরও একজন লোক যোগ দেয় আমাদের সঙ্গে। সান্তা ফে থেকে পশ্চিমের উদ্দেশে যাত্রা করি আমরা।'

'তারপরের ঘটনা আর কিছু মনে নেই?'

'আছে…তবে অস্পষ্ট। ঝাপসা ভাবে মনে পড়ছে দীর্ঘ একটা ক্যানিয়ন পেরিয়ে ঝর্নার কাছে থেমেছিলাম আমরা। জায়গাটায় পৌঁছানোর আগে লম্বা পথ পাড়ি দিতে হয়েছিল, মানে আমার কাছে তাই মনে হয়েছে। ঢালু পথ পাড়ি দিয়ে ওঠার পর, দূর দিগন্তে ঝাপসা পর্বতশ্রেণী দেখিয়েছিল বাবা। জিনিসটা মনে থাকার কারণ বাবা তখন এক এতিম সম্পর্কে কী যেন বলেছিল। আমি পাল্টা প্রশ্ন করেছিলাম এতিম কী। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এর

কয়েকদিন পর আমি নিজেই এতিম হয়ে গিয়েছিলাম।'

মাথা ঝাঁকাল হিকক। 'হ্যাঁ, ভাল কথা মনে করেছ। টুকিটাকি তথ্যগুলো কাজে লাগবে। অস্পষ্ট হলেও একটা ছবি পাওয়া যাচ্ছে। পঞ্চাশ ডলার বাজি রেখে বলতে পারি, দীর্ঘ ওই ক্যানিয়ন হচ্ছে ক্যানিয়ন লার্জো। এতিমের ব্যাপারটাও উদ্দেশ্যহীন নয়। লার্জো ক্যানিয়নের লাগোয়া মরুভূমির এক মেসার নাম অরফ্যান। অন্য নামও আছে ওটার—এল হুয়েরফানো। মানে এতিম বা অরফ্যান। শুধু একটা মেসা বলে এমন নাম। কাছাকাছি আর কোন মেসা নেই।'

'অদ্ভুত না ব্যাপারটা?' স্মিত হেসে জানতে চাইল প্রিসিলা। 'ওই পর্বত আর এতিম মেসার মধ্যে কোন যোগসূত্র খুঁজে পাইনি আমি! একেবারে না! অথচ এখন দেখা যাচ্ছে অন্য একটা ব্যাপারও আছে। গতরাতে শোওয়ার আগে এ-নিয়ে ভাবছিলাম। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নও দেখলাম—আসলে স্মৃতিতে জমে থাকা পুরানো ঘটনা দেখলাম! এক রাতের ঘটনা। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর দেখলাম একপাশে আগুন জ্বলছে। আগুনের শিখা পাথুরে দেয়ালে নাচানাচি করছিল।

'কেন যেন এ-ব্যাপারটা প্রায়ই মনে পড়ত। ঠিক বোঝাতে পারব না, প্রায় সবই ভুলে গেছি, কিন্তু টুকরো টুকরো স্মৃতি ঠিকই মনে পড়ত। হয়তো আনমনা আছি, চট করে মনে পড়ে গেল। আবার ভুলেও যেতাম। যাক্‌গে, ওই রাতের ঘটনা বলছি। ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর বাবাকে বিছানায় না-দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। বাবাকে ডাকলাম। উত্তরও দিল বাবা, তবে বেশ দূর থেকে। কণ্ঠও কেমন অস্পষ্ট লাগল! আমাকে চুপ করে থাকতে বলল। বাচ্চা ছিলাম তো, সত্যি সত্যি একটু পর ঘুমিয়ে পড়লাম।'

চোখ কুঁচকে প্রিসিলাকে দেখল হিকক, প্রিসিলার অভিব্যক্তি আর বর্ণনা দেখে বাস্তবে কী ঘটেছে আঁচ করার চেষ্টা করছে। 'আর কিছু মনে পড়ছে না?'

মাথা নাড়ল মেয়েটি। 'না। শুধু এটা মনে আছে পরদিন এখানে পৌঁছে যাই আমরা। বুড়ি এক ইণ্ডিয়ান মহিলা ছিল, সেই আমার যত্ন-আত্তি করেছিল। সে-রাতের পর বহুদিন বাবাকে দেখিনি।'

'সম্ভবত আর কখনোই তোমার বাবাকে দেখোনি,' মন্তব্য করল হিকক। 'বাস্তবেও বোধহয় তাই ঘটেছে।' উঠে দাঁড়াল ও। 'আমার ধারণা হচ্ছেঃ সে-রাতে খুন হয়েছিল তোমার বাবা। খুন হওয়ার পরপরই তোমার ঘুম ভেঙে যায়। যদি পরদিনই তোমরা র‍্যাঞ্চে পৌঁছে গিয়ে থাকো, তা হলে খুনের জায়গাটা এখান থেকে বেশি দূরে নয়।'

'হতে পারে, কিন্তু আমি নিশ্চিত নই! আসলে নিশ্চিত বলাও যাবে না। ছোট্ট একটা মেয়ের স্মৃতি, তাও অস্পষ্ট!' সন্দিগ্ধ সুরে বলল প্রিসিলা। 'এত আগের ঘটনা! তবে তোমাকে বলতে গিয়ে মনে হচ্ছে সত্যি এমন কিছু ঘটেছে, অথচ সবই ঘোলাটে!'

'যাই হোক, আমার ধারণায় বোধহয় ভুল নেই। ভাবছি পোক রলেসের সঙ্গে দেখা করার আগে একটু খোঁজখবর করব। দেখা যাক, কী পাওয়া যায়।'

'কিন্তু এত বছর পর কিছু পাওয়া যাবে কি?'

'ভাগ্য ভাল হলে পেয়েও যেতে পারি। আসলে ভাগ্য খুব ভাল হতে হবে।' স্বীকার করল হিকক। 'তবে আশার কথা, সান্তা ফে থেকে এদিকে এসেছে এমন ট্রেইলের সংখ্যা বেশি নয়। তা ছাড়া, আমার মনে হয় না ওয়্যাগন নিয়ে এতদূর এসেছে রলেস। হয়তো পথে পুড়িয়ে ফেলেছে। সেক্ষেত্রে, কিছু অবশেষ থাকতে পারে। যাই থাকুক, এমনিতেও খোঁজ চালাব।'

'কিন্তু কী লাভ হবে এতে? আদৌ কি কিছু পাওয়া যাবে?'

'জানি না,' স্বীকার করল হিকক। 'হয়তো পাওয়া যাবে না। আবার যেতেও পারে। যদিও নিরেট কোন প্রমাণ লাগবে, কিন্তু এমন কিছু যদি পাই যাতে খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়ানো যাবে

পোক রলেসকে, তাতেই সন্তুষ্ট হব। অন্তত দু'একটা সূত্র, যা ধরে এগোনো যাবে।'

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল প্রিসিলা, দূরের পাহাড়ের দিকে চলে গেছে দৃষ্টি। তিক্ত মনে ভাবছে কেমন ওলটপালট হয়ে গেল ওর জীবনটা! দশটা বছর যাকে বাপ বলে জানত, যার নানা অদ্ভুতুড়ে আচরণ সত্ত্বেও বাবা বলে সম্মান করত, অথচ সে কি-না ওর বাবা নয়! উপরন্তু ওর আসল বাবাকে খুন করে র‍্যাঞ্চ হাতিয়ে নিয়েছে।

নিজেকে হতাশ, বঞ্চিত ও নিঃস্ব লাগছে ওর। এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। ব্লু হিলে কী নিরানন্দ ও একঘেয়ে ওর জীবন! পাশে থেকেও বাবার সাহচর্য পায় না। ওর কাছে আপন মানুষ বুড়ো কুক। সত্যিকার অর্থে সে-ই যা কিছুটা সঙ্গ দেয়। তবে কোন প্রয়োজনই অপূর্ণ থাকে না ওর। চাওয়া মাত্র সেটা পূরণ করার চেষ্টা করে পোক রলেস।

রলেস তা হলে লোকটার নাম!

গত এক যুগ এই মানুষটার খেলার ঘুঁটি হিসাবে কাজ করেছে ও, তার করুণা আর দয়ার উপর নির্ভর করেছে! অনুভূতিটা তিক্ত, প্রায় ঘৃণার পর্যায়ে পড়ে। অথচ এই র‍্যাঞ্চ ওর বাবার, সন্দেহ নেই আইনের বিচারে এখন ওর। পোক রলেস ওর বাবা নয়, কেউ নয়। খুনী সে, সব ষড়যন্ত্রের হোতা।

কিন্তু বাপের মতই ওকে এতগুলো বছর লালন-পালন করেছে সে। আদর্শ বাপ হওয়ার অভিনয় করে গেছে। সবই নিজের স্বার্থে হলেও তাকে পুরোপুরি দোষারোপ করতে পারছে না প্রিসিলা। ওর প্রতি দরদ দেখাতে কসুর করেনি সে, অন্তত একটা পর্যায় পর্যন্ত। প্রিসিলার সন্দেহ হবে বলেই হয়তো ওর মা-র বিষয়ে কথা বলত না। আসলে বলার উপায়ও ছিল না তার, জানলে তো!

সব মিলিয়ে মিশ্র অনুভূতি হচ্ছে। চাইলেও মানুষটাকে ঘৃণা

করতে পারছে না। আবার পুরোপুরি দোষারোপও করতে পারছে না।

ঘুরে বোল্ডারের দিকে তাকাল প্রিসিলা, এবং চমকে উঠল। আরে, কোথায় গেল ব্ল্যাক রাইডার? এই মাত্র ছিল, অথচ চোখের পলকে উধাও হয়ে গেছে! আশ্চর্য! কখন সরে গেল?

'প্রিসিলা?'

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল ও, কণ্ঠ শুনেই বুঝেছে অন্য কেউ, ব্ল্যাক রাইডার নয়। বিস্ময়ের সঙ্গে দেখল চাতালের প্রবেশমুখে দাঁড়িয়ে আছে রেস মেলিন।

ব্লু হিল পাঞ্চারের মুখে উদ্বেগ। 'এখানে কী করছ তুমি?' হাতে একটা ডান-পনির লাগাম, ঘোড়াকে হাঁটিয়ে ঢাল ধরে উঠে এসেছে। বিমূঢ় ও অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল সে। 'এমন অদ্ভুত জায়গা কীভাবে খুঁজে বের করলে তুমি? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না! এখানে একটা চাতাল আছে তাই জানতাম না, কেউ কখনও বলেনি আমাকে।'

'হঠাৎ খুঁজে পেয়েছি,' সামলে নিয়ে বলল প্রিসিলা।

পাইনের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল হিকক। ওর উপস্থিতি টের পেয়ে ঝট করে সেদিকে ফিরল রেস মেলিন, অস্ফুট স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করল।

'তুমি...তুমি হিকক?' বিমূঢ় স্বরে জানতে চাইল সে।

হিককের দিকে সরে গেল প্রিসিলার বিস্মিত চাহনি। 'হিকক!'

'হ্যাঁ, ম্যা'ম,' মৃদু স্বরে জবাব দিল সে। 'ওটাই আমার নাম।'

নয়

অ্যাযটেক ক্রসিং শহরটার জন্ম হঠাৎ করে। ওয়্যাগন ট্রেন নিয়ে পশ্চিমে যাচ্ছিল একটা দল। ওয়্যাগনের অ্যাক্সেল ভেঙে যাওয়ায় এখানে থামতে বাধ্য হয় হ্যান্স টাইলার নামে এক লোক। তাকে ফেলে এগিয়ে যায় অন্যরা। টাইলার পেশায় ছিল ফ্রেইটার ও মোষ শিকারী। ওয়্যাগন ঠিক করতে না-পেরে মাথা গোঁজার জন্য পাহাড়ের কোলে একটা কেবিন তৈরি করে সে। সঙ্গে আনা মালপত্র তোলে কেবিনে। তিনদিন পর ফেরত আসে তার সঙ্গীরা, ইণ্ডিয়ানদের তাড়া খেয়ে বেশিদূর যেতে পারেনি। দলের তিনজনকে হারিয়ে ওদের মনোবল তখন ভেঙে গেছে।

ওই তিনদিনে অবশ্য একেবারে বেকার থাকেনি টাইলার। দুই ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে ব্যবসা করেছে সে—ওদের কাছ থেকে ফারের বদলে দুটো ছুরি, কুড়াল আর টুকিটাকি জিনিসে রফা করেছে। এক ভবঘুরেও তখন জুটে গেছে।

ওয়্যাগন ট্রেনের অন্যরাও তখন এখানেই থিতু হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। মাসখানেকের মধ্যে ছোটখাট একটা ট্রেডিং পোস্টে রূপান্তরিত হলো জায়গাটা, নানা দিক থেকে লোকজন আসতে লাগল। অচিরে জমে গেল অ্যাযটেক ক্রসিং।

তিন ব্যারেল হুইস্কি দিয়ে শুরু করেছিল হ্যান্স টাইলার; কিন্তু দ্রুত চাহিদা বাড়তে লাগল। একসময় ইণ্ডিয়ানরাও এর ভক্ত হয়ে গেল। খুব সহজ পদ্ধতিতে বিশেষ *ইণ্ডিয়ান হুইস্কি* তৈরি করে ফেলল টাইলার। নদী বা ঝর্নার পানি, সাধারণ অ্যালকোহল (প্রতি

ব্যারেলে দুই গ্যালন), দুই প্লাগ তামাক, পাঁচ বা ছয়টা সাবানের বার (খুবই শক্তিশালী লাই সাবান), আধা পাইন্ট লাল মরিচ আর ইচ্ছেমাফিক মেশানো সেয পাতা মিলে হুইস্কি তৈরি হয়ে যায়; এসবের সঙ্গে টাইলার দুই আউন্স স্ট্রিকনিন মেশায়। সব মিলিয়ে জিনিসটা যা হয়, খেয়ে হাজার বছর ঘুমন্ত মমিও দুই পায়ে খাড়া হয়ে যেতে বাধ্য এবং কোমাঞ্চিদের মত কান ফাটিয়ে চেঁচাবে। হুইস্কির এই প্রস্তুতপ্রণালী অবশ্য কম-বেশি সব জায়গায় প্রচলিত রয়েছে, টাইলারের নিজস্ব নয়; তবে উপাদানে হেরফের ঘটিয়ে ভিন্নতা এনেছে সে।

অ্যাযটেক ক্রসিঙের প্রথম দুই সেটলার সাপ্লাইয়ের সুবিধার জন্য এখানে থিতু হয়েছিল, তবে তাদের কেউই টাইলারের মত পরিশ্রমী বা ধৈর্যশীল ছিল না। দু'জনেই নিজস্ব কাজের ফাঁকে ফাঁকে হুইস্কি তৈরিতে টাইলারকে সাহায্য করত, কিন্তু নদীর পানি মেশানোর ঝক্কিতে যেতে আপত্তি ছিল ওদের। প্রথমজনের সঙ্গে তর্কাতর্কি থেকে ব্যাপারটা গোলাগুলিতে গড়ায়, দৃঢ়প্রত্যয়ী টাইলারকে ধরাশায়ী করা সম্ভব হয়নি লোকটার, বরং নিজেই সে অসহায়ভাবে পটল তুলল। পরদিন নদীর তীরে যথাযোগ্য মর্যাদায় তাকে সমাহিত করে হ্যান্স টাইলার।

দ্বিতীয়জন অ্যাপাচিদের সঙ্গে লড়াইয়ে পটল তুলেছে। একটু বেশি উৎসাহী ছিল সে। তিন অ্যাপাচিকে নিকেশ করার পর আরও আগ্রাসী হয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছিল, ইচ্ছে ছিল কয়েক গজ এগিয়ে কাছ থেকে কচুকাটা করবে অ্যাপাচিদের। তখনই বুকে এসে বিঁধে একটা তীর। একই ঘটনায় টাইলারও আহত হয়েছিল, দুটো তীর বিঁধেছিল তার দেহে। হতভাগ্য সেটলারের লাশ খোলা জায়গায় পড়ে ছিল দু'দিন, শকুন খুবলে খাওয়ার পর যা অবশিষ্ট ছিল সেটাই গোর দিয়েছে টাইলার।

সর্বক্ষণ মাথার উপর বিপদের খাঁড়া থাকার পরও অ্যাযটেক ক্রমে শহরে পরিণত হয়েছে। আশপাশে কয়েকটা র‍্যাঞ্চ হলো।

লোকে সরগরম হয়ে উঠল অ্যাযটেক। জেনারেল স্টোর, চারটা সেলুন, লিভারি স্টেবল, ব্যাঙ্ক আর অন্যান্য দোকান তৈরি হলো। এদিকে *আঙুল ফুলে কলাগাছ* হ্যান্স টাইলার তখন শহর ছেড়ে পুবে চলে গেছে, কেন্টাকির এক নির্ঝঞ্ঝাট র‍্যাঞ্চে শান্তিপূর্ণ জীবন শুরু করল। সেখানেও যে খুব নাম কিনেছে তা নয়, বরং চাপাবাজ হিসাবে দুর্নাম কামাল সে। পশ্চিমে তার অভিযানের গল্প প্রায় কেউই বিশ্বাস করত না, বরং টাইলারকে আড়ালে-আবডালে মিথ্যুক বলত।

অ্যাযটেক ক্রসিঙে হাঙ্ক বার্নেটের আকর্ষণ শুধু এক জায়গায়—অ্যাযটেক সিটি ব্যাঙ্ক।

আশপাশে প্রায় ডজন খানেক র‍্যাঞ্চ থাকায় ব্যাঙ্কটা বেশ ভাল ব্যবসা করছে। সবসময়ই পর্যাপ্ত নগদ লেনদেন হয়। এটা প্রায় সবাই জানে, যা গোপন রাখাও সম্ভব নয়। উজ্জ্বল, ঝলমলে সকালে অ্যাযটেকে প্রবেশ করা কঠিন ধাঁচের পাঁচজন মানুষেরও অজানা থাকেনি। অ্যাযটেক সিটি ব্যাঙ্কে নগদ টাকা থেকে কিছু খসিয়ে নেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারেনি ওরা।

সকালের সহনীয় রোদে ঝিমাচ্ছে শহর। অ্যাযটেক সেলুনের সামনের জীর্ণ বোর্ডওঅকে বসে অলস সময় পার করছে চার আদি নিবাসী। কোমাঞ্চিদের সঙ্গে যুদ্ধের স্মৃতি রোমন্থন করছে একজন, অন্যরা মনোযোগ দিয়ে শুনছে, কখনও কখনও উৎসাহ দিচ্ছে, অথবা নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলছে।

লিভারি স্টেবলের সামনের টুলে বসে ঝিমাতে ঝিমাতে তামাক চিবুচ্ছে বুড়ো পিট সয়ার, ইতোমধ্যে একটা স্বপ্নও দেখে ফেলেছে। বহু বছর ধরে হসল্যারগিরি করতে করতে ত্যক্ত হয়ে পড়েছে, এখন আর কাজটা উপভোগ করে না। নেহাত পেটের দায়ে, নইলে ছেড়ে দিত। বুড়ো বয়সে কাজ জুটানো বেশ কঠিন, জানা আছে পিটের। তা ছাড়া, অন্য যে-কোন পেশায় এরচেয়ে বেশি খাটতে হয়।

স্টোরে কাউন্টারের পিছনে দাঁড়িয়ে বহু পুরানো একটা পত্রিকা পড়ছে স্টোরকীপার জ্যাক ইয়ানেল। চশমাকে নীচে নামাতে নামাতে একেবারে নাকের ডগায় নিয়ে এসেছে। সেলুনের সামনে দাঁড়ানো একটা ঘোড়া মাছির অত্যাচারে অতিষ্ঠ, সমানে লেজ নেড়েও নাছোড়বান্দা মাছিকে তাড়াতে পারছে না।

সামান্য উষ্ণ কিন্তু সহনীয় ও স্বস্তিকর অ্যাযটেকের তাপমাত্রা, হয়তো সকাল বলেই আলসেমি-জাগানিয়া। চট করে ঝিমুনি চলে আসে।

রক্তলাল রঙা একটা বে ঘোড়ায় চড়েছে হাঙ্ক বার্নেট, মূল রাস্তা ধরে ধীর গতিতে এগিয়ে চলল শহরের বাণিজ্যিক অংশের দিকে, ওর ঠিক পিছনে শয়তান-মুখো সকোরো। চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে বার্নেট, কিন্তু শঙ্কিত হওয়ার মত কিছু চোখে পড়ছে না। সবকিছু খুব স্বাভাবিক দেখাচ্ছে, যার যার ধান্ধায় ব্যস্ত সবাই; আপাতদৃষ্টিতে ঘুমন্ত একটা শহর মনে হচ্ছে অ্যাযটেককে।

ব্যাঙ্কের হিচিং রেইলের সামনে স্যাডল থেকে নামল বার্নেট, চারপাশে একবার চকিত দৃষ্টি চালিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। এদিকে সকোরোও স্যাডল ত্যাগ করেছে, দুই ঘোড়ার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আছে সে, নিজের ঘোড়ার স্যাডল হর্ন জুত মত বসানোর ভান করছে, ওটা যেন কোনভাবেই বসাতে পারছে না। হাতের খুব কাছে রয়েছে রাইফেলটা, চাইলে মুহূর্তের ব্যবধানে তুলে নিতে পারবে।

স্যাণ্ডার্সকে সঙ্গে নিয়ে উল্টোদিক থেকে শহরে প্রবেশ করেছে মেহ্লার, ব্যাঙ্কের সামনে এসে ঘোড়া থামাল। সিগারেট ধরানোর ফাঁকে অভিজ্ঞ ও সতর্ক চোখে পুরো রাস্তায় শ্যেনদৃষ্টি চালাল সে। এদিকে নিবিষ্ট মনে তামাক চিবুচ্ছে স্যাণ্ডার্স, ঠায় বসে আছে স্যাডলে। গাট্টাগোট্টা দেহ তার, আঁটসাঁট জিন্সের নীচে সুঠাম পেশি কিলবিল করছে।

এদিকে ব্যাঙ্কের পিছনে পৌঁছে গেছে জেথ ব্রেসলিন, দালানের

কোণে এসে থামল। তার হাতে একটা হেনরি রাইফেল। সকোরো আর ব্রেসলিন মিলে, দু'জন দু'দিকে, অনায়াসে পুরো রাস্তা কাভার করতে পারবে।

গতরাতের মারের ধকল ও চিহ্ন রয়ে গেছে বার্নেটের মুখে। কালসিটে দাগ, ফোলা এবং একাধিক ক্ষত মিলে কুৎসিত হয়ে গেছে মুখ। আস্তে করে মেহ্লারের উদ্দেশে ইশারা করল সে। স্যাণ্ডার্স ওদের অনুসরণ করল।

ভিতরে ভিতরে খুবই উদ্বিগ্ন বোধ করছে ম্যাথু মেহ্লার, কিন্তু চেপে রেখেছে ব্যাপারটা। সারাক্ষণ মন কু গাইছে ওর। বার্নেটের অবস্থা দেখে মোটেই ভাল লাগছে না; না নিশ্চিন্ত হতে পারছে, না নির্ভয় লাগছে। বরাবর আগ্রাসী বার্নেট, সামান্য চুন থেকে পান খসলে খেপে যায়, অথচ আজ তেমন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। থমথমে হয়ে আছে মুখ। এটা খারাপ লক্ষণ। ঝড়ের পূর্বাভাস। মেহ্লারের আশঙ্কা–যে-কোন সময়ে হঠাৎ বিস্ফোরিত হবে বার্নেট, মেজাজ হারিয়ে যাচ্ছেতাই কাণ্ড ঘটিয়ে বসতে পারে। অচেনা লোকটার হাতে বেদম মার খেয়ে ওর ভিতরে আগুন জ্বলে উঠেছে, সেটা অগ্ন্যুৎপাতের মত বিস্ফোরিত হওয়ার অপেক্ষায় আছে।

গটগট করে ব্যাঙ্কের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ল হাঙ্ক বার্নেট, সরাসরি প্রেসিডেন্টের কামরার দিকে এগোল। এদিকে এক জানালার কাছে চলে গেল ম্যাথু মেহ্লার, অন্য জানালায় স্যাণ্ডার্স। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল ব্যাঙ্কের এক স্টাফ, বাহু ধরে আচমকা তাকে ঘুরিয়ে দিল মেহ্লার, তারপর কোল্টের বাঁট নির্দয়ভাবে তার চাঁদির উপর নামিয়ে আনল। জ্ঞান হারিয়ে হুড়মুড় করে মেঝেয় পড়ে গেল লোকটা।

'ঝটপট থলেয় ভরে ফেলো সব!' পিস্তল নাচিয়ে ক্যাশিয়ারকে নির্দেশ দিল মেহ্লার।

মুখ তুলে তাকাল লোকটা। মুহূর্ত কয়েক বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল, যেন বুঝতে পারছে না কী বলা হয়েছে তাকে।

মেহ্লার এক পা এগোতে ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখ, ঢোক গিলে দ্রুত হাতে একটা থলে তুলে নিল।

ততক্ষণে প্রেসিডেন্টকে তার কামরা থেকে বের করে এনেছে হাঙ্ক বার্নেট। তিন স্টাফকে মাথার উপর দু'হাত তুলে খোলা জায়গায় এনে দাঁড় করানো হলো, অন্যজন মেঝেয় শুয়ে পড়ল।

ব্যস, নিশ্চিন্তে কাজ শুরু করল দুর্বৃত্তরা। ঝটপট থলেয় টাকা ঢোকাচ্ছে।

ব্যাঙ্কের উল্টোদিকে, সেলুন থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এল মিলো টেলন। ত্রিশ পেরিয়েছে সে। ঘটে বুদ্ধি যতটা আছে, তারচেয়ে বুকে সাহসই বেশি। ব্যাঙ্কের দিকে দৃষ্টি পড়তে খটকা লাগল ওর। বেশ কয়েকটা ঘোড়া ব্যাঙ্কের সামনে, আর দু'জন কর্কশ চেহারার লোক রাইফেল হাতে রাস্তার দু'দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। কী ঘটছে বোঝার মত ন্যূনতম বুদ্ধিটুকু আছে মিলোর। টেক্সাস স্টাইলের বিকট চিৎকার করে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল ও।

সবার আগে জেথ ব্রেসলিন সক্রিয় হলো, রাইফেল ঘুরিয়ে গুলি করল টেলনের উদ্দেশে। একটু তাড়াহুড়ো করে ফেলেছে সে; ফলে একটু উপরে লাগল গুলিটা–মিলোর ডান কাঁধে বিঁধল। অজান্তে ডান হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তলটা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হলো সে, অসামান্য দৃঢ়তায় বাম হাতে পড়ন্ত পিস্তলটা লুফে নিয়ে ব্রেসলিনের উদ্দেশে ঝটপট একটা গুলি পাঠিয়ে দিল। নিশানা ছাড়াই গুলি করেছে, কিন্তু ভাগ্যদেবী পক্ষে ছিল বলে টার্গেট ভেদ করল ওটা। ব্রেসলিনের পাঁজরের হাড় বিদীর্ণ করে ফুসফুসে ঢুকে গেল তপ্ত সীসা। হাত থেকে রাইফেল ফেলে দিল দুর্বৃত্ত।

ইতোমধ্যে দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয়েছে তিন বুড়ো। যুবক বয়সে কোমাঞ্চিদের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে লড়ে উতরে গেছে এরা। বোর্ডওঅকের নীচে অবস্থান নিয়েছে একজন, ওঅটরট্রাফের

আড়ালে লুকিয়েছে অন্যজন। তৃতীয়জন সেলুনের উদ্দেশে দৌড় দিল। উত্তেজিত নার্ভকে সুস্থির করার উদ্দেশে একটা ড্রিঙ্ক পান করতে চেয়েছিল সে, ফিরে এসে লড়বে, কিন্তু তৃষ্ণা নিয়ে মরা কপালে ছিল বুড়োর। সকোরোর রাইফেলের গুলি তাকে ভূপতিত করল, সেলুনের পোর্চের উপর লুটিয়ে পড়ল।

একটু আগেও ঝিমুচ্ছিল অ্যাযটেক ক্রসিং, কিন্তু এখন মুহুর্মুহু গুলির শব্দে মুখরিত হয়ে উঠেছে। তপ্ত সীসা দিগ্বিদিক ছুটে যাচ্ছে, কে কার গুলির টার্গেট কেউই সঠিক জানে না।

দুর্বৃত্তদের সমস্ত আক্রোশের বলি হয়েছে মিলো টেলন। অন্তত আধ-ডজন গুলি ঢুকেছে তার দেহে, কিন্তু বিস্ময়কর হলেও এখনও দাঁড়িয়ে আছে সে; মোটেই ভড়কে যায়নি, বরং বাম হাতে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে একের পর এক। মরিয়া চেষ্টায় উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল জেথ ব্রেসলিন, কিন্তু মিলোর দৃষ্টি ফাঁকি দিতে পারেনি; এবারের বুলেটে তাকে পরপারে পাঠিয়ে দিল মিলো। এবারের বুলেট মাথায় বিঁধেছে।

অস্থির হয়ে পড়েছে দুর্বৃত্তদের ঘোড়াগুলো। একটা বেসামাল হয়ে ছুট দিল রাস্তা বরাবর। একই সময়ে সশব্দে ব্যাঙ্কের দরজা খুলে বেরিয়ে এল তিন দুর্বৃত্ত, সমানে গুলি করছে।

তিনজনের গুলির বেশিরভাগ বিদ্ধ হলো মিলোর দেহে। ভারী শব্দে ক্ষতবিক্ষত রাস্তায় আছড়ে পড়ল সে, ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া রক্ত বোর্ডওঅকে ধূসর মানচিত্র তৈরি করেছে। লিভারি স্টেবলের ভিতর থেকে গর্জে উঠল একটা রাইফেল, স্টোরের জানালা থেকে তপ্ত সীসা ছোটাল আরেকটা। সেলুনের ভিতর থেকে একের পর এক গুলি করছে তিনজন।

প্রথম গুলিটা করার পর উঠে দাঁড়িয়েছিল বুড়ো পিট, সামনে এগিয়ে জুতমত অবস্থান নিল দরজার পাশে। মুখের আধ-চিবানো তামাক উত্তেজনার বশে গিলে ফেলল সে, কোমরের হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে নিশানা করল, তারপর ট্রিগার টেনে দিল।

গুলিটা আঘাত করল ম্যাথু মেহ্‌লারকে।

যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল, তেমনি আচমকা থেকে গেল গোলাগুলি। পাঁচ দুর্বৃত্ত শহরে ঢুকেছিল, চারজন ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল। এদের মধ্যে দু'জন আহত হয়েছে।

পাঁচ আউটল চলে যাওয়ার পর আসলে কী ঘটেছে জানতে পারল অ্যাযটেকবাসী। ব্যাঙ্ক থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল কেরানি। কপাল ভাল ছিল তার, জানে বেঁচে গেছে। কাউণ্টার ছেড়ে পানি খেতে ঘরের কোণে চলে গিয়েছিল সে, তখনই প্রেসিডেণ্টকে তার কামরা থেকে বের করে এনেছিল বার্নেট।

পরের ঘটনা খুবই করুণ। মাথায় পিস্তলের বাঁটের আঘাতে ব্যাঙ্কারকে অজ্ঞান করে ফেলে বার্নেট, তারপর আরও তিনজনকে সামনে নিয়ে আসে। কী মনে করে মেঝেয় শুয়ে পড়েছিল সে, তাতেই প্রাণে বেঁচে গেছে; কারণ ব্যাঙ্ক থেকে বেরোনোর আগে প্রেসিডেণ্ট আর বাকি তিনজনকে নিষ্ঠুরভাবে গুলি করে মেরে ফেলেছে বার্নেট। ভয়ঙ্কর ঘটনাটা নিজের চোখে দেখেও চুপ করে ছিল সে। অপরাধবোধ জাগলেও তাতে নিজে প্রাণে বেঁচে যাওয়ায় একইসঙ্গে স্বস্তিও বোধ করছে সে।

পাঁচজন মানুষ খুন হয়েছে। অস্বাভাবিক এবং চরম বিস্ময়ের ব্যাপার হলেও, শরীরে নয়টা বুলেটের জখম নিয়েও এখন পর্যন্ত বেঁচে আছে মিলো টেলন।

শহর থেকে বেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পশ্চিম দিকে ঘোড়া ছুটিয়েছে চার দুর্বৃত্ত। ম্যাথু মেহ্‌লারের ঊরুতে মাংস ভেদ করে বেরিয়ে গেছে গুলি; সকোরোর কাঁধে আঁচড় কেটে চলে গেছে একটা বুলেট, রক্ত ঝরছে সামান্য। এ ছাড়া আর কারও কিছু হয়নি।

মিশন সফল হলেও বিষিয়ে আছে ওদের মন, এদের মধ্যে তিনজন রীতিমত উদ্বেগ বোধ করছে। হাঙ্ক বার্নেটকে বহুদিন ধরে চেনে ওরা, কিন্তু ব্যাঙ্কের ভিতরে দেখা একটু আগের বার্নেট ওদের নেহাত অচেনা। সাক্ষাৎ এক শয়তান যেন! এমন নিষ্ঠুর,

বেপরোয়া ও হিংস্র মানুষ সারা জীবনেও দেখেনি ওরা। প্রত্যেকে জীবনে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু দেখেছে; মানুষ খুন করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে, কিন্তু বার্নেটের হাতে চারজন নিরীহ মানুষের মৃত্যু পুরোপুরি ঠাণ্ডা মাথায় খুন। এমন অহেতুক, গর্হিত এবং কাপুরুষোচিত কাজ ওরা কেউ কল্পনাও করে না। কোন প্রয়োজন ছিল না এর।

ঘটনাটা ওদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে; কারণ পশ্চিমে ব্যাঙ্ক লুটের ঘটনা হামেশা ঘটে বলে মানুষ কখনও কখনও তেমন গুরুত্ব দেয় না, দোষী ব্যক্তিদের ধরার জন্য হয়তো খানিকটা তোড়জোড় করে, এবং ব্যর্থ হলে শেষপর্যন্ত ভুলে যায়। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় খুন কখনোই বরদাশত করে না।

টানা ছুটে চলল ওরা। অপেক্ষাকৃত রুক্ষ জমি পাড়ি দিতে উত্তরে দিক বদলাল; যেহেতু ট্র্যাক পড়বে কম, ওদের পিছু নেওয়া সহজ হবে না। ঘণ্টাখানেক পর আবার পশ্চিমে এগোল। হোয়াইট ক্যানিয়নের লাগোয়া এক ক্রসিঙের উদ্দেশে ছুটছে।

প্রতিটা ঘোড়া তেজী, দমও বেশ। দ্রুত পথ পাড়ি দিচ্ছে। অ্যাযটেকবাসী সহসাই ধাওয়া করবে বলে মনে হয় না। পাসি গঠন করতে সময় লাগবে। ওই সময়টুকুতে যতটা সম্ভব এগিয়ে যেতে চায় ওরা।

রিও গ্র্যাণ্ড নদী পেরিয়ে পাজারিটো ক্যানিয়নের দিকে ছুটল চার দুর্বৃত্ত। মেজাজ খারাপ প্রত্যেকের, বিশেষ করে আহতদের। ঘণ্টাখানেক পর ভ্যালে ডি লস পসোস পেরিয়ে রিয়ো পুয়ের্কোর দিকে ছুটল ওদের ঘোড়া।

শহর ছাড়ার পর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত টুঁ শব্দ করেনি কেউ। টানা ছুটতে থাকায় বিস্তর রক্ত হারিয়েছে ম্যাথু মেহ্লার, ক্রমে নির্জীব হয়ে যাচ্ছে। ঘোড়ার প্রতিটি পদক্ষেপে তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে দেহে।

লোনা ঘাম গড়িয়ে পড়ে ক্ষতে লাগছে বলে জখমটা মারাত্মক

জ্বালাপোড়া করছে সকোরোর, মেজাজ চড়ে আছে ওর।

এগিয়ে চলল ওরা। মাথার উপর তপ্ত হল্কা ছড়াচ্ছে সূর্য, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করছে না কেউ। করার উপায়ও নেই। যত কষ্টই হোক, জানে দূরত্বই ওদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। আর কিছু নয়। শরীরের সঙ্গে লেপ্টে আছে ঘর্মাক্ত ও রক্তাক্ত শার্ট। আগের মত তেজের সঙ্গে ছুটতে পারছে না ঘোড়াগুলো, দমে ঘাটতি পড়ে গেছে। এতক্ষণে হয়তো ধাওয়া শুরু করেছে অ্যাযটেকবাসী, এবং সেক্ষেত্রে ওদের অনুসরণ করতে পারবে, কারণ ট্র্যাক মুছে ফেলার কোন চেষ্টা করেনি ওরা। সময়ও ছিল না।

আশঙ্কার কথা, ইণ্ডিয়ান ট্র্যাকার আছে অ্যাযটেকবাসীর মধ্যে, বুড়ো হলেও কেউ কেউ বিদ্যেটা ভুলে যায়নি।

ঝকঝকে নীল আকাশ। খণ্ড খণ্ড মেঘ আছে বটে, তবে খুবই সামান্য; রোদের তেজ এতটুকু কমাতে পারেনি। খরতাপে পুড়ছে জমিনের উপর প্রকৃতি। এক ফোঁটা বাতাস নেই, স্থির হয়ে আছে সবকিছু। গরমে নাভিশ্বাস ওঠার দশা। কোথাও কিছু নড়ছে না, এমনকী সেযঝোপের শাখাও তিরতির করে কাঁপছে না।

তীব্র গরমে শুধু বিলি স্যাণ্ডার্সকে কাতর মনে হলো না, মাঝে মধ্যে পাশ ফিরে হাঙ্ক বার্নেটের থমথমে মুখটা দেখছে। একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ও–উঁহুঁ, আর নয়, এবারই শেষ। হাতে টাকা পেয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে নিজের পথে চলে যাবে। এমন ভয়াবহ ঝুঁকির মধ্যে বাস করা চলে না। *চলন্ত ইবলিশে* পরিণত হয়েছে বার্নেট। নিজেও মরবে, ওদেরও মারবে।

অ্যালকালি বেসিন পাড়ি দিচ্ছে ওরা। ঘোড়ার খুরের ঘায়ে ওঠা ক্ষার ও ধুলো মেঘ তৈরি করেছে চারপাশে, ইতোমধ্যে সাদা আস্তর পড়ে গেছে কাপড় এবং শরীরের উপর। ক্লান্তিহীনভাবে গালাগাল করে চলেছে সকোরো, আর অভিব্যক্তিহীন দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে মেহ্লার। ব্যথায় জর্জরিত ওর সারা শরীর, ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে, তেষ্টায় ফেটে গেছে ঠোঁট।

সবার আগে এগিয়ে চলেছে হাঙ্ক বার্নেট। কী এক ঘোরের মধ্যে রয়েছে সে–কোন দিকে তাকাচ্ছে না, কোন কিছুর পরোয়া বা গ্রাহ্য করছে না।

ক্লান্ত ভঙ্গিতে সামনের ট্রেইলে দৃষ্টি চালাল স্যাণ্ডার্স, রোদের তেজ এত বেশি যে দৃষ্টি মেলে তাকানো যাচ্ছে না। মাটির উপর জমে থাকা সাদা ক্ষার আলো প্রতিফলিত করছে। সব মিলিয়ে, এত তীব্র, উজ্জ্বল ও অসহ্য সূর্যের আলোর মধ্যে পড়েনি কখনও; চোখের জন্য রীতিমত পীড়াদায়ক।

সহজাত প্রবৃত্তি বশত ঘোড়া ছোটাচ্ছে হাঙ্ক বার্নেট, নিচু জমি ও আড়াল ব্যবহার করছে পথ চলার সময়, এবং শক্ত মাটি ব্যবহার করছে। এসবের উপর নির্ভর করছে জীবন-মৃত্যু।

এই দুর্ভোগ আর কষ্ট যেন শেষ হবে না, একসময় সমস্ত অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেল ওদের, কোন কিছু গ্রাহ্য করার ঊর্ধ্বে চলে গেল সবাই। নারকীয় দিনটা শেষে যখন সন্ধ্যা নামল, দুনিয়া জুড়ে ছায়া ও শীতলতা ছড়িয়ে পড়ল, কারও কাছে উপভোগ্য মনে হলো না। পথচলার দুর্ভোগ বা ক্লান্তিতে পর্যুদস্ত সবাই; শেষপর্যন্ত থামতে পারায় স্রেফ স্বস্তি বোধ করছে, আর কিছু নয়।

রিয়ো পুয়ের্কোর সরু প্রবাহের তীরে থামল ওরা। আড়ষ্ট দেহে স্যাডল ছাড়ল। সারা শরীরে তীব্র ব্যথা, এমনকী হাঁটতেও কষ্ট লাগছে। টানা রাইডিঙের ধকল। চিন্তিত দৃষ্টিতে টাকার থলে দুটো দেখল স্যাণ্ডার্স, ভাগাভাগি করা গেলে এখনই চলে যেত সে। বার্নেটের উপর মন বিষিয়ে গেছে। এমন নয় যে ব্যাঙ্কের ভিতর দেখানো হিংস্রতাই শেষ, বরং স্যাণ্ডার্সের ধারণা বার্নেটের ভেল্কি দেখানোর আরও বাকি আছে। তাই এখানে থাকা রীতিমত বিপজ্জনক। শয়তান ভর করেছে ওর ঘাড়ে, আনমনে ভাবল স্যাণ্ডার্স, ওর ধারে-কাছে এখন না-থাকাই মঙ্গল!

একে একে শুয়ে পড়ল সবাই। খাওয়ার যোগাড় করা দরকার, কিন্তু কারও গায়ে তেমন শক্তি নেই, অন্তত কিছুক্ষণ বিশ্রাম

নেওয়ার আগে নড়াচড়া করতে রাজি নয় কেউ।

নদী থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এল স্যাণ্ডার্স, সারা শরীরে পানি ঢালল। কিছুটা হলেও সুস্থির বোধ করছে সে। ক্যাম্পে ফিরে দেখল গুম মেরে বসে আছে বার্নেট, কোন দিকে মনোযোগ নেই।

ঘণ্টাখানেক পর ওদের মনে হলো শরীরে কিছুটা হলেও যেন প্রাণশক্তি ফিরে এসেছে। স্বাভাবিকভাবে ক্ষুধা আর অন্যান্য সব অনুভূতি এবার প্রকট হলো। জ্বলজ্বলে, লোভী দৃষ্টিতে থলে দুটোর দিকে মাঝে মধ্যে তাকাচ্ছে সকোরো।

কার্যত একে অন্যকে পাহারায় রাখছে ওরা। আবছা অন্ধকারে কেউ নড়াচড়া করলেই অন্যরা সচেতন হয়ে উঠছে।

তারাজ্বলা আকাশের পটভূমিতে, ওদের ডান দিকে, দাঁড়িয়ে আছে স্যান পেদ্রো পর্বতমালার গাঢ়, জমকাল অবয়ব।

রান্নার আয়োজন করেছে স্যাণ্ডার্স। কথাবার্তা বলছে না কেউ। এমন ভুতুড়ে ক্যাম্প এর আগে ওরা করেছে কি-না মনে করতে পারল না কেউ। অ্যাযটেক সিটি ব্যাঙ্কে হাঙ্ক বার্নেটের ব্যাখ্যাহীন হিংস্রতা আর মারমুখী আচরণের সঙ্গে জেথ ব্রেসলিনের মৃত্যু অভিযানে সাফল্যের আনন্দ মাটি করে দিয়েছে। সকোরো বা মেহ্লারের জখম কোন ব্যাপার নয়, কারণ অমন ঘটনা ঘটতেই পারে। ওদের আঘাত গুরুতর কিছু নয়।

নিজেই নিজের ক্ষতের পরিচর্যা করল মেহ্লার। সকোরোও তাই করেছে। শুধু একজনের মধ্যে স্বাভাবিক চাঞ্চল্য নেই–হাঙ্ক বার্নেট। থমথমে মুখে আগুনের আভার দিকে তাকিয়ে আছে সে, কোন দিকে দৃষ্টি সরাচ্ছে না। চোখে নিষ্প্রাণ চাহনি।

'কালকের মধ্যে র‍্যাঞ্চে ফিরে যেতে পারব না আমরা?' হঠাৎ জানতে চাইল সকোরো।

'উঁহুঁ, সম্ভাবনা কম,' জবাব দিল মেহ্লার।

'সেক্ষেত্রে, টাকা-পয়সা এখন ভাগ করে নেওয়াই ভাল,' প্রস্তাব করল সকোরো।

স্যাণ্ডার্সের ইচ্ছেও তাই, কিন্তু মুখে স্বীকার করতে নারাজ। বিশেষ করে বার্নেটের যখন এমন মেজাজ। আড়চোখে নেতাকে দেখল। অন্যরাও জবাবের অপেক্ষায় আছে, চাইছে হাঙ্ক নিজের মতামত জানাবে। কিন্তু কিছুই বলল না সে।

কারও মধ্যে এমন খুনে মেজাজ স্যাণ্ডার্সের অপরিচিত নয়। এর শেষ পরিণতিও জানা আছে ওর। একটাই–মৃত্যু। একের পর এক খুন করতে থাকে, এবং শেষপর্যন্ত নিজেই খুন হয়ে যায়। এর মধ্যে নিজেকে জড়াতে চায় না স্যাণ্ডার্স, বরং এতদিন না চাইলেও এ-মুহূর্তে হাঙ্ক বার্নেট নামক খুনে যন্ত্রটার কাছ থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। তবে খালি হাতে যেতে নারাজ, প্রাপ্য বখরা নিয়েই যাবে। যে জন্য এত কষ্ট, তা না নিয়ে যাবে কেন?

বার্নেটের মর্জির বিরুদ্ধে যাওয়া যাবে না, বুঝে গেল সবাই, এবং টাকা ভাগাভাগির ব্যাপারটা আপাতত হজম করে ফেলল। সামান্য খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা। মড়ার মত ঘুমাল প্রত্যেকে।

ভোরে আবার যাত্রা করল। সূর্য যখন পুবাকাশ রাঙাচ্ছে, তখন স্যাডলে চার দুর্বৃত্তের প্রায় আধ-ঘণ্টা কেটে গেছে। ক্যাপুলিন ক্রীকের দিকে এগোচ্ছে ওরা, দক্ষিণে স্যান পেদ্রো আর উত্তরে মেসা প্রিয়েটার দৈত্যাকার কাঠামো। বোঝার উপায় নেই কেউ ওদের অনুসরণ বা ধাওয়া করছে কি-না। ম্যাথু মেহ্লারের বদ্ধমূল ধারণা অ্যাযটেকবাসী এখন ওদের ট্রেইলে আছে, স্যাণ্ডার্সও এ-ব্যাপারে একমত। চলার মধ্যে দু'জনেই যখন পিছিয়ে পড়ল, পরস্পরকে আশঙ্কার কথা জানাল ওরা।

সন্ধ্যার পর একটা ঝর্নার কাছে স্যাডল ছাড়ল ওরা। 'না-থেমে উপায় নেই,' ত্যক্ত স্বরে বলল মেহ্লার। 'আমার বাহু প্রচণ্ড জ্বালাচ্ছে!'

ঝট করে মেহ্লারের দিকে ফিরল বার্নেট, চোখে বিরক্তি ও অসন্তোষ। 'হয়েছে কী তোমার?' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'বুড়ি মেয়েমানুষ হয়ে গেলে নাকি?'

রাগে ও অপমানে ফ্যাকাসে হয়ে গেল মেহ্‌লারের মুখ। স্থির দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা কিছুক্ষণ। টানটান উত্তেজনা ক্যাম্পে।

'হ্যাঁ, পিস্তলটা বের করো! খায়েশ হয়েছে যখন!' উস্কানির সুরে বলল বার্নেট।

এক পা পিছিয়ে গেল স্যাণ্ডার্স, সতর্ক চাহনি ফুটেছে চোখে। ডুয়েল লড়ার মত অবস্থায় নেই মেহ্‌লার, কোনমতেই নয়। টানা রাইডিঙের অবসাদ, রক্তক্ষরণের দুর্বলতা আর বিরূপ পরিস্থিতির শিকার সে-নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে।

'হয়েছে কী, ম্যাথু? ভয়ে সিঁটকে গেছ? ব্যাটা হাঁদা কাপুরুষ!' গাল বকল বার্নেট।

এবার আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না ম্যাথু মেহ্‌লার। ঝলসে উঠল তার হাত, বিদ্যুৎ গতিতে খামচে ধরল হোলস্টার। পিস্তল উঠে এল হাতে, কিন্তু দেখল অসামান্য ক্ষিপ্রতায় আগেই ড্র করেছে বার্নেট, ওর পেট বরাবর উঠে আসছে পিস্তলের নল; এবং কমলা আগুন ওগরাল। গর্জে উঠল ওর নিজেরটাও। বিশাল পর্বতশৃঙ্গের গায়ে প্রতিধ্বনি তুলল পিস্তলের গর্জন।

লুটিয়ে পড়ল ম্যাথু মেহ্‌লার। হৃৎপিণ্ড ভেদ করে গেছে গুলি।

ম্যাথু মেহ্‌লারের মৃত্যু অসতর্ক মুহূর্তের আবেগের শিকার বা পরিণতি নয়, বরং হাঙ্ক বার্নেট নামের উন্মত্ত খুনীর চরম বিকৃতির প্রত্যক্ষ ফল।

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে বার্নেটের দিকে তাকিয়ে আছে বাকি দুই দুর্বৃত্ত। জিভ চালিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল সকোরো, আর ঠায় দাঁড়িয়ে আছে স্যাণ্ডার্স-চাহনিতে বিস্ময়ঃ এমন ক্ষিপ্র ড্র দেখেনি আগে!

অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্র!

মানুষ না শয়তান হাঙ্ক বার্নেট? মেহ্‌লারকে পিস্তলে চালু বলে জানত, অ্যাকশনেও দেখেছে বহুবার। সেরাদের মধ্যে সেরা বলত

সবাই। সেই মেহ্‌লার কি-না পাত্তাই পায়নি বার্নেটের কাছে!

দৃষ্টি দিয়ে সকোরোকে বিদ্ধ করল বার্নেট, তারপর স্যাণ্ডার্সকে খুঁজল। সমীহ, শুভেচ্ছা বা সাধুবাদ আশা করছে না সে, বরং চাইছে কেউ বিরোধিতা করলে এখনই তা প্রকাশ করুক, ফয়সালা হয়ে যাবে।

স্যাণ্ডার্স তখন অন্ধকারে মিশে গেছে। তাকে গুলি করতে হলে নিশ্চিত হয়ে গুলি করা সম্ভব হবে না, স্রেফ জুয়া খেলতে হবে।

'তো, কারও কিছু বলার আছে তোমাদের?' চ্যালেঞ্জের সুরে জিজ্ঞেস করল বার্নেট।

পাঁচ সেকেণ্ডের মত অপেক্ষা করল সে, কিন্তু দু'জনের কেউ টুঁ শব্দ করল না। শেষে ঘুরে দাঁড়াল বিশালদেহী ব্লু হিল র‍্যামরড, ঘোষণা করল নিজের সিদ্ধান্ত: 'অযথা নষ্ট করার মত সময় নেই আমাদের হাতে। খেয়ে-দেয়েই রওনা দিচ্ছি আমরা।'

দশ

তিন দিন আগের ঘটনা।

তেরো বছর আগের এক খুনের প্রমাণ খুঁজতে বেরিয়েছে বিল হিকক। প্রিসিলার অস্পষ্ট স্মৃতি অনুযায়ী ব্লু হিল র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে ওয়্যাগনে যাত্রা করেছিল আইক রবেক, পথে ঘটে গেছে করুণ ঘটনাটা; এ থেকে সূত্র পেয়েছে হিকক। আর এলাকা সম্পর্কে ওর ধারণার সমন্বয় ঘটিয়ে সম্ভাব্য একটা জায়গা নির্ধারণ করেছে যেখানে খুন সংঘটিত হয়ে থাকতে পারে। সান্তা ফে থেকে ব্লু হিল র‍্যাঞ্চে আসার সহজ ট্রেইল ওটা, যেটা ধরে এসে থাকবে আইক

রবেক।

সে-অনুযায়ী এগিয়ে চলেছে হিকক। সকাল নাগাদ ক্যানিয়ন লারগো পেরিয়ে আরও পশ্চিমে সরে এল। রোদে পিঠ তাতাচ্ছে এখন।

যে-রাতে ঘুম থেকে উঠে বাবাকে পাশে দেখতে পায়নি প্রিসিলা, পরদিন ওকে বলা হয়েছিল বাবা আগে এগিয়ে গেছে; এবং সত্যিই পরদিন ব্লু হিল র‍্যাঞ্চে পৌঁছে গিয়েছিল। তারমানে শেষ ক্যাম্প আর খুনের জায়গাটা র‍্যাঞ্চ থেকে বেশি দূরে নয়। আরও পুব দিকে ষাট মাইলও যেতে হতে পারে, তবে হিকক আশা করছে অতটা কষ্ট ওকে নাও করতে হতে পারে।

ট্রেইলটা ওয়্যাগন চলাচলের উপযুক্ত, তাই আশা করা যায় সামনে কোথাও হয়তো উদ্দিষ্ট জায়গাটা পড়বে, যেখান থেকে আইক রবেক, প্রিসিলা আর পোক রলেস র‍্যাঞ্চের পথ ধরেছিল।

স্যাডলে রাইড করছে বলে যে-কোন ওয়্যাগনের চেয়ে ওর গতি বেশি। চলার পথে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে ও, রবেকদের ফেলে যাওয়া চিহ্ন খুঁজে পাওয়ার আশা করছে না, তাই অমন কিছুর খোঁজও করছে না, বরং আশপাশে জমির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে–গভীর অ্যারোয়ো বা খাদ আছে কি-না খেয়াল করছে। নিজেকে চিন্তা করছে রবেকদের জায়গায়–ভারী মালামাল নিয়ে ওয়্যাগনে বন্ধুর পথ পাড়ি দেওয়ার সময় নানা সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে ভাবতে হয়েছে তাদের।

দুপুর নাগাদ একটা ওঅটরহোলের পাশে থামল হিকক। পাহাড় থেকে খসে পড়া ঝর্না নিচু জমিতে ওঅটরহোল তৈরি করেছে। চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল ও, গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের বৃদ্ধি দেখে বোঝা যায় গত কয়েক বছরে এখানে কোন পরিবর্তন হয়নি, ওঅটরহোলের গতিপথেরও বদল হয়নি।

স্যাডল ছেড়ে বাকস্কিনকে ঝর্নার লাগোয়া ঘাসের গালিচায় ছেড়ে দিল হিকক, হেঁটে চারপাশ রেকি করল। মিনিট বিশ দেখার

পরও কিছু আবিষ্কার করতে পারল না, অগত্যা স্যাডলে চড়ল আবার। পরিকল্পনা করল অ্যাঞ্জেল পীক পেরিয়ে উত্তরে যেতে হবে। কয়েক গজ এগোনোর পর জিনিসটা চোখে পড়ল।

লারগো ক্যানিয়নের পাথুরে দেয়ালে একটা ড্রয়িং! বাচ্চা মেয়ের প্রতিকৃতি।

কাঁচা হাতের কাজ। মাটি থেকে তিন ফুট উঁচুতে। দেখে বোঝা যায় কোন বাচ্চার কাজ। ইণ্ডিয়ানদের কাজ? আনমনে ভাবল হিকক। চিন্তাটা সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল। উঁহুঁ, জীবনে দেখা দূরে থাক, কখনও শোনেওনি যে এমন ছবি আঁকে ইণ্ডিয়ানরা!

নাক বরাবর এগোল ও, গতি কমিয়ে দিয়েছে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে ক্যানিয়নের দেয়াল আর বালিময় জমিতে। এখন পর্যন্ত যদিও কোন ক্যাম্প খুঁজে পায়নি। দেয়ালে আঁকা ওই ছবির কথা প্রিসিলা ওকে না-বললেও হিকক এতক্ষণে মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেছে সঠিক পথে এগোচ্ছে, অর্থাৎ রবেকদের ট্রেইল ধরে চলছে।

পরদিন সকালে র‍্যাঞ্চ থেকে মাত্র দশ মাইল দূরে থিভিং রকের পুব অংশে ঘোড়া থামাল ও, বাকস্কিনকে পানি খাইয়ে নিজে বিশ্রাম নিল। চারপাশে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে মিনিট কয়েক পর হঠাৎ আধপোড়া একটা ওয়্যাগনের চাকা এবং কয়েকটা বোল্ট দেখতে পেল।

পাহাড়ী চাতালের নীচে, ঝোপঝাড়ের কারণে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে, বেশ পুরানো ক্যাম্পের আগুনের অবশেষ চোখে পড়ল। কয়েকটা বড়সড় পাথর একত্র করে আগুন জ্বালানো হয়েছিল। বড়সড় আগুন। উত্তাপে কালচে রঙ পেয়েছে পাথর। এগিয়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ল হিকক, তারপর মাটি খুঁড়তে শুরু করল। দেখা যাক, কী পাওয়া যায়!

একেবারে তলার দিকে, পানি বা বাতাসের কারণে বহু বছরে খানিকটা খাঁজ তৈরি হয়েছে বড়সড় পাথরে। বালিময় মাটির নীচে

চাপা পড়েছে বেশিরভাগ অংশ। তবে হিককের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঠিকই ধরা পড়ল এক অংশে বালি ছাড়াও অন্য কিছু আছে। বড় একটা কাঠি দিয়ে পাথরে চাড় দিল ও, কয়েকবারের চেষ্টায় ওটাকে তুলে আনতে সক্ষম হলো। ঠিক নীচে, বড়সড় লোহার বাক্স!

ঝুঁকে পড়ে বাক্সের কোণ চেপে ধরল হিকক, তারপর পাশের আলগা মাটি সরিয়ে দিল যতটা সম্ভব, শেষে বাক্স ধরে টান দিল। সময়ের কারণে মরচে ধরে গেছে, এতটাই যে কয়েক জায়গায় ক্ষয়ে গেছে। প্রমাণ সাইজের পাথর দিয়ে তালায় আঘাত করল।

দ্বিতীয় আঘাতে ভেঙে গেল তালা। ভিতরে কালচে হয়ে যাওয়া কিছু রূপার মুদ্রা আর বিস্তর কাগজপত্র দেখতে পেল। সতর্কতার সঙ্গে কাগজগুলো তুলে নিল হিকক। প্রিসিলার জন্মের সার্টিফিকেট প্রথমটা! দুটো ডীড রয়েছে। একটা ব্লু হিল র‍্যাঞ্চের আসল কাগজ, যেটার মাধ্যমে মালিক হয়েছিল আইক রবেক; আর অন্যটার মাধ্যমে প্রিসিলাকে মালিকানা প্রদান করে গেছে সে।

ঠায় বসে থেকে কিছুক্ষণ ভাবল হিকক, সুদূর অতীতে–তেরো বছর আগে ফিরে গেছে মন। বোঝার চেষ্টা করল আদপে কী ঘটেছিল। শেষে, মোটামুটি একটা উপসংহারে পৌঁছল: পোক রলেসের অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে বোধহয় সন্দিহান হয়ে পড়েছিল রবেক, তাই প্রতিদিন লোহার বাক্সটা লুকিয়ে রাখত–যেখানেই ক্যাম্প করেছে, তার ধারে-কাছে লুকিয়ে রেখেছে, চায়নি কোন অবস্থাতে এটা রলেস বা অন্য কারও হাতে পড়ুক, বিশেষ করে যদি অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটে যায়!

মানুষটা নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি, কিন্তু ঠিকই র‍্যাঞ্চের মালিকানা সম্পর্কে নিশ্চিত করে যেতে পেরেছে। লোহার বাক্স বা ডীড খুঁজে পায়নি রলেস, তাই ওটা ধ্বংস করারও সুযোগ পায়নি। কার্যত, ব্লু হিল র‍্যাঞ্চের উপর প্রিসিলার বৈধ অধিকার বা

মালিকানার ব্যাপারে আর কোন বাধাই থাকল না, এমনকী চাইলে শঠ, ভুয়া পোক রলেসকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে পারবে মেয়েটা, কিংবা আইনের হাতে ধরিয়ে দিতে পারবে।

সেদিন বিকালেই পুরানো মরমন ট্রেইল ধরে ব্লু হিল বাথানে উপস্থিত হলো হিকক। করালের সামনে বসে একটা ব্রিডল মেরামত করছিল রাস্টি ওয়েব, খুরের শব্দে মুখ তুলে তাকাল। ওঅটরট্রাফের ফাটল জোড়া লাগাচ্ছিল রেস মেলিন, আর র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল প্রিসিলা, রাইডে যাবে বলে বেরিয়ে এসেছে নিজের কামরা থেকে। হিককের দেখে স্মিত হাসল ও, সেটা যতটা না স্বতঃস্ফূর্ত, তারচেয়ে বেশি বরং নার্ভাস হাসি।

'পোক রবেকের কাছে এসেছি আমি,' ভরাট গলায় জানতে চাইল হিকক। 'আছে সে?'

দোরগোড়ায় উপস্থিত হলো রলেস। দুটো পিস্তল ঝুলিয়েছে কোমরে, খেয়াল করল হিকক, তবে একটা পিস্তলের বাঁট বেশি চকচকে। স্থির দৃষ্টিতে ওকে দেখল কিছুক্ষণ, তারপর গম্ভীর মুখে ভিতরে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে নিজের কামরায় ঢুকে পড়ল ভুয়া র‍্যাঞ্চার।

পোর্চে উঠে এল হিকক, ক্ষণিকের জন্য থেমে চোখ বুজল। বাইরের উজ্জ্বল সূর্যালোক থেকে ভিতরের অপেক্ষাকৃত কম আলোয় ঢুকছে, স্বাভাবিকভাবে সবকিছু ঠিকমত দেখতে পাবে না; তাই আগে থেকে চোখকে সইয়ে নিয়ে যাওয়াই মঙ্গল।

ভিতরে ঢুকে চট করে পুরো কামরায় একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল ও। ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র এবং প্রতিটি দরজা-জানালার দূরত্বের সঠিক মাপ মগজে গেঁথে নিল। এই কামরা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে।

'আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলে?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল ও।

পুরু ভুরুর নীচের ধূসর চোখের তীক্ষ্ণ চাহনি দিয়ে হিককে বিদ্ধ করল পোক রলেস, নির্বিকার মুখ দেখে কিছু বোঝা গেল না। আসলে মনে মনে সামনে দাঁড়ানো মানুষটার ওজন বোঝার চেষ্টা করছে। 'তুমি হিকক?' শেষে জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ।'

'সেদিন হাঙ্ক বার্নেটকে আচ্ছামত ধোলাই দিয়েছ। তোমার কি ধারণা এটা সে সহজে মেনে নেবে বা সহ্য করবে?'

'ওর যেমন মর্জি, যেভাবে খুশি ভাবতে পারে।'

'এবার পিস্তল হাতে তোমার মুখোমুখি হবে ও। আর পিস্তলে ওর বিদ্যুতের গতি!'

নীরব থাকল হিকক, উত্তর দেওয়ার গরজ অনুভব করছে না। বুড়ো দুটো পিস্তল ঝুলিয়েছে এবং বাঁটগুলো সামনের দিকে। কেউ কেউ ওভাবেই ড্র করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

'শোডাউন ছাড়া ওকে এড়ানোর উপায় নেই, যদি না পালিয়ে যাও। কিন্তু তোমাকে দেখে পালিয়ে যাওয়ার মত লোক মনে হচ্ছে না। আমি চাই ওর মুখোমুখি দাঁড়াবে তুমি। যত আগে সেটা ঘটবে আমাদের সবার জন্য ততই মঙ্গল। দু'দিনের জন্য বাইরে গেছে ও, ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওর সামনে দাঁড়াবে।'

'কোথায় গেছে ও?'

'আমি কীভাবে জানব? আমাকে কি বলে যায়? আমি অবশ্য কেয়ারও করি না। যা খুশি করুক, যেখানে খুশি যাক। যা স্বভাব, কোন একদিন বেঘোরে মারা পড়বে। এটাই ওর নিয়তি। কিন্তু ওকে নিকেশ করতে হবে তোমার, কীভাবে করবে সেটা তোমার ব্যাপার। হাঙ্ক বার্নেট নামে কেউ দুনিয়ায় না থাকলেই হলো। পারিশ্রমিক হিসাবে পাঁচশো ডলার পাবে!'

ভুয়া ব্লু হিল মালিকের অভিব্যক্তিতে মনে হলো পাঁচশো ডলার বিস্তর টাকা। কিন্তু আদপে কি তাই? আনমনে ভাবছে হিকক। একজন মানুষের অমূল্য জীবনের দাম মাত্র পাঁচশো ডলার? এতে

কী স্বার্থ রলেসের?

'উঁহুঁ, তুমি বললেই ওর সামনে দাঁড়িয়ে যাব না আমি। আমার সুবিধামত, পরিস্থিতি যখন আমাকে ওর সামনে দাঁড় করাবে, তখন ওর মোকাবিলা করব। নিজ থেকে ওকে শিকার করতে যাব না।' পকেট থেকে তামাক আর কাগজ বের করে সিগারেট রোল করল হিকক, তারপর ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল। 'র‍্যাঞ্চটা বেশ! এটা গড়তে অনেক বছর লেগেছে, না?'

রলেসের মনে হলো ওর হৃৎপিণ্ড চেপে ধরেছে কেউ, জানে খবর হয়ে গেছে; তবে মুখে কিছুই প্রকাশ পেতে দিল না। পুরানো আশঙ্কাটা ঠিকই বাস্তবে রূপ নিতে যাচ্ছে বোধহয়। এই র‍্যাঞ্চের মালিক হওয়ার পর থেকে সবসময়ই একটা আশঙ্কা ছিল কোন একদিন হয়তো হাঁড়ির খবর বেরিয়ে পড়বে।

'হ্যাঁ, বেশ কয়েক বছর,' মৃদু স্বরে বলল সে, এমন ভাব করল যেন প্রসঙ্গটা গুরুত্বহীন। 'বেশ খাটুনি গেছে, অনেক কিছু বদলে নিতে হয়েছে।'

'শুনেছি র‍্যাঞ্চটা তোমার মেয়ে প্রিসিলার। প্রথম থেকে।'

'ভুল শোনোনি। বাচ্চা থাকার সময়ই র‍্যাঞ্চটা ওর নামে লিখে দিয়েছি আমি।'

'নিজের জন্য নতুন একটা র‍্যাঞ্চ তৈরি করবে?' আলাপী সুরে জানতে চাইল হিকক। ঠোঁট দিয়ে কাগজের প্রান্ত ভিজিয়ে ডলে সিগারেট তৈরি সম্পূর্ণ করল। ঠোঁটে লাগিয়ে বুক-পকেট হাতড়ে দেয়াশলাই বের করে ধরাল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে তাকাল ব্লু হিল মালিকের দিকে। 'ওকে র‍্যাঞ্চ বুঝিয়ে দিলে আর ওর বিয়ে হয়ে গেলে তো তোমার অধিকার থাকবে না এখানে।'

'হয়তো,' সোজাসাপ্টা ঘোষণা করল রলেস, ভিতরে ভিতরে বিরক্ত বোধ করছে, কিন্তু প্রকাশ করতে সাহস পাচ্ছে না। 'নির্ভর করবে পরিস্থিতির উপর। বুড়ো বাপকে যদি প্রিসি জায়গা দেয়, তা হলে তো কোথাও যাওয়ার দরকার পড়বে না আমার, তাই

না?’ সামান্য হাসল সে, পরিবেশটা হালকা করার প্রয়াস চালাল। কিন্তু মনে মনে ভাবছে, কী ল্যাঠায় পড়লাম! একে ভাড়া করার জন্য ডেকেছি, অথচ ব্যাটা আমাকে প্রশ্ন করে যাচ্ছে একের পর এক। অস্বস্তিকর প্রশ্ন সব!

‘আমি প্রায়ই ভাবি…কেন লোকজন তোমাকে পোক নামে ডাকে, মি. রবেক? আসল নামটা কী তোমার?’

জেমসের চোখে চোখ রাখল রলেস। ‘তাতে তোমার কী?’

‘স্রেফ কৌতূহল।’

‘একটু বেশি কৌতূহল হয়ে যাচ্ছে না?’ অসন্তুষ্ট স্বরে বলল পোক রলেস। ‘বার্নেটের ব্যাপারে তোমার মধ্যে কোন আগ্রহ দেখতে পাচ্ছি না। ওকে সত্যি নিকেশ করবে, না ধাপ্পা দিচ্ছ?’

‘না, ধাপ্পা দিচ্ছি না। বলেছি তো, সময় হলে ওর বিষদাঁত ভেঙে দেব।’ দরজার দিকে এক পা এগোল হিকক। ‘তবে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসব আবার, “পোক”।’ দোরগোড়ায় থামল ও, ঘাড়ের উপর দিয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে বলল: ‘তুমি হয়তো জানো না, আইক রবেক আমার বন্ধু ছিল!’

কথাটা বলে আর দেরি করেনি হিকক, চট করে দরজা থেকে সরে গেছে এক পাশে। লম্বা দুই কদম ফেলে পোর্চের রেইল খামচে ধরল ও, তারপর শূন্যে শরীর তুলে রেইল টপকে গেল; একইসঙ্গে “বাক!” বলে ডাক দিল ঘোড়াকে।

দ্রুত কাছে চলে এল ঘোড়াটা, মাথা উঁচু করে রেখেছে। এক দিকে কাত হয়ে দাঁড়িয়েছে যাতে ঝুলন্ত ব্রিডল চলতে গেলে খুরের নীচে না-পড়ে। ঝুঁকে ব্রিডল তুলে নিল হিকক, ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে স্পার দাবাল। তুফান গতিতে ছুটল বাকস্কিন, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

তবে অত তাড়াহুড়ো করার দরকার ছিল না। বিশাল অফিস রূমে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে পোক রলেস, মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, ঝুলে পড়েছে কাঁধ আর চোয়াল। খেল খতম!

আইক রবেকের চেনা কারও সামনে পড়ে যাবে—এক যুগ এই ভয় নিয়ে কেটেছে ওর। বহুবার ভেবেছে কী করে নিজেকে বাঁচাবে, নানা ফন্দি এঁটেছে; কিন্তু মুহূর্তটা এসে পেরিয়েও গেছে, অথচ কিছুই করতে পারেনি সে। একটা আঙুলও নাড়তে পারেনি। হারামজাদাকে খুন করা উচিত ছিল! দুনিয়ায় এত লোক থাকতে কি-না আইক রবেকের পরিচিত মানুষটা হলো হিকক! কেন, অন্য কেউ হলে কী এমন ক্ষতি হত?

ফাটা কপাল একেই বলে!

অস্থিরভাবে পুরো কামরায় পায়চারি করল সে। এতগুলো বছর অযথা নষ্ট করেছে। এটা রীতিমত অন্যায়। নিজের র‍্যাঞ্চের মত ব্লু হিলে শ্রম দিয়েছে সে, বেগার খেটেছে দিনের পর দিন, ব্লু হিলকে সমৃদ্ধ বাথান হিসাবে গড়ে তুলেছে, অথচ এখন শূন্য হাতে চলে যেতে হবে? এরচেয়ে বড় অন্যায় আর কী হতে পারে?

উঁহুঁ, একটা উপায় নিশ্চয়ই আছে! থাকতেই হবে! যেভাবে হোক সামাল দিতে হবে পরিস্থিতি।

দানবটাকে কাজে লাগাতে হবে! হাঙ্ক বার্নেটকে যদি হিককের পিছনে লেলিয়ে দেওয়া যায়! শোডাউনে একে অন্যকে খুন করে ফেলতে পারে ওরা, কিংবা অন্তত একজন যদি খুন হয়ে যায় তা হলে জীবিত লোকটাকে ও নিজে খুন করতে পারবে। সেক্ষেত্রে, সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে! এটাই একমাত্র উপায়।

বার্নেট র‍্যাঞ্চে নেই বলে একটু আগেও স্বস্তি বোধ করছিল সে, কিন্তু এখন অধীর হয়ে পড়েছে। ব্যাটা ফিরবে কখন? এখানে থাকলে বরং ভাল হত। হিককের পিছনে লেলিয়ে দেওয়া যেত। আদপে লেলিয়ে দেওয়ার দরকার হত না, হিককে এখানে দেখতে পেলেই খেপে যেত বার্নেট।

কখন ফিরবে হারামীটা?

একসময় আউটল ছিল সে। কিন্তু এটা স্পষ্ট বুঝেছে এভাবে

বেশিদিন চলবে না। চোরের দশদিন আর গৃহস্থের একদিন বলে একটা কথা আছে। আইক রবেকের সঙ্গে পরিচয়ের পর সুযোগটা দেখতে পায়। সবকিছু যেন ওর জন্য সাজিয়ে রাখা ছিল! নির্ঝঞ্ঝাট ঝামেলা সেরে ফেলেছে সে। ছোট্ট মেয়েটার বাপ বনে গেছে। পেয়ে গেছে একটা বিশাল র‍্যাঞ্চ।

কিন্তু মনে মনে ভয় সবসময় ছিল আইক রবেকের পরিচিত কেউ কোন একদিন ওকে চ্যালেঞ্জ করে বসতে পারে। ঠিক এমন পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্যই পে-রোলে রেখেছে বার্নেটকে, কারণ পিস্তলে যাদু জানে লোকটা। হাঙ্ক বার্নেটের সঙ্গে টেক্কা দেওয়ার মত লোক এই পশ্চিমে কমই আছে। নিজে পিস্তলবাজ বলে রলেস জানে বার্নেটের সামর্থ্য কতটা, ব্লু হিল ফোরম্যানের সমকক্ষ কাউকে আজ পর্যন্ত চোখে পড়েনি। হিকক বা অমন কিংবদন্তী বন্দুকবাজদের কথা আলাদা। এত দুর্ধর্ষ পিস্তলবাজ খুব কমই জন্মেছে। কালে-ভদ্রে দেখা যায়।

পুরানো মরমন ট্রেইল ধরে কেউ আসবে, মনে ভয় ছিল, এক যুগ আগের সত্য যার উপস্থিতিতে প্রকাশ পেয়ে যেতে পারে। সত্য আসলে কখনোই চাপা থাকে না, ওর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তেরো বছর আগের এক রাতে নিখুঁতভাবে সবকিছু সারতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু আজ যে-পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, এতে ওর কোন হাত ছিল না। জানত এমন কিছু হতে পারে।

থিভিং রকের কাছে অনায়াসে খুন করেছিল আইক রবেককে। সহজ-সরল মানুষ ছিল সে, পরিচয়ের পর অন্তরঙ্গ হতে বেশি সময় লাগেনি। বন্ধু মনে করে নিজের সব ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা খুলে বলেছিল রবেক, তবে রলেসও প্রশ্ন করে করে জেনে নিয়েছিল যে ওর স্ত্রী বছর খানেক আগে মারা গেছে এবং প্রিসিলা ছাড়া দুনিয়ায় আর কোন আত্মীয় নেই তার।

সুযোগটা লুফে নিতে কার্পণ্য করেনি রলেস।

পরের রাত থেকে তক্কে তক্কে থাকল সে। আগুনের পাশে

বসে গল্প করত ওরা, তারপর শুয়ে পড়ত। সুযোগ পাচ্ছিল না, দু'রাত চলে যাওয়ার পর অধৈর্য হয়ে উঠল রলেস; ওর কাছে মনে হলো রবেকও যেন কিছুটা সন্দিহান হয়ে উঠেছে, হয়তো ওর আচরণে আভাস পেয়ে থাকবে। কারণ রাতে শুয়ে পড়ার পর বেশ কয়েকবার বিছানার স্থান বদল করেছে রবেক, এক রাতে একই জায়গায় শোওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল।

রলেস ক্রমে মরিয়া ও অধৈর্য হয়ে পড়ছিল।

একসময় এল সুযোগ। র‍্যাঞ্চে পৌঁছে যাওয়ার আগের রাতের ঘটনা। এত উদ্বিগ্ন ছিল, অথচ আসল কাজ সেরেছে খুব সহজেই। ক্যাম্পের কাছাকাছি ঘোড়া রাখত ওরা, সাধারণত আলোর বৃত্তের বাইরে থাকত জায়গাটা। অন্ধকারে, ঘোড়ার অবস্থানের কাছাকাছি একটা কয়েন ছুঁড়ে দিয়েছিল রলেস, ঘুমের ভান করে পড়ে ছিল নিজের বেডরোলে।

শব্দ শুনে সজাগ হয়ে উঠেছিল রবেক। ভেবেছিল পাহাড়ী সিংহ বোধহয় ঘোড়ার কাছে চলে এসেছে। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে সে, রলেসকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে বিরক্ত করেনি, বরং একা রাইফেল হাতে এগিয়ে গেছে।

কিন্তু টের পায়নি চুপিসারে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছে পোক রলেস এবং পিছু নিয়ে তার তিন হাত দূরে চলে এসেছে। শুধু মোজা পরে থাকায় এতটুকু শব্দ হয়নি। বেলচা ব্যবহার করেছিল সে, ওটা দিয়ে জবর আঘাত করল। তৃতীয় আঘাতের শব্দ শুনে জেগে গিয়েছিল ছোট্ট মেয়েটা, বাবার খোঁজ করেছিল ভয় পেয়ে। বাধ্য হয়ে সাড়া দিতে হয়েছে রলেসকে, মেয়েটাকে চুপ করে থাকার নির্দেশ দিয়েছে, আর বলেছে ভয়ের কিছু ঘটেনি।

ততক্ষণে অবশ্য কাজ সারা হয়ে গেছে তার। মাথায় বেলচার হাতলের তিন বাড়িতে ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেছে আইক রবেকের।

পরদিন সকালে মেয়েটাকে বলেছে ওর বাবা সবকিছু গুছিয়ে নিতে আগে চলে গেছে। এর কয়েকদিন পর, র‍্যাঞ্চে পৌঁছে

বলেছে ব্যবসার কাজে দূরের শহরে গেছে রবেক এবং একইসঙ্গে ওকে স্কুলে পাঠানোর ব্যবস্থাও করতে গেছে।

মেয়েটা স্কুলে চলে যাওয়ার পর কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছে পোক রলেস। আশায় ছিল প্রিসিলা আর মনে রাখতে পারবে না এসব, এই জুয়া খেলা ছাড়া উপায় ছিল না। বিশেষ করে কয়েক বছর চলে গেলে মনে না-থাকারই কথা। পরিকল্পনা অনুযায়ী তাই ছুটির সময় স্কুল থেকে র‍্যাঞ্চে কমই এনেছে প্রিসিলাকে, বিশেষ করে শুরুর কয়েক বছর।

ইতোমধ্যে নিজেকেও বদলে নিয়েছে সে। আইক রবেকের মত আচরণ, অঙ্গভঙ্গি, কথা বলার ঢঙ রপ্ত করার চেষ্টা করেছে। এমনকী রবেকের মত দাড়িও রেখেছে। প্রিসিলা প্রথমবার ছুটিতে আসার পর বেশ সমস্যা হয়েছিল, কিন্তু এগারো বছর পর যখন ফিরে এল, প্রায় কিছুই মনে নেই বলে তেমন কোন সমস্যা হলো না। তখন ছেলেবেলার স্মৃতি অস্পষ্ট হয়ে গেছে প্রিসিলার, অবশ্য কখনও কখনও ওর চোখে সন্দেহ আর দ্বিধা ফুটে উঠত; তবে চট করে ওসব সন্দেহ বা দ্বিধা কাটিয়ে ওঠার অজুহাত ঠিকই খাড়া করে ফেলত রলেস।

পাঁচ-ছয় বছরের বেশিরভাগ স্মৃতি যৌবনে প্রায় বিস্মৃত হয়েছে প্রিসিলা। খণ্ড খণ্ড দু'একটা ঘটনা হয়তো মনে ছিল, কিন্তু খুব অস্পষ্ট আর ঘোলাটে, এতটাই যে প্রায় কাল্পনিক ও রূপকথার মত, যেখানে ওর আসল বাবার মুখটা কখনোই স্পষ্ট মনে করতে পারেনি।

বড্ড ঝুঁকি নিয়ে জুয়া খেলেছিল পোক রলেস, তবে জিতে গেছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আসলে জিততে পারছে না, বরং হেরে যাচ্ছে। শিগ্‌গিরই একটা কিছু করা না-গেলে চূড়ান্ত ভরাডুবি হয়ে যাবে। বছরকে বছর শ্রম দিয়েছে র‍্যাঞ্চে, হাজার মাইলের মধ্যে সমৃদ্ধ বাথানে পরিণত করেছে ব্লু হিলকে। যদিও র‍্যাঞ্চের মালিক প্রিসিলা, কিন্তু নিজেকে এর বাইরে কখনও কল্পনা

করেনি সে, বরং সবসময়ই ভেবেছে র‍্যাঞ্চটা আসলে ওর।

অথচ এখন সাধের র‍্যাঞ্চটা হারাতে বসেছে।

প্রিসিলা যখন প্রথম স্কুল থেকে ফিরে এসেছিল, উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল সে। অস্থির হয়ে পড়েছিল লোকজনের সন্দেহের উদ্রেক না-করে কীভাবে র‍্যাঞ্চের নিয়ন্ত্রণ নিজের মুঠোয় রাখা যায়। সে-হিসাবে হাঙ্ক বার্নেট ছিল ওর প্রথম ভরসা।

রলেস ভেবেছিল কৃতজ্ঞচিত্তে ওর সঙ্গে রফা করে নেবে হাঙ্ক বার্নেট, ব্লু হিলে সহাবস্থানে থাকবে দু'জন, কারণ লেনদেনের হিসাব করলে ওর প্রতি সবসময়ই ঋণী থাকবে বার্নেট। কিন্তু ইদানীং নিজস্ব পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত বিশালদেহী ফোরম্যান, যার সঙ্গে বোধহয় ওর কোন সংশ্লিষ্টতা নেই, অন্তত তাই সন্দেহ করে সে।

বার্নেট যতই বেয়াড়া বা বেপরোয়া হোক, হয়তো তাকে সামাল দেওয়া সম্ভব, কিন্তু প্রিসিলার সঙ্গে ওর বিয়ের বন্দোবস্ত করতে হবে, এবং তারও আগে বিল হিককে সরিয়ে দিতে হবে ওদের পথ থেকে। যতক্ষণ দুর্ধর্ষ ওই বন্দুকবাজ এখানে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ওদের কোন পরিকল্পনাই বাস্তবে রূপ পাবে না—না বার্নেটের, না রলেসের।

হিককে সরিয়ে দিতে পারলে দৈত্যকে নিয়ে ভাবা যাবে। তাকে শায়েস্তা করতে সত্যি উপভোগ করবে রলেস। বার্নেটের মৃত্যু নিশ্চিত করতে হবে। একইসঙ্গে হিককেও দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে। মাঝামাঝি কোন পথ নেই, জানে সে। ব্লু হিল র‍্যাঞ্চের মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য প্রিসিলাকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না, তা হলে এতদিনের পরিশ্রম ও স্বপ্ন জলাঞ্জলি দিতে হবে। প্রিসিলা মারা গেলে, একমাত্র আত্মীয় বা স্বজন হিসাবে ওর প্রাপ্য হয় র‍্যাঞ্চটা।

প্রিসিলার মৃত্যু দুর্ঘটনার মত হতে হবে। হিকক বা বার্নেটের মত পিস্তলবাজের মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে হয় না, বরং পিস্তলের

গুলি খেয়ে মরে ওরা। অপমৃত্যু হয়। বার্নেটকে ও নিজেই খুন করতে পারে, মোক্ষম অ্যালিবাই থাকলে কেউই সন্দেহ করবে না। কিন্তু কোন মেয়ে বা মহিলাকে খুন করা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার।

কল্পনা যেন বাস্তবে রূপ পেয়ে গেল, হঠাৎ প্রিসিলার কণ্ঠ ভেসে এল। আদপে অবশ্য তা নয়, রান্নাঘরে বুড়ো কুকের সঙ্গে কথা বলছে মেয়েটা, কফি নিয়ে অভিযোগ করছে বোধহয়। বেশ রাত হয়েছে, কিন্তু ইদানীং একসঙ্গে কফি পান করে ওরা। প্রিসিলা আর কুক। কিছুক্ষণ গল্প করার পর শুতে চলে যায়। হঠাৎ আরও একজনের কণ্ঠ কানে এল রলেসের, কণ্ঠ শুনে চিনতেও পারল। রেস মেলিন। কী নিয়ে যেন প্রাণখোলা হাসল পাঞ্চার।

ভুরু কোঁচকাল পোক রলেস। ঘটছে কী আসলে? এত রাতে র‍্যাঞ্চ হাউসে কী করছে রেস মেলিন? রাউণ্ড-আপের ব্যস্ততা না-থাকলে এত রাতে কফি খাওয়ার সুযোগ হয় না পাঞ্চারদের, বিশেষ করে র‍্যাঞ্চ হাউসে। এখন বাঙ্ক হাউসে ওদের ঘুমানোর কথা। রাউণ্ড আপ চলছে না, জরুরী কোন কাজও পড়েনি। তা হলে?

নিজের কামরা থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে এগোল সে।

দরজা খুলে রলেস ভিতরে প্রবেশ করতে চুপ হয়ে গেল সবাই। প্রিসিলার হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখতে পেল রলেস, লালচে-সোনালি চুল আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে আলো পড়ে। রেস মেলিনের দিকে চলে গেল দৃষ্টি। চুপসে গেছে সে। আর গম্ভীর মুখে চুলোর কাছে দাঁড়িয়ে আছে বার্ট হ্যাকলে।

'হচ্ছে কী এখানে?' গম্ভীর স্বরে জানতে চাইল পোক রলেস। 'মেলিন, তোমার এখন বাঙ্কহাউসে ঘুমে কাদা হয়ে যাওয়ার কথা। এত রাতে এখানে কোন কাজ থাকার কথা নয়।'

'ইয়ে...এমনিই গল্প করছিলাম,' আমতা আমতা করে বলল মেলিন।

'কফি খাচ্ছিলাম আমরা,' ব্যাখ্যা করল কুক। 'তোমার

লাগবে, মি. রবেক?'

'নেবে নাকি?' মুখ তুলে তাকাল প্রিসিলা।

মেয়েটির চাহনি দেখে ভিতরে ভিতরে চমকে উঠল রলেস। প্রিসিলার চাহনি পরিষ্কার, কঠিন এবং অন্তর্ভেদী; আজকের আগে কখনও এমন হতে দেখেনি রলেস।

'রেসের সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে আমার,' মৃদু স্বরে বলল প্রিসিলা।

'রেস? আচ্ছা, এই তা হলে ব্যাপার!' কুৎসিত হয়ে গেল রলেসের মুখ, কিন্তু মেয়েকে বাদ দিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল রেস মেলিনের দিকে, খেঁকিয়ে উঠল তীক্ষ্ণ স্বরে: 'ভাগো এখান থেকে!'

উঠে দাঁড়াল মেলিন, মুখে দ্বিধা।

ঝলসে উঠল রলেসের হাত, মুহূর্তের ব্যবধানে পিস্তল উঠে এল। নিজেকে অপমানিত ও প্রতারিত মনে হচ্ছে তার...মেলিন হারামীটা তলে তলে কী শয়তানি করছে কে জানে! 'বেরিয়ে যাও!' চাবুকের মত হিসহিস করে উঠল র‍্যাঞ্চারের কণ্ঠ।

দরজার কাছে চলে গেল রেস মেলিন। আজকের আগে বুড়োকে কখনও ড্র করতে দেখেনি, কিন্তু যা দেখেছে তাতে দমে গেছে মন। হাজার চেষ্টা করলেও তাকে ড্রতে হারাতে পারবে না ও। এমনকী দ্বিগুণ সময় দিলেও নয়। আদপে সে নিতান্ত সাধারণ একজন মানুষ। আত্মরক্ষার জন্য পিস্তল ঝোলায় বটে, কিন্তু চালু বলা যাবে না ওকে।

প্রিসিলার সঙ্গে চোখাচোখি হলো ওর।

'যাও, রেস, আমার কোন অসুবিধা হবে না,' অভয় দেওয়ার সুরে বলল প্রিসিলা, চাইছে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি দ্রুত শেষ হোক।

দরজা খুলে বেরিয়ে গেল রেস মেলিন, মুখ সামান্য ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

ঠায়, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে পোক রলেস, জ্বলন্ত দৃষ্টিতে দেখছে কূককে। শেষে প্রিসিলার দিকে ফিরল। 'আমার সঙ্গে

'এসো!' কঠিন স্বরে নির্দেশ দিল সে। 'কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

'বেশ।' উঠে দাঁড়াল প্রিসিলা। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে ওর। সামান্য ভয় পাচ্ছে, একইসঙ্গে সুস্থিরও লাগছে; ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করল।

পোক রলেসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল হিকক। হয়তো তার হাঁড়ির খবর সবই জানে রহস্যময় বন্দুকবাজ, এতদিন ধরে যা গোপন রাখতে সক্ষম হয়েছিল রলেস। ঝোলার বেড়াল বেরিয়ে যাওয়ার দশা হয়েছে নিশ্চয়ই? এখন কী করবে সে?

পোক রলেসকে পেরিয়ে বারান্দায় চলে গেল প্রিসিলা, তারপর করিডর হয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের সবচেয়ে বড় কামরা—পার্লারে ঢুকল। ফায়ারপ্লেসের কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকল। অবিচল ও প্রত্যয়ী লাগছে ওকে। রলেসের তুলনায় যেন একটু লম্বাই দেখাচ্ছে আজ!

সপাটে দরজা বন্ধ করে বারান্দায় চলে এল পোক রলেস, পার্লারে ঢুকেও দরজাটা একইভাবে বন্ধ করল। একপাশের চেস্ট অভ ড্রয়ারের কাছে চলে গেল সে, পাইপ আর তামাকের প্যাকেট বের করে পাইপে তামাক ভরল। শেষে, পাইপ ধরিয়ে মুখ তুলে তাকাল যখন, কঠিন ও অসন্তোষ মাখা দেখাল চাহনি; মোটা ভুরুর নীচে চোখ দুটো যেন ইস্পাতের টুকরো।

'একটু আগে হঠাৎ মেজাজ খারাপ করার জন্য দুঃখিত,' শুরু করল সে। 'তোমার সঙ্গে এমনিতেও কথা বলতে হত। যাক্‌গে, নিজের অবস্থান সম্পর্কে তোমার আরও সচেতন হওয়া উচিত। ভুলে গেলে চলবে না এই র‍্যাঞ্চ একদিন তোমার হবে, হয়তো বিয়ের পরপরই। কিন্তু সেদিন পর্যন্ত আমিই চালাব র‍্যাঞ্চ। তাই পছন্দ না-হলেও কিছু কিছু ব্যাপার তোমাকে মেনে চলতে হবে। মামুলি কাউহ্যাণ্ডদের পিছনে তোমাকে সময় নষ্ট করতে দেখে মেজাজ সামলাতে পারেনি। ওরা তোমার যোগ্য নয়।'

'কিন্তু হাঙ্ক বার্নেটের ব্যাপারে তোমার আপত্তি নেই?' ঠাণ্ডা স্বরে জানতে চাইল প্রিসিলা।

দৃষ্টি তুলে মেয়েটিকে মাপল সে। 'হ্যাঁ, ওর ব্যাপারেও আপত্তি আছে,' সোজাসাপ্টা জানিয়ে দিল। 'ওর সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে না তোমার। চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলো মাথা থেকে। আইডিয়াটা আমিই দিয়েছিলাম, কিন্তু ভুল ছিল। আরেকটা ভুল করতে চাই না।'

'আমিও একমত,' অপেক্ষায় রয়েছে প্রিসিলা।

চিন্তিত ভঙ্গিতে চিবুক ঘষল রলেস। 'বার্নেট যখন প্রথম এসেছিল, ওকে বেশ সম্ভাবনাময় যুবক মনে হয়েছিল। কিন্তু ইদানীং উড়ো কিছু খবর পেয়েছি, বিশেষ করে ডুরাঙ্গোর ওদিক থেকে, যার কোনটাই শুনতে ভাল লাগবে না তোমার।'

'কীসের উড়ো খবর?' জানতে চাইল প্রিসিলা, বিহ্বল বোধ করছে।

'লুটপাট, খুন আর রাসলিঙ। ফিরে আসা মাত্র ওকে হয়তো ছাঁটাই করে দেব।'

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা চিৎকার শুনতে পেল ওরা, পরপরই ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ। তারপর কঠিন, তীক্ষ্ণ স্বরে কেউ নির্দেশ দিল সকোরোকে।

'তোমার ঘরে চলে যাও!' জরুরী কণ্ঠে বলল রলেস। 'আর হ্যাঁ, প্রিসি, এতক্ষণ যে বিষয়ে আলাপ করছিলাম তা যেন কেউ জানতে না-পারে।'

এগারো

বেশ কয়েক মাইল পিছনে, অ্যাযটেক ক্রসিং থেকে উত্তর-পশ্চিমের ট্রেইলে কয়েকজনের একটা দল দ্রুত পথ চলছে। ব্যাঙ্ক

লুটেরাদের পিছু নিয়েছে এরা। গম্ভীর মুখ সবার, কিন্তু দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ; বিশেষ করে টেলনরা তিন ভাই। জিম, প্যাট ও টেরি। অ্যাযটেকে মৃত্যুর সঙ্গে পাল্লা লড়ছে ওদের ভাই মিলো। ভাইয়ের পাশে না-থেকে লুটেরাদের উচিত শিক্ষা দেওয়াই দায়িত্ব জ্ঞান করেছে কঠিন মানুষগুলো। ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে আরও পাঁচজন।

আটজন মানুষ। নেতৃত্বে রয়েছে এক অ্যাপাচী ট্র্যাকার। এরা প্রত্যেকে শক্তপাল্লা। মামুলি ট্রেডিং পোস্ট থেকে আজকের অ্যাযটেক ক্রসিঙের জন্ম এদের হাতে। ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াই করে পাকা লড়িয়ে হিসাবে সুনাম অর্জন করেছে। স্টোরকীপার জ্যাক ইয়ানেলও দলে শামিল হয়েছে, স্যাডলহর্নের উপর আড়াআড়িভাবে রাখা তার প্রিয় শার্পস রাইফেলটা।

মার্শাল বা শেরিফ না-থাকলেও শান্তিপূর্ণ ও নির্ঝঞ্ঝাট শহর অ্যাযটেক, সেজন্য গর্ব বোধ করে ওরা। সেই শান্তি বিনষ্ট হয়েছে, নিরীহ কিছু মানুষ খুন হয়েছে। তাই নিজস্ব দায়িত্ববোধ থেকে পাসি গঠন করেছে ওরা। প্রতিটি সদস্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যে-কোন পরিস্থিতির জন্য তৈরি; চূড়ান্ত ফয়সালা না-হওয়া পর্যন্ত ফিরে যাবে না অ্যাযটেকে। নরকের দুয়ার পর্যন্ত যেতে রাজি এরা, যে-কোন মূল্যে লুটেরাদের শায়েস্তা করবে।

যাত্রা করার পর থেকে, অন্তত দশ-বারোবার ট্রেইল হারিয়ে ফেলেছিল, কিন্তু প্রতিবার অসামান্য ধৈর্য দেখিয়ে লেগে ছিল ওরা, অস্থির বা হতাশ হয়নি, পরে ঠিকই ট্রেইল খুঁজে বের করেছে। সব মিলিয়ে, এগোনোর গতি হয়তো ধীর ছিল, তবে লাগাতার এবং অবিচল যে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বেশিরভাগ সময় বিশাল একটা ঘোড়ার ট্র্যাক অনুসরণ করছে ওরা। রক্তরঙা বে। অ্যাযটেকবাসীরা জানে না ওটার মালিক হাঙ্ক বার্নেট, তবে এটুকু বুঝেছে বিশালদেহী কোন মানুষ ওই ঘোড়ায় চড়েছে। ইতোমধ্যে ঘোড়া এবং সওয়ার, দু'জনেরই ছাপ মুখস্থ

হয়ে গেছে ওদের; যে-কোন স্থানে দেখা মাত্র চিনে ফেলবে।

'ভাবছি আরও কত দূর যেতে হবে!' স্বগতোক্তির সুরে বলল জ্যাক ইয়ানেল।

'পুরো গ্রীষ্ম পড়ে আছে আমাদের সামনে,' শান্ত, কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলল জিম টেলন, ক্লান্ত সে, অথচ তার সামান্য নমুনাও নেই কণ্ঠে। 'হারামীগুলোকে ফাঁসিতে না-ঝোলানো পর্যন্ত ওদের ট্রেইল ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না আমি।'

যাত্রা করার পর থেকে, দেড়দিন পর ম্যাথু মেহ্‌লারের লাশ খুঁজে পেল ওরা। ক্যাম্পের চিহ্ন দেখে বুঝতে অসুবিধা হলো না আসলে কী ঘটেছিল।

লাশটা শকুন ও কয়োটির অত্যাচারে বিকৃত হয়ে গেছে। তীব্র গরমে নরম হয়ে গেছে খুবলে যাওয়া দেহ, পচন ধরেছে; গন্ধ মাছির দলকে টেনে এনেছে। ঘা ঘিনঘিন করা পরিবেশ, কিন্তু গ্রাহ্য করল না কেউ। আউটলদের ধরে কটনউডে ঝুলিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু নেই ওদের মাথায়।

'নিজেদের একজনের হাতে খুন হয়েছে,' মন্তব্য করল জ্যাক ইয়ানেল।

'একজন কমে গেল আমাদের জন্য,' থমথমে মুখে বলল প্যাট টেলন। 'চলো, এগোই!'

উত্তপ্ত বিকালের সূর্য বা গরম উপেক্ষা করে এগিয়ে চলল ওরা, গম্ভীর মুখে ট্রেইলের উপর সজাগ দৃষ্টি রেখেছে।

ব্লু হিল র‍্যাঞ্চ।

পোক রলেসের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে সামান্য দেরি করেনি হাঙ্ক বার্নেট। স্যাডল ছেড়ে গটগট করে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগোল, একটানে দরজা খুলে ঢুকে পড়ল পার্লারে। বাতি জ্বলতে দেখে বুঝেছে এখানে আছে বুড়ো।

পিছনে দরজা ভিড়িয়ে দিল বার্নেট। ফায়ারপ্লেসের পাশে

দাঁড়িয়ে থাকা বুড়োর দিকে তাকাল। মুখ থমথমে করছে তার, নির্ঘুম থাকায় টকটকে লাল হয়ে গেছে চোখ; ক্লান্তিতে নুয়ে পড়ছে কাঁধ। কিন্তু জেদ, অসন্তোষ বা প্রতিহিংসা, কোনটায় কমতি নেই।

'পোক, আর অপেক্ষা করতে রাজি নই আমি,' তীক্ষ্ণ স্বরে জানিয়ে দিল বার্নেট। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঝামেলা চুকিয়ে ফেলতে চাই। ঠিক করেছি, এই শনিবারে প্রিসিলাকে বিয়ে করে ফেলব!'

একটা কিছু ঘটে গেছে-না জানলেও অনুমান করতে পারছে রলেস-এবং সেটা হাঙ্ক বার্নেটের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ভিন্ন মানুষ মনে হচ্ছে তাকে। আগের মত আগ্রাসী বা বেপরোয়া নয়, কিংবা কর্তৃত্বপরায়ণও নয়; আরও গভীর ও ভয়ঙ্কর বদল হয়ে গেছে তার মধ্যে।

'অমন কিছু হবে না, হাঙ্ক। প্রিসিলা তোমাকে বিয়ে করতে চায় না, আমিও এখন ওর সঙ্গে একমত।'

সরু চোখে রলেসকে দেখল বার্নেট। 'বেঈমানি করছ আমার সঙ্গে, রলেস?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল।

'বেঈমানি বলছ কেন? আমি তো মনে করি আমার সঙ্গে যাতে কেউ বেঈমানি না-করে সেটাই ঠেকাচ্ছি। আরেকটা কথা বলে নেওয়া ভাল, আমার আসল পরিচয় নিয়ে আর ভয় পাচ্ছি না, তুমি চাইলে লোকজনকে বলতে পারো। বেশ কয়েক বছর হয়ে গেছে এখানে আছি, এখানকার সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছি। ব্যক্তি হিসাবে আমি কেমন ওরা জানে, দেখেছে; তাই তুমি এখন অন্য কিছু বললেও সেটা গুরুত্ব পাবে কম, কারণ এখানে আমি পুরোদস্তুর সাচ্চা মানুষ। আদপেই তো তাই ছিলাম এতগুলো বছর, তাই না? এমনকী তোমাদের সঙ্গেও ন্যায্য আচরণ করেছি, এটা তোমার চেয়ে ভাল আর কে বলতে পারবে! এখানে রেখেছি, খাইয়েছি, পুষেছি, আবার প্রিসিলার সঙ্গে বিয়ের মাধ্যমে র‍্যাঞ্চের অংশও ছাড়তে চেয়েছি। এরপরও কেউ বলতে পারবে না আমি

কোন অন্যায় করেছি।

'অতীত এখানে, অন্তত আমার ক্ষেত্রে.খুব কম ভূমিকা রাখবে বলে মনে করি। এলাকার তাবৎ মানুষ আমাকে পোক রবেক হিসাবে জানে। আসল পোক রলেসকে ক'জন চেনে? বিশেষ করে নিজের চোখে আমার কাজ-কারবার দেখেছে ক'জন? অমন মানুষ খুঁজে বের করতে কষ্ট হবে তোমার, কারণ বেশিরভাগই এতদিনে মরে ভূত হয়ে গেছে। অন্যরা যা বলবে, সবই শোনা কথা।'

'কিন্তু ধরো হঠাৎ যদি তুমি মরে যাও,' চালিয়াতির সুরে বলল হাঙ্ক বার্নেট, চোখে কৌতুক। 'আর তখন যদি আমি প্রিসিলাকে বিয়ে করি?'

শ্রাগ করল রলেস। অন্তর থেকে টের পাচ্ছে খুবই স্পর্শকাতর ও কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েছে, সামান্য এদিক-ওদিক হয়ে গেলে মহা সর্বনাশ হয়ে যাবে, সরু সুতার মত ঝুলে আছে সবকিছু, যা মুহূর্তের ব্যবধানে ভয়ঙ্কর গানফাইটে পরিণত হতে পারে।

'অন্য একটা সমস্যা আছে,' শান্ত, নিষ্কম্প কণ্ঠে বলল পোক রলেস। 'হিকক সবকিছুই জানে।'

'কে?' বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে র‍্যামরড। 'হিকক? সে এখানে এল কী করে?'

'কী ভেবেছ তুমি, যে কেউ এসে আচ্ছামত তোমাকে পেটাতে পারবে?' ভর্ৎসনার সুরে বলল রলেস। 'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ। যার হাতে প্রচণ্ড মার খেয়েছ সেদিন, সেই হচ্ছে হিকক। বিল হিকক। কীভাবে জানলাম যদি জিজ্ঞেস করো, তা হলে বলব মণ্টানার কাছ থেকে আভাস পেয়েছি।'

'হিকক!' বিস্ময়ে ভুরু কোঁচকাল বার্নেট। হঠাৎ সমস্ত কিছু মন থেকে দূর হয়ে গেল তার, শুধু একটা ব্যাপার নিয়ে ভাবছে। এ তো দারুণ হলো! এরচেয়ে বেশি কিছু আর চাওয়ার ছিল না। বহুদিন ধরে দুর্ধর্ষ এই গানফাইটারের কথা শুনে এসেছে, কিন্তু স্বচক্ষে কখনও দেখেনি। অমন চালু একজন বন্দুকবাজের সামনে

দাঁড়াবে, ভাবতেই শিহরিত হচ্ছে সে। একটা দারুণ ব্যাপার হবে!

তবে খানিকটা যে উদ্বেগ লাগছে না তাও নয়। অস্বস্তিও বোধ হচ্ছে।

কেউ যদি বলে হিককের কথা শুনে হাঙ্ক বার্নেট ভয় পেয়েছে, তা হলে জোরাল কণ্ঠে অস্বীকার করবে সে। দুনিয়ার বুকে এমন কিছু নেই যাতে ভয় পায় বার্নেট, কিন্তু কিংবদন্তী ওই দুর্ধর্ষ বন্দুকবাজের নাম শুনে বুক কাঁপবে না তা তো হয় না। একটু না একটু হবেই। অন্তস্তলে অদ্ভুত শীতলতা অনুভব করছে। হিকক! হাতাহাতি মারপিটে ওকে হারিয়ে দিয়েছে সে, কিন্তু পিস্তলেও কি পারবে?

'দেখো, হাঙ্ক, এমনিতেই ঝামেলার কমতি নেই আমাদের,' কিছুটা কোমল স্বরে বলল পোক রলেস। 'সময়ে আমরা সমাধান করে নেব, তবে এর কোনটাই জরুরী নয়। একসঙ্গে থাকব বলে গাট্টা বেঁধেছি, এবং আশা করি একসঙ্গেই থাকব। কিন্তু বিল হিককের উপস্থিতি সবকিছু হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। তা ছাড়া, প্রিসিলার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে পারি না আমি...যতক্ষণ না তোমার উপর আবার আস্থা ফিরে পাই। আমার বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। যাই হোক, মোদ্দা কথা হচ্ছে, সবকিছু সামলে নিতে পারব আমরা, কিন্তু তার আগে হিককেকে সামাল দিতে হবে। যেভাবে হোক ওকে সরিয়ে দিতে হবে।'

'আমরা সরিয়ে দেব ওকে?' ফাঁকা দৃষ্টিতে রলেসকে দেখল বার্নেট, চিন্তা-ভাবনা কিছুটা গুলিয়ে গেছে, হিকক এসবের মধ্যে আছে ধারণাটা এখনও হজম করতে পারেনি।

'হ্যাঁ, এছাড়া আর কোন উপায় নেই। পরিস্থিতি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ? একা আমরা কেউই জিততে পারব না, কিন্তু একত্রে ঠিকই জিতে যাব। হিকক যতক্ষণ এখানে আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সর্বনাশ কেউ ঠেকাতে পারবে না, তাই ওকে সরিয়ে দেওয়ার কোন বিকল্প নেই। ওর ঝামেলা চুকে গেলে র‍্যাঞ্চ

বা প্রিসিলার ব্যাপারে বোঝাপড়া করে নেব আমরা। কিংবা এখন যেমন, পার্টনারশীপে চালিয়ে নিতে পারি। আপাতত একটাই কাজ এবং জরুরী ওটা: হিককেকে সরিয়ে দিতে হবে।'

'হয়তো ঠিকই বলেছ,' চিন্তিত স্বরে বলল বার্নেট, এখনও পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেনি। 'কিন্তু কাজটা সহজ হবে না। কোন আইডিয়া দিতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই। এ-নিয়ে ভাবছিলাম। কী জানো, একবার র‍্যাঞ্চে এসেছিল সে। আবার নিশ্চয়ই আসবে, যদি খবর দেওয়া হয়। প্রিসিলার বাবার বন্ধু সে। তো, ওকে খবর দিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে পারব আমি। এখানে ওর অপেক্ষায় থাকব আমরা। আমি-তুমি ছাড়াও মেহ্‌লার, স্যাণ্ডার্স আর সকোরো থাকবে।'

'উঁহুঁ, মেহ্‌লার বাদ। ও মারা গেছে।'

'মারা গেছে?'

'হ্যাঁ।' ঠাণ্ডা, নিষ্পলক চাহনিতে রলেসকে দেখল বার্নেট। 'তর্ক হয়েছিল ওর সঙ্গে। খেপে গিয়ে ড্র করেছিল মেহ্‌লার। ওকে খুন করা ছাড়া উপায় ছিল না। নইলে আমিই খুন হয়ে যেতাম।'

খবরটা নীরবে হজম করল রলেস, তবে পছন্দ করতে পারছে না। বার্নেটকে পিস্তলে যথেষ্ট চালু বলে জানত, কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওর ধারণার চেয়েও বেশি চালু সে, কারণ সামনাসামনি ড্রতে ম্যাথু মেহ্‌লারকে খুন করেছে এবং তাতে পাল্টা ন্যূনতম একটা সীসাও হজম করেনি।

'ব্রেসলিনও মারা গেছে,' সিগারেট রোল করার ফাঁকে জানাল বার্নেট। 'অ্যাযটেক ক্রসিঙের ব্যাঙ্কটা সাফাই করেছি আমরা।'

মাথায় রক্ত চড়ে গেল রলেসের। হারামজাদা করেছে কী! এর আগে কখনোই এমন কিছু ঘটতে দেয়নি। ব্লু হিলে কাজ করার পূর্বশর্ত হচ্ছে আইনবিরোধী কোন কাজ করা যাবে না। এতদিন ধরে শর্তটা মেনে চলেছে বার্নেট, কিন্তু এবার ব্যতিক্রম ঘটাল। স্পর্ধা হয়েছে! ওর নির্দেশ অমান্য করার দুঃসাহস দেখিয়েছে

দৈত্যটা!

খেপে গেলেও নিজেকে সামলে নিল রলেস। যত যাই হোক, এখন বার্নেটকে না হলে চলবে না। হিককই বেশি বিপজ্জনক। 'যাক্‌গে, এখন অত ভেবে লাভ নেই। সকোরো আর স্যাণ্ডার্স থাকলেই চলবে। চারজনে মিলে কাজটা সহজ হওয়ার কথা। তুমি, আমি আর স্যাণ্ডার্স আড়ালে থাকব। সকোরো থাকবে খোলা জায়গায়, ধরো একটা স্যাডল মেরামত করছে বা অমন কিছু। হিকক র‍্যাঞ্চে ঢুকে পড়লে ওকে ক্রসফায়ারে ফেলে দেব। চারজনের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই কুলিয়ে উঠতে পারবে না ও।'

'বেশ,' একমত হলো বার্নেট। 'প্ল্যানটা মন্দ নয়। ব্যাটাকে খবর দিতে পারবে?'

'পারব। মণ্টানা বা স্প্যানিশ ওই মেয়েটার মাধ্যমে দেওয়া যাবে।'

'ঠিক বলেছ! ওদের দু'জনের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে।'

'হ্যাঁ,' নড করল রলেস। 'আগেই ব্যাপারটা অনুমান করা উচিত ছিল আমাদের। সীমান্তে সিডার শহরের সেই জুয়ানিতা ইবানেজ আর এই মেয়ে একই। মনে আছে তোমার? তখন কিন্তু খুব ছড়িয়ে পড়েছিল গল্পটা।'

আচ্ছা, মনে মনে ভাবছে বার্নেট, স্প্যানিশ সুন্দরী তা হলে বিল হিককের মেয়েমানুষ? কিন্তু হিকক যদি খুন হয়ে যায়, তখন কার দখলে যাবে?

'পোক,' হঠাৎ গম্ভীর স্বরে বলল বার্নেট। 'ব্যাপারটা আমার কাছে দারুণ মনে হচ্ছে! মণ্টানা বা ওই মেয়েটার মাধ্যমে খবর পাঠিয়ে দেব আমরা। কাজটা বেশ সহজ হবে। এখন চলো, প্রস্তুতি সেরে ফেলি।'

বাঙ্ক হাউসে ঢুকে সরাসরি নিজের বাঙ্কে চলে এল বিলি স্যাণ্ডার্স, কারও সঙ্গে কথা বলল না কিংবা কোন দিকে তাকালও না। ধপ

করে বাঙ্কের উপর শরীর ছেড়ে দিল, তারপর কিছুটা ধাতস্থ হওয়ার পর বুটজোড়া খুলল। ক্লান্ত পদক্ষেপের শব্দে বুঝল ঘোড়া করালে রেখে ঘরে ঢুকছে সকোরো।

অন্ধকার কামরা। আবছাভাবে চোখে পড়ছে বেশ কয়েকটা বাঙ্ক খালি, তবে দুটোয় লম্বা হয়ে শুয়ে আছে দুই পাঞ্চার। কেউই খেয়াল করল না ওদের উপস্থিতিতে সজাগ হয়ে পড়েছে রাস্টি ওয়েব, চোখ মেলে তাকাল সে; অন্ধকারে দৃষ্টি সয়ে আসার পর দেখতে পেল দু'জনকে। অবশ্য অস্পষ্ট কাঠামো চোখে পড়ছে শুধু। সকোরোর নিচু কণ্ঠের গালির তুবড়ি শুনে তাকে চিনতে অসুবিধা হলো না।

'কেমন বোধ করছ?' নিচু, সহানুভূতির সুরে জিজ্ঞেস করল বিলি স্যাণ্ডার্স। 'অবস্থা বেশি খারাপ?'

'হ্যাঁ,' বেদনার্ত স্বরে জানাল সকোরো। 'পুরো হাত, কাঁধ সহ এমন আড়ষ্ট হয়ে গেছে যে হাত নাড়তে গেলেই ব্যথা অনুভব করছি।'

'কিন্তু মেহ্লারের চেয়ে নিশ্চয়ই ভাল আছ!'

মিনিট কয়েক নীরবে কেটে গেল, জবাবে কিছু বলল না সকোরো। শেষে বলল, 'ওর লাশটা এভাবে ফেলে এসেছে! কবর দেওয়া উচিত ছিল হাঙ্কের। এর কোন মানে হয়? ভাল-মন্দে পাশে ছিলাম এতদিন, এটা যদি বাদও দাও, সবার নিরাপত্তার জন্যও তো লাশ গুম করা দরকার ছিল। পাসি যদি পিছু নিয়ে থাকে, ম্যাথুর লাশ দেখতে পাবে। এরপর আমাদের পরিচয় সম্পর্কে কারও সন্দেহ থাকার কথা নয়।'

পূর্ণ সজাগ হয়ে গেছে রাস্টি ওয়েব, যাও-বা তন্দ্রালু ভাব ছিল সকোরো আর স্যাণ্ডার্সের আলাপে টুটে গেছে। হচ্ছেটা কী? কোন্ নরক থেকে এসেছে ওরা? কী কুকর্ম ঘটিয়েছে? কৌতূহল নিবৃত্ত করতে গেলে বা সাড়া দিলে চুপ মেরে যাবে দু'জন, সেক্ষেত্রে আর কিছু জানা হবে না। ঠায় শুয়ে থাকল রাস্টি, কান খাড়া।

'একটা পাসি না-এসে পারে না,' শঙ্কিত স্বরে বলল স্যাণ্ডার্স। 'হাঙ্ক যতই হালকাভাবে নিক না কেন, আমার ধারণা অ্যাযটেক কঠিন জায়গা, আর ওখানকার মানুষগুলো আরও এক কাঠি সরেস। খুবই নাছোড়বান্দা টাইপের। শহরের শুরুতে প্রায়ই ইণ্ডিয়ানরা হামলা করত, লুটপাট চালাত; কিন্তু একেবারে ইণ্ডিয়ান এলাকার মাঝখানে হয়েও সবকিছু সামলে টিকে থেকেছে ওরা। শত শত ইণ্ডিয়ান মারা গেছে ওদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে। নেহাত ঠেকায় পড়ে অ্যাযটেকবাসীর সঙ্গে সন্ধি করেছে ইণ্ডিয়ানরা। বোঝ তা হলে অবস্থা! মার্শাল বা ল-ম্যান ছাড়া দিব্যি চলছে ওদের!

'খারাপ খবর হচ্ছে, রাস্তার ওপাশ থেকে সমানে গুলি করছিল যে ছেলেটা, ওকে চিনতে পেরেছি। টেলনদের একজন। যদ্দূর জানি ওর আরও চার-পাঁচ ভাই আছে। সবাই ত্যাঁদোড় টাইপের, একবার কোন কিছুর পিছনে লাগলে ওটা শেষ না-করে থামে না।'

'বন্দুকবাজ সবাই?'

'না, বন্দুকবাজ নয় কেউ, কিন্তু কঠিন চীজ একেকজন। অস্ত্রে চালু সবাই। নিজেদের বংশ বা রক্তের ব্যাপারে অতিরিক্ত দুর্বলতা রয়েছে, একজন বিপদে পড়েছে তো হৈহৈ করে ছুটে আসে অন্যরা। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, অন্তত কয়েকজন এখন আমাদের ট্রেইল ধরে এগিয়ে আসছে, কতদূর আসতে পেরেছে এটাই হচ্ছে আসল কথা।'

'এখন তা হলে কী করবে?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল বিলি স্যাণ্ডার্স। এমন নয় যে উত্তর জানে না, কিন্তু ইচ্ছে করে কিছু বলছে না। হাঙ্ক বার্নেটের প্রতি একটু বেশি রকম বিশ্বস্ত সকোরো, অন্ধভক্ত বলা চলে। সুতরাং সকোরোকে বলা আর কলাগাছকে বলাও একই ব্যাপার হবে। ও যা বলবে তা স্রেফ উগরে দেবে বার্নেটকে, সেক্ষেত্রে কপালে খারাবি নেমে আসবে ওর। স্যাণ্ডার্সের ইচ্ছে একটাই: লুটের টাকা থেকে প্রাপ্য অংশ বুঝে নিয়ে টেক্সাসের উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাবে।

সত্যি যদি সুযোগ হয়, তুফান বেগে ঘোড়া ছোটাবে।

অনেক অনেকক্ষণ পর, রাস্টি আবছাভাবে দেখতে পেল বাঙ্ক ছেড়ে উঠে গেছে রেস মেলিন, বাঙ্কের পাশ থেকে কী যেন একটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

এখন পর্যন্ত হাঙ্ক বার্নেটের টিকিটিও দেখা পায়নি। র‍্যাঞ্চে ফিরলেও বাঙ্কহাউসে আসেনি। কোন্ চুলোয় আছে ব্যাটা?

চিন্তাটা বেশিদূর এগোল না, ঘুমিয়ে পড়ল রাস্টি।

প্রায় ভোর নাগাদ কামরায় ঢুকল বার্নেট। ঝটপট কাপড় খুলে বিছানায় শুয়ে পড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

হাঙ্ক বার্নেট চলে যাওয়ার পর দ্রুত সক্রিয় হলো পোক রলেস। আসন্ন লড়াইয়ের জন্য দু'ভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে। বিল হিককের জন্য নিখুঁত ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়েছে, কিন্তু বার্নেট যে সফল হবেই তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এমনও হতে পারে সৌভাগ্যক্রমে ফাঁদ কেটে বেরিয়ে যাবে হিকক, সেক্ষেত্রে বিকল্প একটা উপায় হাতে থাকা উচিত। লাভ ছাড়া লোকসান হবে না এতে।

করিডর ধরে প্রিসিলার কামরার সামনে চলে এল সে। হালকা করাঘাত করল দরজায়।

'কেন?' ভিতর থেকে জানতে চাইল প্রিসিলা।

'আমি...বাবা। কাপড়-চোপড় পরে বেরিয়ে এসো তো। আজ রাতে পিছনের রুমে ঘুমাবে। বার্ট হ্যাকলের পাশের কামরায়।'

দ্রুত ভাবল প্রিসিলা। রলেস কেন ওকে অন্য কামরায় শুতে বলছে অনুমান করতে পারছে না, তবে কুক বার্ট হ্যাকলে পাশের কামরায় থাকলে নিশ্চিন্ত বোধ করবে ও। লোকটা বিশ্বস্ত এবং ওর প্রতি নিখাদ ভালবাসা রয়েছে তার।

'বেশ,' মিনিট খানেক পর সায় জানাল ও।

'চিন্তা কোরো না, ওখানে নিরাপদেই থাকবে। বার্নেট ফিরে

এসেছে।'

কিছু বলল না প্রিসিলা, নিজের কামরা থেকে বেরিয়ে উদ্দিষ্ট কামরায় ঢুকে খিড়কি আটকে দিল। একটু পর বিছানায় শুয়ে পড়ল।

এদিকে প্রিসিলার বেডরুমে ঢুকে বিছানায় গিয়ে বসল পোক রলেস, হাতে সিক্সশ্যুটার। হয়তো অনুমানে ভুল হতে পারে, কিন্তু ওর স্থির বিশ্বাস প্রিসিলাই এই খেলায় আসল চাবিকাঠি। একমাত্র ঘুঁটি। মেয়েটি যার জিম্মায় বা কর্তৃত্বে থাকবে, নিঃসন্দেহে র‍্যাঞ্চও তার আয়ত্তে থাকবে। যা পরিস্থিতি...সঠিক চাল দিতে পারলে কাজের কাজ হয়ে যাবে।

তা ছাড়া, রলেসের কাছে মনে হচ্ছে যেভাবে হোক, প্রিসিলার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে হিককের। ব্যাপারটা অসম্ভব নয়। কারণ গত কয়েকদিনে বেশ কয়েকবার বেড়াতে গেছে প্রিসিলা, হিককের পক্ষে ওর সঙ্গে দেখা করা কঠিন ছিল না। সত্যি বোধহয় তাই ঘটেছে, কারণ আজ রাতেই মেলিনকে কুকশ্যাক থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার সময় বা তারও পরে পার্লারে আলাপ করার সময় প্রিসিলাকে বেশ প্রত্যয়ী ও সাহসী মনে হয়েছে। অথচ এতদিন নিজের মত করে থেকেছে প্রিসিলা, কখনও বাপের চোখে চোখ রেখে কথা বলেনি। এত আত্মবিশ্বাসের উৎস কী?

হিককের বন্ধু ছিল আইক রবেক? সেক্ষেত্রে, এখানে হিককের লক্ষ্য কি প্রিসিলার স্বার্থ দেখা? সম্ভবত। তারমানে প্রিসিলার র‍্যাঞ্চ শত্রু বা ঝামেলামুক্ত করাই তার আসল উদ্দেশ্য। উড়ে এসে জুড়ে বসা অবাঞ্ছিতদের বিতাড়িত করবে?

এমন কিছু করতে গেলে সবার আগে প্রিসিলাকে প্রভাবিত করতে হবে, কারণ সারা জীবন পোক রলেসকে বাপ বলে জেনে এসেছে মেয়েটা। একই কথা খাটে হাঙ্ক বার্নেটের ক্ষেত্রেও। ব্লু হিল র‍্যাঞ্চ নিজের কর্তৃত্বে নেওয়ার জন্য প্রিসিলাকে হাতে রাখতে হবে—কথাটা হিকক, বার্নেট বা ওর নিজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

তারমানে···হিকক আর বার্নেটও প্রিসিলাকে নিজের পক্ষে টানতে চাইবে। রাতের অন্ধকারে দু'জনের কেউ যদি র‍্যাঞ্চ থেকে মেয়েটাকে নিজস্ব নিরাপত্তার মধ্যে নিয়ে যেতে চায়, তা হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। অন্তত অসম্ভব নয় ব্যাপারটা।

বার্নেটও আসতে পারে, কারণ প্রিসিলাকে পটিয়ে বিয়েতে রাজি করাতে পারলে কাজ অর্ধেক হয়ে যাবে···

সেক্ষেত্রে, ওর এই কামরায় রাত কাটানোই মঙ্গল। হিকক বা বার্নেট যদি আসে···

ভোরের আলো ফুটবে ফুটবে করছে যখন, ঠিক তখন ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটার মৃদু খসখসে শব্দ কানে এল রলেসের, পরপরই চাপা স্বরে প্রিসিলাকে ডাকল কেউ।

'প্রিসিলা?'

ঠায় বসে থাকল রলেস, খোলা জানালায় আবছা ভাবে একটা মাথা আর কাঁধের কাঠামো ফুটে উঠল।

'প্রিসিলা!' আবার ডাকল লোকটা।

ট্রিগার টেনে দিল পোক রলেস।

গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেছে বার্নেট, রাস্টি আর বিলি স্যাণ্ডার্সের। পূর্ণ সজাগ এখন ওরা। প্রথমেই পাসির কথা মাথায় এল স্যাণ্ডার্সের, ভয়ে কলজে শুকিয়ে এল—আহা রে, টেক্সাসে যাওয়া বুঝি হলো না!

বিল হিককের কথা ভাবল রাস্টি আর বার্নেট। লাথি মেরে গায়ের উপর থেকে কম্বল সরিয়ে দিল রাস্টি, বুট তুলে নিতে হাত বাড়াল।

সরু চোখে রাস্টিকে দেখল বার্নেট, গুলির শব্দে বিছানায় উঠে বসেছিল, তারপর শরীর এলিয়ে দিল। সত্যিকার পরিস্থিতি না জেনে খোলা আঙিনায় বেরিয়ে যাওয়ার কোন খায়েশ নেই ওর, অন্তত এখনই। বুড়োর শয়তানি হতে পারে। হয়তো একটা গুলি

করে ফাঁদ পেতে অপেক্ষায় আছে, বার্নেট বেরিয়ে গেলেই আসল কাজ সারবে। ওর ঘিলুতে একটা সীসা ঢুকিয়ে দিতে পারলে কাজ খতম হয়ে যাবে। বুড়ো বজ্জাতটাকে বিশ্বাস নেই।

'দেখো তো, কী হয়েছে,' রাস্টিকে নির্দেশ দিয়ে চোখ বুজল হাঙ্ক বার্নেট।

আঙিনায় বেরিয়ে এল রাস্টি। চারদিক নীরব, সুনসান। কোথাও কাউকে দেখা যাচ্ছে না, কোন নড়াচড়া নেই, শব্দও নেই।

মিনিট কয়েক অপেক্ষার পর শক্ত মাটির আঙিনা পেরিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগোল ও। বাড়ির বাড়তি অংশে ক্ষীণ নড়াচড়ার শব্দ পেয়ে ঘুরে তাকাল। একটা লণ্ঠন জ্বালিয়েছে কেউ। বাড়ির কোণ ঘুরতে দূরে একজনের গাঢ় কাঠামো দেখতে পেল, মেঝেয় পড়ে থাকা আরেক লোকের উপর ঝুঁকে পড়েছে।

'কে ওখানে?' জানতে চাইল রাস্টি, পিস্তল চলে এসেছে হাতে।

ঘুরে দাঁড়াল পোক রলেস, নিস্পৃহ দৃষ্টিতে রাস্টির হাতের পিস্তল দেখল। 'রেস গুলি খেয়েছে,' দ্রুত বলল সে। 'জানালা দিয়ে প্রিসিলার রুমে ঢুকতে গিয়ে গুলি খেয়েছে।'

'গুলি খেয়েছে? প্রিসিলা গুলি করেছে ওকে?' বিশ্বাস করতে পারছে না রাস্টি।

জবাবে শ্রাগ করল বুড়ো।

কাউহ্যাণ্ডের উপর ঝুঁকে পড়ল রাস্টি। 'বেঁচে আছে?'

'হ্যাঁ। তবে আঘাতটা গুরুতর। চলো, ওকে ভিতরে নিয়ে যাই।'

নিজের ভাগ্যকে অভিশম্পাত করছে পোক রলেস। জানালায় একজনকে এসে দাঁড়াতে দেখার সঙ্গে সঙ্গে গুলি করেছে, ভেবেছে হাঙ্ক বার্নেট। ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি অন্য কেউ হতে পারে। কিন্তু রেস মেলিন কেন? প্রিসিলা কি পালানোর ফন্দি করেছিল?

দু'জনে ধরাধরি করে প্রিসিলার কামরায় নিয়ে এল আহত রেস মেলিনকে, বিছানায় শুইয়ে দিল। জখম পরখ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রাস্টি।

'এসবে তোমার অবস্থানটা কোথায় বলো তো?' আচমকা জানতে চাইল রলেস।

মুখ তুলে তাকাল রাস্টি। প্রশ্নটা আশা করছিল, তবে কখন আসবে তাই নিয়ে ভাবছিল। 'ভাল কথা মনে করেছ, রলেস,' নিস্পৃহ স্বরে বলল ও, ব্লু হিল মালিকের আসল পরিচয়ে ডাকছে, কিন্তু কণ্ঠে কোন পরিবর্তন বোঝা গেল না। 'মুশকিল কী, আমি নিজেও নিজের অবস্থান জানি না, এও জানি না আদপে কী ঘটছে এখানে। তবে এটা ঠিক, আমি স্প্রেডের পক্ষে আছি।'

'সেক্ষেত্রে, তুমি যেহেতু আমার পে-রোলে আছ, আমার কথা শুনবে। এবার ঝটপট একটা কাজ করে ফেলো।'

'তাই! কী করতে হবে?'

'শহরে চলে যাও। ফ্যাণ্ডাঙ্গোর স্প্যানিশ মেয়েটার সঙ্গে দেখা করবে। বলবে আগামীকাল দুপুর তিনটায় হিককের সঙ্গে দেখা করতে চায় পোক রলেস। সময় নষ্ট কোরো না, ফিরে এসে তৈরি থাকবে। আমার পাশে থাকতে হবে তোমার, যে-কোন পরিস্থিতি বা যে-কারও বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হতে পারে।'

'বড্ড ঝুঁকি! শুধু শুধু কেন জান খোয়াব?' রাস্টি জানে প্রশ্নটা আশা করছে রলেস।

'পাঁচদিনের জন্য আড়াইশো ডলার পাবে। তারমানে প্রতিদিন পঞ্চাশ। তোমার একমাসের কামাইয়ের চেয়েও বেশি। আর যদি অস্ত্র ধরতে হয় তা হলে দ্বিগুণ পাবে।'

বারো

ধূসর রঙের একটা গেল্ডিং-এ চড়ে র‍্যাঞ্চ থেকে বেরিয়ে এল রাস্টি ওয়েব। শহরের দিকে মাইল খানেক গেল ও, তারপর র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে আড়ালে আসা মাত্র দিক বদলে মনুমেন্ট রকের দিকে ঘোড়া ছোটাল। সরাসরি হিককের সঙ্গে দেখা করবে। দ্বিধা বা লুকোচুরির সময় নয় এখন। পোক রলেসের দেওয়া খবরের কী তাৎপর্য জানা নেই ওর, বুঝতেও পারছে না, তবে খবরটা জরুরী ভিত্তিতে পৌঁছানোর পক্ষপাতী। সব শুনে হিকক নিজেই সিদ্ধান্ত নেবে।

মিনিট ত্রিশের মধ্যে চাতালে পৌঁছে গেল রাস্টি।

হিকক নিজে এগিয়ে এল, তারপর হাইডআউটে নিয়ে গেল পাঞ্চারকে। নীরবে সবকিছু শুনল। পাঁচজন গিয়েছিল, কিন্তু ব্লু হিলে ফিরেছে তিন ক্রু; এর পরপরই গুলি খেয়েছে রেস মেলিন।

'না, মারা যায়নি ও,' হিককের প্রশ্নের জবাবে বলল রাস্টি। 'তবে জখমটা বেশ খারাপ। বিস্তর রক্ত হারিয়েছে বেচারা। আসার সময় দেখলাম বুড়ো কুক ওর শুশ্রূষা করছে। বার্ট আবার বুলেটের জখমের চিকিৎসা করতে জানে।'

উঠে দাঁড়াল হিকক, গম্ভীর মুখে আগুনের পাশে পায়চারি শুরু করল। দিনের আলো ফুটে উঠেছে পুরোপুরি, পুবাকাশের বিছানা ছেড়ে উঠে গেছে সূর্য। রোদ এখনও তেতে ওঠেনি।

দুপুর তিনটায় ব্লু হিল র‍্যাঞ্চে ওকে চায় প্রতিপক্ষ। তিনটা বাজতে বিস্তর সময়, এরমধ্যে অনেক কিছু ঘটতে পারে। রাস্টিও

এখানে রয়ে গেছে। রলেস বা বার্নেট কোন ফন্দি বা ভজকট করে থাকলে জানার উপায় নেই।

'তুমি বরং র‍্যাঞ্চে চলে যাও,' রাস্টিকে বলল হিকক। 'চোখ-কান খোলা রেখো। আর সুযোগের অপেক্ষায় থেকো। মওকা পেলে মেয়েটাকে নিয়ে র‍্যাঞ্চ থেকে সরে এসো। সেটা সম্ভব না-হলে ওর কাছাকাছি থেকো। হয়তো তাতেই মস্ত উপকার হবে।'

'তিনটার সময় তুমি আসছ?'

'হ্যাঁ।'

'ফাঁদও হতে পারে এটা।'

'হয়তো। যাই হোক, আমি যাচ্ছি। রলেসকে বোলো সময় মত দেখতে পাবে আমাকে।'

চিন্তিত চাহনিতে রাস্টিকে চলে যেতে দেখল হিকক। রলেস, বার্নেট, স্যাণ্ডার্স আর সকোরো…চারজন থাকবে ওর বিরুদ্ধে। রাস্টি ওয়েবকে সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখা যাচ্ছে না, তবে এ ঝুঁকিটুকু নিতেই হবে। এ ছাড়া উপায় নেই। কয়েক ঘণ্টা পর নিজে ব্লু হিলে গিয়ে উপস্থিত হবে ও।

কফি খেতে খেতে বিভিন্ন কোণ থেকে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করল হিকক। শেষে, ব্লু হিল র‍্যাঞ্চের লে-আউট ও খুঁটিনাটি মনে করার চেষ্টা করল। বাঘের খাঁচায় গিয়ে বাঘের মুখোমুখি হওয়ার সময় তথ্যগুলো কাজে লাগবে।

একটা শোডাউন হবে, জানে ও, অন্তর থেকে টের পাচ্ছে; তা ছাড়া, পরিস্থিতিতেও সেই আভাস। ব্যবসায়িক কথাবার্তা বা ছাইপাঁশ যাই বলুক রলেস, হিকক জানে ভুয়া ব্লু হিল মালিকের চাহিদা বা প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ হলে বিপদে পড়ে যাবে, লড়াই করে বেরিয়ে আসতে হবে ব্লু হিল থেকে। এটা ধরে নিয়েই পরিকল্পনা করছে ও; এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্লু হিলে গিয়ে শত্রুদের মুখোমুখি হবে। এই খেলায় রলেস নিজে ডিলার, পছন্দমত তাস বাঁটবে, কিন্তু খেলবে-কি-খেলবে না তা হিককের মর্জি, পরিস্থিতি

অনুযায়ী খেলবে কিংবা বিরত থাকবে।

ম্যাথু মেহ্লারের মৃত্যুর ব্যাপারটা ওকে আগ্রহী করে তুলেছে। পিস্তলে মেহ্লার খুবই ক্ষিপ্র আর নিখুঁত লক্ষ্যভেদী ছিল, সেক্ষেত্রে বলতেই হবে হাঙ্ক বার্নেট আরও ফাস্ট, নইলে মেহ্লারকে এভাবে হারিয়ে দিতে পারত না।

রাস্টির কাছে শুনে মনে হয়েছে র‍্যাঞ্চ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর–হয়তো কোন অভিযানে গেছে ব্লু হিল ক্রুরা–গোলাগুলিতে পড়ে গিয়েছিল। জেথ ব্রেসলিনের মৃত্যু তার পরিণতি। টাকা ভরা থলে নিয়ে ফিরে এসেছে বার্নেটরা। সেক্ষেত্রে, নিশ্চিতভাবে বলা যায় কোথাও লুটপাট করেছে। ব্যাঙ্ক, ট্রেন কিংবা স্টেজ। তবে ব্যাঙ্ক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, কারণ চৌহদ্দিতে স্টেজ চলাচল করে না আর রেলরোড এখান থেকে কয়েকশো মাইল দূরে।

সম্ভাব্য বেশ কয়েকটা জায়গা আছে, সঠিক বলা মুশকিল ঠিক কোথায় লুটপাট চালিয়েছে বার্নেটরা।

দুপুরের একটু আগে বাকস্কিনের পিঠে চড়ে হাইডআউট থেকে বেরিয়ে এল হিকক। সমান জমি ধরে ব্লু হিলের পথ ধরল না, বরং সল্ট ক্রীক ওঅশ পেরিয়ে মনুমেণ্ট রকের উল্টোদিকের ক্যানিয়ন পাড়ি দিল। গিরিখাত থেকে বেরিয়ে উত্তরের ট্রেইল ধরল। জায়গাটা পপিং রকের পশ্চিমে, এখান থেকে আড়াআড়ি পথে সঙ্কীর্ণ ট্রেইল ধরে ব্লু হিল রেঞ্জের দক্ষিণ সীমানায় চলে যাওয়া যায়। অন্য কেউই বোধহয় ট্রেইলটার কথা জানে না, তবে হিকক বেশ কিছুদিন ঘোরাঘুরি করে কাটিয়েছে এদিকে, বিভিন্ন খ্যাত-অখ্যাত ট্রেইলে পাড়ি জমিয়েছে বিপদে কাজে লাগবে বলে।

এই ট্রেইল আগেও ব্যবহার করেছে বলে খুঁটিনাটি সম্পর্কে জানা আছে। ধীর গতিতে এগোচ্ছে ও, তাড়া নেই। বিশেষ ট্রেইল ধরেছে বলে কম সময়ে পৌঁছে যাবে। রাইডিঙের ধকলও তেমন পোহাতে হবে না।

ঘণ্টাখানেক পর ব্লু হিল র‍্যাঞ্চের পিছনের পাহাড়ের পাদদেশে

পৌঁছে গেল। পাইনের আড়ালে বাকস্কিনকে লুকিয়ে রেখে ক্লিফের কিনারে চলে এল। কয়েক ফুট উপরে ওঠার পর চাতালের মত এক জায়গায় বসল। সামনে খোলা রেঞ্জ, তারপর ব্লু হিল র‍্যাঞ্চ হাউস। ফিল্ডগ্লাস বের করে পুরো লে-আউট খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল ও।

র‍্যাঞ্চের প্রায় সবটাই চোখে পড়ছে। আনুমানিক ছয়শো ফুট উপর থেকে দেখছে, আর মাত্র মাইল খানেক দূরে; দৃষ্টিপথে কোন বাধা বা প্রতিবন্ধকতা নেই, আকাশও পরিষ্কার, নির্মল ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। দূরে হলেও প্রতিটি কাঠামো দেখতে পাচ্ছে, এবং আলাদা করে চিনতেও পারছে; তবে পনেরো মিনিট টানা নিরীখ করার পরও কাউকে দেখতে পেল না। ব্লু হিল যেন পরিত্যক্ত হয়ে গেছে!

কিছুটা হলেও দুশ্চিন্তা বোধ করল হিকক। ঘটনা কী? হুট করে কেন জনশূন্য হয়ে পড়বে ব্লু হিল? খোলা জায়গা দূরে থাক, এমনকী বাড়ির ভিতরেও কারও নড়াচড়া চোখে পড়ছে না। র‍্যাঞ্চের সব স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ করে ঘাপটি মেরে আছে? সেক্ষেত্রে, প্রিসিলা আর কূক কোথায়? ওদের এসবের বাইরে থাকার কথা।

ঢাল ও পাথুরে দেয়াল ধরে কিছুটা নেমে গেল হিকক, ক্লিফের কিনারা বরাবর নীচে এবং র‍্যাঞ্চের আরও কাছাকাছি পৌঁছে ভাল করে দেখতে চায়। জুতসই একটা জায়গা খুঁজে পেল প্রায় চল্লিশ ফুট নামার পর। এখান থেকে সামনের তৃণভূমি, র‍্যাঞ্চ হাউস আর আশপাশের এলাকা বেশ স্পষ্ট চোখে পড়ছে।

খুঁটিয়ে নিরীখ করল। কাছাকাছি পর্বতশৃঙ্গের কারণে আড়ালে পড়ে গেছে দুটো দালান–বার্ন আর করাল, বোধহয়–কিন্তু মূল স্থাপনা, অর্থাৎ র‍্যাঞ্চ ও বাঙ্ক হাউসের পুরোটাই চোখে পড়ছে। কোথাও কারও নড়াচড়া নেই।

শেষে উঠে পড়ল হিকক, চাতালে এসে বাকস্কিনের পিঠে চড়ে

পশ্চিমে এগোল। রিম ধরে এগিয়ে যাচ্ছে, তা হলে সময় বাঁচবে, কারণ যে-পথে উঠে এসেছে, ঢালু বলে বাকস্কিনটাকে নিয়ে নামা বিপজ্জনক হবে। তারচেয়ে রিম ধরে এগিয়ে যাওয়াই মঙ্গল, অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক ট্রেইল পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তা ছাড়া, ব্লু হিল র‍্যাঞ্চের দিকেও এগোনো হবে।

কিন্তু অনেকক্ষণ চলার পরও পথ খুঁজে পেল না। তবে পুরো মাইল দুয়েক যাওয়ার পর নীচে নামার মত পথ পেল।

ঘাম ঝরিয়ে যখন নীচে নেমে এল, হিকক দেখল পুরানো মরমন ট্রেইলে পৌঁছে গেছে। চিন্তিত মনে খুঁটিয়ে দেখল ট্রেইল, কিন্তু ইদানীং ব্যবহৃত হয়েছে এমন কোন চিহ্ন চোখে পড়ল না দেখে নিশ্চিন্ত হলো। ট্রেইল থেকে সরে গিয়ে ক্লিফের কাছাকাছি পথ ধরে এগোল যাতে ঝোপঝাড়, পাইন, বোল্ডার আর টিলার আড়াল পায়। এভাবে বেশ খানিকটা খোলা ট্রেইল এড়িয়ে যেতে সক্ষম হলো। শেষপর্যন্ত অবশ্য ক্লিফের এক অংশের আড়াল পেল যা র‍্যাঞ্চের দালানকোঠা থেকে আড়াল করেছে ওকে।

বেশ কয়েকবার থেমে ফিল্ডগ্লাসের সাহায্যে র‍্যাঞ্চ ও আশপাশ নিরীখ করেছে, কিন্তু একবারও কোনরকম নড়াচড়া চোখে পড়েনি ওর। কেমন ভুতুড়ে লাগছে! সবকিছু কত স্পষ্ট, অথচ দেখে মনে হচ্ছে বাথানটা বছরের পর বছর ধরে পরিত্যক্ত! দুপুরের খরতাপে পুড়ছে ব্লু হিল।

দূরে মরুভূমিতে তাপতরঙ্গ নাচছে, উদ্বাহু নৃত্য জুড়ে দিয়েছে। মনুমেন্ট রকের আকাশচুম্বী শৃঙ্গগুলো আকাশের বিপরীতে লালচে-বেগুনী রঙ ধারণ করেছে। আর দুস্তর মেরুর বালি পেয়েছে গোলাপি, মেরুন বা ম্যাজেন্টা রঙ—একেক জায়গায় একেক রকম; বিশেষ করে যেখানে বিচ্ছিন্ন মেঘের ছায়া পড়েছে। নিস্তরঙ্গ বাতাস, এমনকী গাছের পাতাও নড়ছে না; পরিবেশ এতই নীরব যে সামান্য শব্দে নীরবতা খানখান হয়ে যেতে পারে।

অস্বস্তিভরা মনে হ্যাটের কিনারা পিছনে সরিয়ে দিল হিকক,

হাতের চেটো দিয়ে কপাল আর ভুরু থেকে ঘাম মুছল। তীব্র গরম পড়ছে। সামান্য বাতাসও নেই। রুমালে ঘর্মাক্ত হাতের তালু মুছল ও, সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল নীরব ও নিশ্চল র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে। হাঁটুর গুঁতোয় আগে বাড়াল বাকস্কিনকে।

একশো গজের মত এগিয়ে আবার ইতস্তত করল। শরীরের প্রতিটি ইন্দ্রিয় সতর্ক ও টানটান হয়ে আছে, বিপদের জন্য তৈরি। হোলস্টারের ফিতা সরিয়ে দিল ও, মুহূর্তের ব্যবধানে যাতে ড্র করতে পারে। তীব্র রোদের মধ্যে চোখ কুঁচকে তাকাল।

র‍্যাঞ্চ হাউসের অনেক কাছে চলে এসেছে এখন। ভিতরকার নড়াচড়া খালি চোখে দেখতে পাবে। কিন্তু আদপে প্রাণের কোন চিহ্ন নেই সেখানে। সবই নীরব, নিথর, নিশ্চল। ফিল্ডগ্লাস দিয়ে আরও একবার নিরীখ করল পুরো লেআউট। উঁহুঁ, কিছুই চোখে পড়ছে না। গ্লাস সরিয়ে রুমাল দিয়ে মুছে স্যাডলব্যাগে রেখে দিল।

র‍্যাঞ্চ হাউসের পিছনের পাহাড়ের দিকে তাকাল হিকক। আরেকটু এগোলে খোলা জায়গা পেরিয়ে যেতে হবে, সেক্ষেত্রে পর্বতশৃঙ্গের উপর অবস্থান নেওয়া মার্কসম্যানের সহজ টার্গেটে পরিণত হবে। সবচেয়ে কাছের শৃঙ্গের আনাচ-কানাচ জরিপ করল অনেকক্ষণ, তারপর ব্লু হিলের দালান এবং করাল নিরীখ করল।

কোথাও কেউ নেই। সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়ছে না।

একটা গড়বড় হয়ে গেছে।

একটা কিছু ঘটে গেছে, আর সেটা ঘটেছে রাস্টি র‍্যাঞ্চ ত্যাগ করার পর...কিংবা রাস্টি ফিরে আসার পর, যেহেতু লাল-চুলো কাউবয়কেও কোথাও দেখতে পাচ্ছে না।

আর যদি এটা ওর জন্য পাতা কোন ফাঁদ হয়ে থাকে, একটু বেশি আগেভাগে হয়ে গেছে, যেহেতু তিনটা বাজতে এখনও এক ঘণ্টা বাকি। তা ছাড়া, কাউকে পাহারায় রাখার কথা; এবং ভিতরে অন্যদের স্বাভাবিক কর্মচাঞ্চল্য থাকার কথা যাতে হিকক কোন

সন্দেহ করতে না-পারে। অথচ তেমন কিছুই নেই।

দূরে, তৃণভূমিতে পানির উৎসের দিকে এগোল একটা বলদ। আর সুনীল আকাশে অলস ভঙ্গিতে চক্কর কাটছে দুটো শকুন। তীব্র রোদ গ্রাহ্য করছে না। হাঁটুর গুঁতোয় ঘোড়াকে আগে বাড়াল হিকক, ক্লিফের ছায়া ও ছোটখাট আড়াল ব্যবহার করছে। স্যাডল স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল তুলে নিল হাতে, তারপর ক্লিফের ছায়া থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসে সরাসরি উল্টোদিকের ক্লিফের দিকে এগোল।

একেবারে কাছাকাছি এসে বাকস্কিনের পিঠ থেকে নামল ও, নিচু স্বরে ঘোড়াকে নির্দেশ দিয়ে দ্রুত পায়ে এগোল। দু'পা এগিয়ে থামল ক্ষণিকের জন্য; কান খাড়া, ইন্দ্রিয় সজাগ। কোথাও অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ল না বা কানে এল না।

র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে চলে এসেছে এখন। খুঁটিয়ে দেখল পুরো বাড়ি। ধীর গতিতে মনে মনে পঞ্চাশ পর্যন্ত গুনল। কিন্তু কিছুই ঘটল না। না কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছে, না কোন নড়াচড়া দেখতে পেয়েছে। একেবারে নিশ্চুপ ব্লু হিল র‍্যাঞ্চ হাউস। ভুতুড়ে নীরবতা বিরাজ করছে।

আসলে কী ঘটেছে এখানে?

গুল্মের আড়াল থেকে চট করে বেরিয়ে এল হিকক, তারপর দ্রুত ও নিঃশব্দ পায়ে দালানের দিকে এগিয়ে গেল। প্রিসিলার ঘর চেনা আছে ওর, দেয়াল বরাবর জানালার কাছে চলে এল। প্রথম দিন মেয়েটা বেরিয়ে গিয়ে ওর উদ্দেশ্যে হাত নাড়ার আগে ভিতরে নড়াচড়া দেখতে পেয়েছিল হিকক, অনুমান করেছে এটাই প্রিসিলার বেডরুম। জানালা খোলা, পর্দা দু'পাশে সরিয়ে দেওয়া; এতটুকু নড়ছে না।

কামরার ভিতরে এক দেয়ালে বড়সড় একটা আয়না লাগানো, এক পাশ থেকে দেখায় কামরার ভিতরে উল্টোদিকটা চোখে পড়ল ওর. আদপে প্রায় পুরো কামরাই চোখে পড়ছে। কিছু নেই।

স্যাডল ত্যাগ করার আগে রাইফেল স্ক্যাবার্ডে রেখে এসেছে ও। এক হোলস্টার থেকে একটা পিস্তল তুলে নিল হাতে, চট করে পা চালিয়ে জানালা পেরিয়ে গেল, আয়নার মাধ্যমে কামরার অন্য পাশটা দেখতে চায়।

শূন্য কামরা।

পোর্চে পা রাখল হিকক, তারপর জানালা দিয়ে কামরায় ঢুকে পড়ল।

জানালার চৌকাঠে কয়েক ফোঁটা রক্ত চোখে পড়েছে ওর। রাস্টির কাছ থেকে ঘটনা শুনেছে, তাই অনুমান করল এটা রেস মেলিনের রক্ত। উল্টোদিকে দরজা আলোকিত করিডরে উন্মুক্ত হয়েছে। সামান্য দ্বিধার পর করিডরে বেরিয়ে এল হিকক।

পোর্চের কিনারে সিলিং থেকে দড়ির সাহায্যে একটা ওলা ঝুলছে, ভিতরকার স্বচ্ছ, ঠাণ্ডা পানির কারণে ওটার পেটমোটা কিনারা গাঢ় দেখাচ্ছে। কাছাকাছি বেশ কয়েকটা মরিচও ঝুলছে। আর প্যাসিওর ঠিক মাঝখানে ছোট্ট ঝর্না মাটি থেকে উঠে এসেছে, তৈরি করেছে কৃত্রিম ক্ষুদ্র একটা জলপ্রপাত। এখান থেকে টিনের তৈরি পাইপের মাধ্যমে পানির স্রোত গিয়ে পড়েছে করালের লাগোয়া ওঅটরট্রাফে।

কান খাড়া করে শব্দ শুনল হিকক, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু শুনতে পেল না। পরিবেশ যতই শান্ত দেখাক, নিরুদ্বিগ্ন হওয়ার উপায় নেই, কারণ আধ-ডজন খোলা জানালা বা দরজার আড়ালে কেউ পিস্তল হাতে অপেক্ষায় থাকতে পারে, এ-মুহূর্তে কেউ ওকে নিশানা করছে না তারই বা নিশ্চয়তা কী? জানালা বা দরজার আড়ালে থাকলে চোখে পড়বে না, সুযোগমত একটা গুলি পাঠিয়ে দিতে পারলে কেল্লা ফতে হয়ে যাবে। হাঙ্ক বার্নেট বা পোক রলেসের পক্ষে এমন কিছু করা খুবই স্বাভাবিক।

করালের কাছে আরও একটা পানির ওলা ও পান করার জন্য পাত্র রয়েছে। দেখেই যেন তেষ্টা পেয়ে গেল ওর। আসলে উদ্বেগে

মুখ শুকিয়ে গেছে।

কান খাড়া করল আবারও, সামান্যতম শব্দও শুনতে উদ্গ্রীব; কিন্তু এবারও শুনতে পেল না। আরও কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করার পর প্যাসিও ধরে কয়েক পা এগোল, উল্টোদিকের কামরার সামনে পৌঁছল। প্যাসিও অতিক্রম করার সময় ডানদিকে দৃষ্টি চালাল, খোলা অংশ ছাড়িয়ে করাল আর স্টেবল চোখে পড়ল। দিনের আলোয় আলোকিত সব–নিথর ও শূন্য।

রান্নাঘরে উঁকি দিল হিকক। এখানেও কেউ নেই। আলতো হাতে কফিপট স্পর্শ করল, সামান্য গরম মনে হলো। স্টোভের ঢাকনা তুলে দেখল উপরের দিকে ছাইয়ের আড়ালে জ্বলন্ত কয়লা আছে এখনও। স্টোভ পেরিয়ে ডাইনিংরুমে পা রাখল হিকক। থামল।

বামদিকের দরজা-পথে একটা হাত দেখা যাচ্ছে, শিথিল ভঙ্গিতে পড়ে আছে, তালু মেঝের দিকে। হাতের কুঁচকে যাওয়া চামড়া দেখে বোঝা যায় বয়স্ক মানুষের।

টেবিলের কোণ ঘুরে দ্রুত এগিয়ে গেল হিকক, হতভাগ্য মানুষটাকে দেখতে পেল। টেকো মাথার নীচ দিকে ঝালরের মত কিছু চুল রয়েছে। শার্টে রক্তের গাঢ় দাগ, শরীরের নীচে রক্তের ছোটখাট পুকুর তৈরি হয়ে গেছে।

ডান হাতের কাছাকাছি মেঝেয় একটা সিক্সশ্যূটার পড়ে আছে, আর গায়ের অ্যাপ্রন তার পরিচয় প্রকাশ করছে। কূক। বার্ট হ্যাকলে বেশ অনেকক্ষণ আগে মারা গেছে। বুকে দুটো গুলি করা হয়েছে।

লাশ পেরিয়ে গেল হিকক। মৃত কূকের অবস্থান দেখে অনুমান করল বামের কামরা থেকে বেরিয়ে এসেছিল মৃত্যুর ঠিক আগে। কামরার ভিতরে নজর চালাল ও। অবিবাহিত লোকের কোয়ার্টার যেমন হয়।

এবার পাশের কামরায় ঢুঁ মারল। বিছানার চাদর অগোছাল,

তারমানে কেউ রাতে ঘুমিয়েছে এখানে। ঝুঁকে বালিশে গন্ধ শুঁকল হিকক, পারফিউমের ক্ষীণ ঘ্রাণ লাগল নাকে। গতরাতে, সম্ভবত, প্রিসিলা এখানে ঘুমিয়েছিল। কিন্তু মেয়েটা তা হলে গেল কোথায়?

বাকিরাই বা কোথায়?

কুকের লাশ পেরিয়ে ডাইনিংরুমে চলে এল হিকক, দীর্ঘ টেবিলের কোণ ঘুরে অন্য দরজা দিয়ে বড়সড় লিভিংরুমে ঢুকল।

এখানেও কেউ নেই। শূন্য কামরা।

দূরে মেঘের গুড়গুড় শব্দ হলো, পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি উঠল; তারপর একসময় মিলিয়ে গেল। মরুভূমি থেকে ধেয়ে আসা ক্ষীণ বাতাস পেরিয়ে গেল শূন্য র‍্যাঞ্চ হাউস, প্যাসিওতে ঝুলন্ত মরিচ নাড়া খেয়ে খসখস শব্দ তুলল, স্পষ্ট শুনতে পেল হিকক। জানালার পর্দায় সামান্য কাঁপন উঠল, এত অস্পষ্ট শব্দ যে মনে হলো ভুতুড়ে হাতের কারসাজি।

হাতের চেটো দিয়ে কপাল থেকে ঘাম মুছল ও, সতর্ক পায়ে কামরা পেরিয়ে গেল। আবার দমকা বাতাস বয়ে গেল। সহসা আরও একটা শব্দ কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে মেরুদণ্ডে শীতল শিহরণ টের পেল হিকক, অনুভব করল কাঁধের মাংসপেশিতে কাঁপন উঠেছে। শিউরে ওঠার মতই শব্দ। উপর থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া দড়ি বা ল্যাসোর ওজনের ভারে টানটান হয়ে যাওয়ার আওয়াজ এটা। কাউকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিলে যেমন শোনায়!

দ্রুত দরজায় চলে এল ও, মুখ শুকিয়ে গেছে। যেন আগে থেকে জানত বা অনুমান করতে পেরেছিল, চট করে স্টেবলের দিকে চলে গেল দৃষ্টি। হাট হয়ে খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে তাকাল। দিনের আলো যথেষ্ট ঢুকেছে ভিতরে। ছাদের আড়াআড়ি বীমের সঙ্গে ঝুলছে একটা দেহ। দড়িটা খাটো। হতভাগ্য লোকটার দেহ এখনও সামান্য দুলছে।

কাছে, খোলা জায়গায় মেঝেয় হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে একটা দেহ। পিস্তল হাতে দ্রুত বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল হিকক,

ডানে-বামে চকিত দৃষ্টি চালাল, তারপর দৌড়ে স্টেবলে ঢুকে পড়ল। পলকের দৃষ্টিতে দেখে নিল মুখটা, এবং বিহ্বল বোধ করল ও। লোকটা নিতান্ত অপরিচিত!

দৌড়ে বার্নে চলে এল ও, যেখান থেকে দড়ি ঝোলানো হয়েছে। দড়ির গিঁট খুলে দ্রুত নামাল লোকটাকে। লাশের স্পার মাটি স্পর্শ করার সময় রিনিঝিনি শব্দ উঠল। বিকৃত ও বীভৎস মুখটা দেখে চিনল। সকোরো।

মৃত্যুর আগে বেশ ভুগেছে সে। কারণ ফাঁসি হয়েছে অবর্ণনীয় উদ্বেগ আর আতঙ্কে ভোগার পর। ভাঙা একটা টুলের উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল সকোরোকে, সেটার উপর ভর করে বেশ কিছুক্ষণ টিকে ছিল সে। জীবিত থেকেও নরক যন্ত্রণা ভোগ করেছে। যারা ঝুলিয়েছে তাকে, মোটামুটি নিশ্চিত ছিল কতক্ষণ পর মৃত্যু হবে আউটলর, তাই ঝুলিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে চলে গেছে।

এবার বাঙ্ক হাউসের দিকে এগোল হিকক। দূর থেকে দেখল সিঁড়িতে রক্তের ছোপ লেগে আছে। সামান্য দ্বিধার পর ভিতরে পা রাখল। ঢোকার মুখে মেঝেয় পড়ে আছে অচেনা এক লোকের লাশ, অসংখ্য গুলি বিদ্ধ করেছে দেহটা, আর কামরার একেবারে শেষ প্রান্তে দেয়ালের সঙ্গে পিঠ দিয়ে মেঝেয় বসে আছে বিলি স্যাণ্ডার্স। মাথা ঝুঁকে পড়েছে বুকের উপর, শিথিল হাতের কাছে পড়ে আছে জোড়া পিস্তল। শার্ট এবং ট্রাউজার রক্তে সয়লাব।

স্যাণ্ডার্সের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল হিকক, হাত বাড়িয়ে তার চিবুক তুলে ধরল। অবিশ্বাস্য হলেও, সামান্য কেঁপে উঠল ব্লু হিল ক্রুর চোখ, ঠোঁটে শব্দ ফুটল: '...গুলি করেছে আমাকে...' প্রায় ফিসফিসানির মত শোনাল কথাগুলো, আসলে সবই বলেছে সে, কিন্তু ঠোঁট পুরোটাকে শব্দে রূপান্তর করতে ব্যর্থ হয়েছে। 'ওই টেলনরা।'

দোরগোড়ায় পড়ে থাকা লাশের দিকে ইশারা করল হিকক।

'ওই লোকটা টেলন?'

অস্পষ্টভাবে মাথা ঝাঁকাল স্যাণ্ডার্স, ঠিক বোঝা গেল না। 'টাফ...' বিড়বিড় করল সে। 'এত টাফ লোক...'

'রলেস কোথায়?'

মাথা নাড়ল স্যাণ্ডার্স।

মুমূর্ষু মানুষটার কাঁধ খামচে ধরল হিকক। 'শুনতে পাচ্ছ? মেয়েটা কোথায়? ওর খবর জানো? প্রিসিলার কথা বলছি। আরে, জবাব দাও!'

জোর করে চোখ মেলল স্যাণ্ডার্স, কষ্টকৃত কণ্ঠে কোনরকমে বলল: 'জ...জা...জানি না। পোক...চলে গেছে।'

'পোক রলেস মেয়েটাকে নিয়ে গেছে, তাই না?'

ক্ষীণ নড করল আউটল। 'পাগল হয়ে গেছে বার্নেট...বদ্ধ উন্মাদ...' দুর্বল হয়ে গেল তার কণ্ঠ, প্রায় শোনা গেল না। জ্ঞান হারিয়েছে।

সতর্কতার সঙ্গে তাকে বসিয়ে দিল হিকক, কাছাকাছি বাঙ্ক থেকে একটা বালিশ তুলে নিয়ে মাথার পিছনে জুত মত বসিয়ে দিল। মরবে স্যাণ্ডার্স তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তার কষ্ট কিছুটা হলেও কমবে এতে। সামান্য আরাম দিতে যতটা করা সম্ভব, তাই করল হিকক। শেষে দ্রুত পায়ে বাঙ্কহাউস থেকে বেরিয়ে এসে র‍্যাঞ্চ হাউসের পুরো লেআউটের উপর চকিত দৃষ্টি চালাল।

কোথাও আর কেউ নেই। চারটা লাশ। শিগ্‌গিরই তাদের সঙ্গে যোগ দেবে স্যাণ্ডার্স। রলেস, বার্নেট, প্রিসিলা, ওয়েব বা রেস মেলিনের কোন পাত্তাই নেই।

দ্রুত এক বালতি ঠাণ্ডা পানি নিয়ে আবার বাঙ্ক হাউসে ঢুকল হিকক, দেখল জ্ঞান ফিরে এসেছে স্যাণ্ডার্সের। মগে পানি তুলে তার মুখের কাছে ধরল, পান করতে সাহায্য করল আউটলকে। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ওকে একবার দেখল স্যাণ্ডার্স, বিড়বিড় করে বলল:

'বার্নেট তোমার প্রেমিকাকে ধরতে বেরিয়ে গেছে...রাগে মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওর! এমন খেপে যেতে আর কখনও দেখিনি।'

বিস্ময়ে প্রায় বিহ্বল বোধ করল হিকক। 'আমার প্রেমিকা? সল্ট লেকের জুয়ানিতার কথা বলছ?'

দুর্বল ভঙ্গিতে নড করল স্যাণ্ডার্স। 'আর...টেলনরা ওয়েবকে ধাওয়া...করতে বেরিয়ে...'

'কী?' ঝট করে উঠে দাঁড়াল হিকক। 'কিন্তু ও তো আউটল নয়!'

'সেটা টেলনদের গিয়ে বলো!' মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে স্যাণ্ডার্সের মুখ।

খানিকটা হলেও বিমূঢ় বোধ করছে হিকক, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল মৃতপ্রায় মানুষটির পাশে। খুনের নেশায় উন্মাদ হয়ে যাওয়া হাঙ্ক বার্নেট সল্ট লেকে গেছে, সুযোগ পেলে জুয়ানিতার ক্ষতি করতে কসুর করবে না প্রতিহিংসাপরায়ণ লোকটা। এদিকে প্রিসিলাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে পোক রলেস, ধারে-কাছে কোথাও নিশ্চয়ই ঘাপটি মেরেছে। আর বন্ধু রাস্টি ওয়েব নিতান্ত নিরীহ ও আহত এক পাঞ্চারকে নিয়ে মহাবিপদে পড়েছে, খুনে পাসি ওদের পিছু নিয়েছে—ধরা মাত্র সকোরোর মত লটকে দেবে!

রাস্টি ওয়েবের প্রতি দায় অনুভব করছে হিকক, কারণ স্রেফ ওকে সাহায্য করার জন্য এখানে এসেছে রাস্টি, নিজস্ব কোন স্বার্থ তার ছিল না।

টেলনদের সম্পর্কে খুব ভাল করে জানে হিকক। ওসমানদের আত্মীয় এরা। দৃঢ়প্রত্যয়ী, বেপরোয়া ও জেদী আইরিশ; অথচ একই সঙ্গে সৎ, সমর্থ ও সাচ্চা লোক বলেও পুরো পশ্চিমে সুনাম আছে ওদের। কঠিন ও শক্তপাল্লা। পারিবারিক বন্ধনটা খুব দৃঢ় বলে একজনের বিপদে অন্যরা নির্দ্বিধায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওদের কারও বিরুদ্ধে কোন অন্যায় হলে কড়ায়-গণ্ডায় তার মাসুল আদায় করে নেয়।

অ্যাযটেকবাসী সম্পর্কেও কিছুটা জানা আছে হিককের, বিশেষ করে শুরুতে যারা থিতু হয়েছে ওখানে। এদের দৃঢ়তার কারণে শহরটার পত্তন হয়েছিল। হাঙ্ক বার্নেট ওদের শহরে গিয়ে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে, আর এরা বিনা প্রতিবাদে তা মেনে নেওয়ার মানুষ নয়। চরম প্রতিশোধ নেবে। খোদ ইণ্ডিয়ানরাই সুবিধা করতে পারেনি ওদের সঙ্গে, বার্নেটরা তো কোন্ ছার!

সত্যি যদি অ্যাযটেক থেকে আসা পাসি র‍্যাঞ্চ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে থাকে, এখানে যত লোক আছে প্রত্যেককে দোষী সাব্যস্ত করবে ওরা, এবং স্রেফ নির্বিচারে প্রতিশোধ যজ্ঞ চালাবে। কাউকে ছাড় দেবে না। সবচেয়ে বড় কথা, তাদের দু'জন এখানে খুন হয়ে গেছে। পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। মানুষগুলোকে এখন আর কোনভাবেই নিরস্ত করা যাবে না, উদ্দেশ্য থেকে টলানো অসম্ভব হয়ে পড়বে।

স্যাণ্ডার্সকে ভাগ্য আর সময়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে বাঙ্ক হাউস থেকে বেরিয়ে এল হিকক, রৌদ্রোজ্জ্বল আঙিনায় পা বাড়াল। যাবে কোথায়? ফের ধন্দে পড়ে গেল। জুয়ানিতা বিপদে পড়েছে। এদিকে রাস্টির পিছু নিয়েছে খুনে পাসির দল। প্রিসিলারও বিপদ কম নয়...

উভয় সঙ্কট নয়, ত্রিসঙ্কটে পড়ে গেছে! তিক্ত মনে ভাবল ও।

ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করল হিকক। মাথা গরম করে সিদ্ধান্ত নিলে ভুল হবে, যার মাশুল হবে খুব চড়া। সল্ট লেকে ট্রিনো আছে, প্রাণ দিয়ে হলেও জুয়ানিতার নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে সে। ড্যান হাওয়ার্ডও পিছিয়ে থাকবে না। তাই ধরে নেওয়া চলে জুয়ানিতার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে ওরা। ভরসা রাখা ছাড়া উপায়ও নেই।

প্রিসিলা...যেখানেই থাকুক, বেচারীকে অপেক্ষায় থাকতেই হবে। তবে এটাও ঠিক এখনই বিপদে পড়ার সম্ভাবনা কম ওর। অন্তত কিছুটা সময় পাওয়া যাবে। বিপদ হতে পারত যদি রলেস

না হয়ে বার্নেট প্রিসিলাকে অপহরণ করত। রলেসের কাছ থেকে এখনই চরম বা চূড়ান্ত কোন কিছু আশা করা যায় না, বরং প্রিসিলাকে তুরুপের তাস হিসাবে জিম্মায় রেখে খেলাটা নিজের মত করে চালানোর চেষ্টা করবে বুড়ো আউটল।

যেভাবেই হোক অ্যাযটেক থেকে আসা পাসির চোখে ধুলো দিয়ে আহত রেস মেলিনকে নিয়ে কেটে পড়তে সক্ষম হয়েছে রাস্টি ওয়েব, যেহেতু জানত মেলিনকে দেখা মাত্র আহত আউটল মনে করবে পাসি। তাই ব্লু হিলে থেকে নিজের বা মেলিনের নির্দোষিতা প্রমাণ করার খায়েশ করেনি। ছেলেটা এখানে এসেছে শুধুই হিককে সাহায্য করার জন্য, সেক্ষেত্রে একটা ভুলের কারণে তার ফাঁসি হয়ে গেলে এই দায় বা অপরাধবোধ থেকে জীবনে কোনদিনই মুক্তি মিলবে না ওর। নিজেকে কখনও ক্ষমা করতে পারবে না।

দ্রুত পা চালিয়ে করালে চলে এল ও, যে কয়টা ঘোড়া আছে সবগুলোর উপর নজর চালাল। রাস্টির ঘোড়া নেই এখানে।

ঘুরে তীক্ষ্ণ স্বরে শিস বাজাল ও। সেকেণ্ড কয়েকের মধ্যে ওর সামনে উপস্থিত হয়ে গেল বাকস্কিন, দালানের কোণ ঘুরে ছুটে চলে এসেছে।

স্যাডলে চেপে আবার পুরো র‍্যাঞ্চে তালাশ শুরু করল হিকক, তবে এখন কাজ সহজ হয়ে গেছে, যেহেতু জানে–সম্ভবত, এবং ওর স্থির বিশ্বাস–র‍্যাঞ্চ হাউসের পিছন দিক দিয়ে পালিয়ে গেছে রাস্টি ওয়েব। তাই, যেদিকে ট্র্যাক পাওয়ার সম্ভাবনা, অর্থাৎ র‍্যাঞ্চ ও বাঙ্ক হাউসের পিছন দিকটায় চলে এল। অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহৃত হয় বলে এখানে যে-কোন চিহ্ন চোখে পড়ার সম্ভাবনা একটু বেশি।

বাস্তবে, ওর অনুমানই সত্যি হলো। মিনিট বিশেক নিরবচ্ছিন্ন ভাবে খুঁটিয়ে দেখার পর দুটো ঘোড়ার ছাপ আবিষ্কার করতে সক্ষম হলো। হিকক নিঃসন্দেহ দুটোর মধ্যে একটা ঘোড়া রাস্টি

ওয়েবের। বাদামী রঙের সোরেল ব্যবহার করে লাল-চুলো কাউবয়, ওটাকে কয়েকবার দেখার সুযোগে ছাপ সম্পর্কেও ধারণা পেয়ে গিয়েছিল হিকক; এখন সেই ধারণা কাজে লাগল।

পশ্চিমের মানুষ এমনই হয়। অসচেতন অবস্থায়ও কয়েকটা জিনিস এরা দেখে নেয়–ঘোড়া বা গরুর ব্র্যাণ্ড, পায়ের ছাপ, গায়ের রঙ ও বৈচিত্র্য, নালের আকৃতি...ইত্যাদি। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নিয়ে দেখে না, বরং একটা লোক প্রথম ঘর থেকে বেরিয়ে যেমন প্রথমে আকাশের দিকে তাকায়, ঠিক তেমনি খুব স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে গেছে এসব।

ঠিক এ-কারণে সচেতন মানুষ ঘোড়া দেখা মাত্র ওটা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য মস্তিষ্কে গেঁথে নেয়, বিশেষ করে হিককের মত কঠিন ও বিপজ্জনক জীবনে অভ্যস্ত মানুষের এসব তথ্য খুব কাজে লাগে; প্রাণ বাঁচায় কখনও কখনও। ঘোড়ার রঙ, স্বভাব, হাঁটা বা দৌড়ের ধরন, পায়ের ছাপের বৈশিষ্ট্য...সবই গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় ঘোড়াটা র‍্যাঞ্চের সাধারণ কোন ঘোড়া, খুঁটিয়ে দেখার পর সিদ্ধান্তে পৌঁছল হিকক। ছাপ অনুসরণ করে ঝোপঝাড় পার হয়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল। একটু পর ব্লু হিল থেকে ক্রমে দক্ষিণ-পশ্চিমে সরে যেতে লাগল।

দৃশ্যত, মেলপেই অ্যারোয়ো অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত রুক্ষ ও কঠিন এলাকার দিকে গেছে রাস্টি। দুটো ঘোড়াই হেঁটে গেছে। কেন? আহত মেলিনের দুর্ভোগ কমাতে? নাকি র‍্যাঞ্চে আচমকা হামলাকারী পাসির মনোযোগ যাতে আকৃষ্ট না হয় সেজন্য?

র‍্যাঞ্চ ছাড়িয়ে দক্ষিণে প্রায় মাইল খানেক পেরিয়ে আসার পর হঠাৎ বেশ কিছু ট্র্যাক চোখে পড়ল, উত্তর দিক থেকে অনেকগুলো ঘোড়া এসেছে। ছোটার ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় দূর থেকে এসেছে এরা, এবং তাড়ার মধ্যে ছিল।

পেটে অস্বস্তি দলা পাকিয়ে উঠছে, টের পেল হিকক। অ্যাযটেক পাসি! নির্ঘাত রাস্টি আর মেলিনকে দেখে ফেলেছিল,

কারণ এখান থেকে মোড় নিয়ে রাস্টিদের পিছু ধাওয়া করেছে লোকগুলো। গতি বাড়ানোর চিহ্নও স্পষ্ট রয়েছে ট্রেইলে।

আলতো স্পার দাবাল হিকক। দুলকি চালে আগে বাড়ল বাকস্কিন, তারপর তুমুল বেগে ছুটতে শুরু করল। ট্রেইলে স্পষ্ট ছাপ পড়ে আছে, তাই অনুসরণ করতে সমস্যা হচ্ছে না। আর্দ্র বাতাস ঘা বসাচ্ছে মুখে, দূরে মনুমেন্ট রকের ওপাশে মেঘের গুড়গুড় শোনা গেল আবার। হ্যাটের ফিতা চিবুকের সঙ্গে গেরো দিয়ে বেঁধেছে হিকক, নইলে বাতাসে উড়ে যেতে পারে। এদিকে টানা ছুটছে ঘোড়াটা, এতটুকু হাঁপাচ্ছে না, ছুটতে পারায় যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে।

শুকনো অ্যারোয়োর তলায় নেমে গেল ট্রেইল, খটখটে মাটির উপর দিয়ে চলে গেছে, অন্তত শেষ সীমানা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। অ্যাম্বুশে আক্রান্ত হওয়ার মত জায়গা, কিন্তু গ্রাহ্য করার উপায় নেই; মনে শঙ্কা হিককের—না জানি বন্ধুকে হারাতে হয়! মুখ থমথমে হয়ে গেছে ওর, চোয়াল শক্ত, চাহনি কঠিন ও নিষ্ঠুর।

সুদূর অ্যাযটেক থেকে ছুটে এসেছে এরা। নিজেদের শহরে কয়েকজন বন্ধু বা স্বজনকে হারিয়েছে, এবং ব্লু হিলে এসে আরও দু'জনকে হারিয়েছে। পাসির মধ্যে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবার মত কেউ আর থাকার কথা নয়। উন্মত্ত মবে পরিণত হয়েছে দলটা। এখন কোন যুক্তি, রীতি-নীতি বা আইনের ধার ধারবে না, স্রেফ যাকে সামনে পাবে তাকেই ঝুলিয়ে দেবে। কিছুই থামাতে পারবে না ওদের। এমনকী হিকক সামনে পড়ে গেলেও হয়তো রক্ত আর বুলেট দিয়ে ফয়সালা করতে হবে। যদ্দূর জানে, জীবনে কখনও সৎ লোককে খুন করেনি হিকক, কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি, বন্ধুর জীবন বাঁচাতে হলে ঠিক তাই করতে হবে।

হঠাৎ খেয়াল করল পাসির সদস্যদের গতি কমে গেছে। তাই হিককও গতি কমাল। বলা যায় না হুট করে ওদের সামনে পড়ে

যেতে পারে। সেক্ষেত্রে, ওকেই আউটল বলে ধরে নিতে পারে পাসি, ভাবতে পারে বন্ধুকে সাহায্য করতে এসেছে।

ভাগ্যিস, ব্লু হিল র‍্যাঞ্চ হাউসে একটু দেরি করে পৌঁছেছিল, নইলে ঠিক পাসির তোপের মুখে গিয়ে পড়ত! সম্ভবত হিকক ওখানে পৌঁছানোর কিছুক্ষণ আগে র‍্যাঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল লোকগুলো।

ঘোড়াকে হাঁটিয়ে এগোল ও, কান খাড়া করে শব্দ শুনছে।

অ্যারোয়োর তলা আরও নিচু হয়ে ক্যানিয়নে প্রবেশ করেছে, খেয়াল করল হিকক।

আচমকা একটা চিৎকার শুনতে পেল। তারপর কানে এল একজনের ত্যক্ত কণ্ঠ: 'করছ কী! ব্যাটাকে শক্ত করে চেপে ধরো! যত জলদি সম্ভব কাজ শেষ করে ফেলো!'

সামনে পাথুরে দেয়ালের বাঁক। কণ্ঠ খুব স্পষ্ট ও জোরাল। সম্ভবত বাঁকের পরেই আছে লোকগুলো।

শক্ত হয়ে গেছে হিককের পেটের পেশি, মুখ ও গলা শুকিয়ে গেছে। ধীর ভঙ্গিতে, নিঃশব্দে ছেঁচড়ে স্যাডল ছাড়ল ও, দু'হাত চলে গেছে পিস্তলের হাতলে, আলতো স্পর্শের সঙ্গে ফিতা আলগা করে দিল। ড্র করার জন্য তৈরি। এবার পা বাড়াল বাঁকের দিকে।

কয়েক পা এগোতে দেখতে পেল দৃশ্যটা।

প্রকাণ্ড একটা কটনউডের নীচে আতঙ্কিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে রাস্টি ওয়েব, পাশে হত-বিহ্বল রেস মেলিন। দু'জনের মুখের অভিব্যক্তিতে স্পষ্ট দুনিয়ার সবচেয়ে হতভাগ্য ভাবছে নিজেদের। মেলিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না, পারার কথাও নয়; সামনে থেকে তাকে ধরে আছে পাসির এক সদস্য, জোর করে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

মোট ছয়জন মানুষ। কঠিন, বেপরোয়া ও মরিয়া হয়ে পড়া ছয়জন লোক। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে হাতের কাজ শেষ করতে এরা বদ্ধপরিকর।

আচমকা পাসির সদস্যদের ছাড়িয়ে গেল মেলিনের দৃষ্টি, হিককে দেখতে পেল। অস্ফুট স্বরে সে চেঁচিয়ে উঠল: 'হিকক!'

যেন একজন, একইসঙ্গে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল ছয়জন মানুষ, ভয়ঙ্কর নামটার মালিকের দিকে ফিরল।

'ওই দু'জনের কাছ থেকে সরে এসো,' নিচু, কিন্তু স্পষ্ট ও দৃঢ় স্বরে নির্দেশ দিল হিকক। 'সামান্য মাথার ঘিলুও নেই তোমাদের! যাকে সামনে পাবে তাকেই ঝুলিয়ে দেবে? হতচ্ছাড়া খুনে সব! পিছিয়ে এসো, নইলে দেখবে ওদের খুন করতে এসে নিজেরাই খুন হয়ে গেছ!'

তেরো

বিস্ময়ে বিমূঢ়, বিহ্বল হয়ে পড়েছে পাসির সবাই। নিষ্পলক দৃষ্টি নিয়ে দেখছে হিককে। বিল হিকক! পশ্চিমের ইতিহাসে সবচেয়ে নিষ্ঠুর, ক্ষিপ্র, ভয়ঙ্কর ও বেপরোয়া বন্দুকবাজ! জীবন্ত কিংবদন্তী এখন তাদের সামনে। বিশ্বাসই করতে পারছে না ওরা।

পাসির সদস্যদের চমকের সুযোগ নিচ্ছে হিকক, জানে এখন সাবধানে চাল দিতে হবে, নইলে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসবে। খুব সতর্কতার সঙ্গে, কৌশল অবলম্বন করতে হবে; লোকগুলোকে আপসে রাজি করাতে হবে, সামান্য উস্কানিও দেওয়া যাবে না। আবার দুর্বলতাও প্রকাশ করা যাবে না, নইলে চড়াও হয়ে যাবে।

'ভুল লোককে ধরেছ তোমরা!' তীক্ষ্ণ ও কর্কশ স্বরে বলল বিল হিকক। 'গোবেচারা দু'জন কাউহ্যাণ্ডকে ঝুলিয়ে দিয়ে দুঃখ ভুলতে চাইছ তোমরা, অথচ এদিকে আসল অপরাধী পালিয়ে যাচ্ছে!'

'তাই নাকি?' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল টেরি টেলন। হিকক আর হার্ডিন যে-ই হোক, পিছিয়ে যেতে নারাজ। অন্তত ধাপ্পা খেয়ে ঠকতে চায় না। 'তুমি যেই হও, বাপু, এসবের বাইরে থাকো! আমরা কাকে ধরেছি বা না-ধরেছি; সেটা আমাদের ব্যাপার, তুমি নাক গলাতে এসেছ কেন?' সমান তেজে জানতে চাইল সে। 'খুব কষ্ট হবে ওদের ঝুলতে দেখলে? কেন, বাছাধন, তুমিও ওদের সঙ্গে ছিলে বলে?'

প্রশ্নটার জবাব দিল না হিকক, বরং উল্টো জানতে চাইল: 'তোমাদের মধ্যে কেউ ব্যাঙ্ক লুটের ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলে? সত্যি কেউ স্বচক্ষে ঘটনাটা ঘটতে দেখেছ?'

'আমি ছিলাম,' জবাব দিল জ্যাক ইয়ানেল। 'আমি দেখেছি।'

'বেশ। তা হলে এবার দু'জনকে ভাল করে দেখো। এরা কেউ ছিল লুটেরাদের মধ্যে?'

জ্যাক ইয়ানেলের মুখে দ্বিধা ফুটে উঠল, আড়চোখে অস্বস্তি নিয়ে একবার তাকাল টেরি টেলনের দিকে, শেষে আমতা আমতা করে বলল: 'ইয়ে, লাল-চুলো ছেলেটা ছিল না নিশ্চিত বলতে পারি। আসলে লাল চুলের কোন লোকই ছিল না আউটলদের মধ্যে। তবে লুটের পরপরই গোলাগুলিতে দু'জনকে আহত করতে সক্ষম হয়েছিলাম আমরা। এদের একজন আহত। সেক্ষেত্রে, দুয়ে দুয়ে চার মেলালে…আমার হিসাব মিলে গেছে।'

'দুয়ে দুয়ে পাঁচও হয়, যদি ভুল করো,' চাবুকের মত তীক্ষ্ণ শোনাল হিককের কণ্ঠ। 'তুমিও করেছ। বেশ, খুনোখুনিই যদি তোমাদের ইচ্ছে হয়ে থাকে, তা হলে নিজেদের মধ্যে শুরু করো, কিংবা আমাকে খুন করার চেষ্টা করে দেখতে পারো। কিন্তু বুকে যদি সামান্য ন্যায়-অন্যায়ের ভেদাভেদ থাকে, বিবেক বলে যদি কিছু থাকে তোমাদের, তা হলে সামনে যাকে-তাকে পেয়ে ঝুলিয়ে দেওয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো!'

'বেশ তো, চিন্তাটা তুমিই না হয় করে দাও আমাদের হয়ে।

মুখ তো জবর চালাচ্ছ!' বিদ্রূপের সুরে বলল একজন।

'তোমাদের লুটেরারা এই র‍্যাঞ্চে জাঁকিয়ে বসেছিল কিছুদিন। এরা দু'জনই সাধারণ কাউহ্যাণ্ড, আউটলদের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই; বরং র‍্যাঞ্চের মালিক প্রিসিলা রবেককে উদ্ধার করার চেষ্টা করছিল। সেটা করতে গিয়ে পোক রলেসের তোপের মুখে পড়ে যায় মেলিন, মানে আহত ছেলেটা, রলেস গুলি করেছে ওকে।' দ্রুত বলে যাচ্ছে হিকক, প্রতিটি লোক এখন মনোযোগ দিয়ে ওর কথা শুনছে।

পশ্চিমের মানুষ সম্পর্কে ওর চেয়ে বেশি ক'জন জানে? এরা চট করে খেপে যায়, সামান্য অপমানজনক কথায় বা ঘটনায় ড্র করে বসে, বেপরোয়া হয়ে যেতে পরোয়া করে না; বিশেষ করে ঠাণ্ডা মাথার খুন কখনও বরদাশত করে না। অথচ একই লোক, যদি মাথা ঠাণ্ডা থাকে, ঠিকই সুবিবেচক, সৎ ও আমোদপ্রিয় মানুষে পরিণত হয়। অন্যের সাহসকে সমীহ বা শ্রদ্ধা করে এরা। বুক ফুলিয়ে যেমন নিজের বীরত্বের কথা বলে, তেমনি অন্যেরটাও বলে বেড়ায়। গলায় ফাঁসির দড়ি পরানো বা পিস্তলের মুখে পড়া অপরাধীর মুখে দু'একটা রসাত্মক কথা শুনে দিব্যি ছেড়ে দিতে পারে—এরা সেইসব রসিক, আমোদপ্রিয় ও সহজ-সরল মানুষ। সময় ও সুযোগ পেলে, এরা প্রত্যেকে হয়ে যায় সৎ ও নিরপেক্ষ বিচারক।

শুধু সদিচ্ছাটা উস্কে দিতে পারলেই হলো!

প্রাথমিক ভয় কেটে গেছে, যেহেতু ওর সঙ্গে এখন তর্ক করছে ওরা। এটা ভাল লক্ষণ। হিকক চায় তর্ক বা আলোচনা চলতে থাকুক। তা হলে নতুন করে ভাববে ওরা, প্রভাবিত হবে, ঠাণ্ডা মাথায় অর্থাৎ ব্যাঙ্ক ডাকাতির পর যা করেনি এখনও—ঠাণ্ডা মাথায় পুরো পরিস্থিতি বিচার করবে।

'পাঁচজন গিয়েছিল তোমাদের শহরে, ওদের নেতা হচ্ছে হাঙ্ক বার্নেট। অন্যরা যদি বদের হাড্ডি হয়ে থাকে, বার্নেট স্রেফ

শয়তান বা শয়তানের চেলা! খুবই বিপজ্জনক লোক। তার পরিচয় বোধহয় তোমরা পেয়ে গেছ।' বলে চলেছে হিকক, তীক্ষ্ণ ও দৃঢ় কণ্ঠে প্রত্যেকের মনোযোগ ধরে রেখেছে; ওর গলা শুনে মনে হচ্ছে নিজে সব ঘটনা চাক্ষুষ করেছে, যেন অন্যের কাছে শোনেনি। আসলে রাস্টির কাছে শুনে দুয়ে-দুয়ে চার মিলিয়েছে, আসল ঘটনা অনুমান করতে কষ্ট হয়নি। আত্মবিশ্বাস ঠিকরে বের হচ্ছে ওর কথায়, ব্যাপারটা অ্যাযটেকবাসীদের পক্ষে অগ্রাহ্য করা সম্ভব হচ্ছে না। 'অন্যরা হচ্ছে ম্যাথু মেহ্লার, বিলি স্যাণ্ডার্স, সকোরো আর জেথ ব্রেসলিন।

'ব্রেসলিন ফিরে আসেনি, সম্ভবত তোমাদের ওখানেই মারা গেছে। ব্লু হিল র‍্যাঞ্চে স্যাণ্ডার্স মারা গেছে তোমাদের হাতে, আর সকোরোকে ঝুলিয়ে দিয়েছ। ভালই হয়েছে তাতে, বদলোকগুলো গেছে। কিন্তু ভাল একজন লোককেও তোমরা মেরে ফেলেছ। ওর নাম বার্ট হ্যাকলে। ব্লু হিল র‍্যাঞ্চের বুড়ো কুক।'

'শহরে ব্রেসলিনকে ফেলে দিয়েছি আমরা,' গম্ভীর স্বরে বলল টেলন, একটু আগের মত আগ্রাসী শোনা গেল না, বরং কোমল হয়ে এসেছে। 'কিন্তু তোমার ওই ভাল লোকটা যদি ডাইনিংরূমের দরজার কাছে পড়ে থাকা বুড়ো হয়ে থাকে, তা হলে বলব আমরা নই, অন্য কেউ খুন করেছে ওকে। লোকটাকে ওভাবেই পড়ে থাকতে দেখেছি আমরা। আমাদের আগেই কেউ খুন করেছে তাকে!'

হিককের জন্য এটা একটা খবর। ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে ওর মগজে। তারমানে...প্রিসিলাকে বাঁচাতে গিয়ে জীবন বিলিয়ে দিয়েছে কুক। সম্ভবত রলেসই খুনি। প্রিসিলাকে সরিয়ে নেওয়ার সময় বোধহয় বাধা দিয়েছিল হ্যাকলে, পরিণতিতে খুন হয়ে গেছে।

'সবকিছুর হোতা বার্নেট এখনও মুক্ত,' বলল হিকক। 'তবে আমি নিজে ওর পিছু নিয়েছি। এরা দু'জন আর হতভাগ্য সেই

কুক নিরপরাধ, আউটলদের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই।'

রেস মেলিনের সামনে চলে গেল জ্যাক ইয়ানেল, তরুণ পাঞ্চারের গলায় পরানো ফাঁস সরিয়ে নিল। একইভাবে রাস্টির গলা থেকেও ফাঁসির দড়ি সরিয়ে ফেলল।

সশব্দে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রাস্টি ওয়েব, মন ফুরফুরে হয়ে উঠেছে। 'ভাগ্যিস, তুমি এসেছিলে! আমি প্রথম থেকে ওদের বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম যে লাল-চুলো কেউ আউটলদের মধ্যে ছিল না।'

গল্প বা আলোচনা করার সময় নেই হিককের। তীক্ষ্ণ স্বরে শিস দিল, বাকস্কিন যথাস্থানে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল। 'র‍্যাঞ্চে নিয়ে যাও মেলিনকে। বার্নেটকে ধরতে সল্ট ক্রীকে যাচ্ছি আমি। তারপর পোক রলেসকে খুঁজে বের করব।'

এখনও বিস্ময় আর সমীহ নিয়ে বিল হিকককে দেখছে টেরি টেলন, মনে মনে ভাবছে আরেকটু হলে ভয়ঙ্কর এই লোকের সঙ্গে গোলাগুলিতে জড়িয়ে পড়েছিল! সত্যি যদি তাই ঘটত, এতক্ষণে লাশ হয়ে পড়ে থাকতে হত! কোন সন্দেহ নেই হিককের প্রথম গুলিটা ওকে বিদ্ধ করত। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছে! স্রেফ ভাগ্যের দয়া।

হাতের চেটো দিয়ে কপাল মুছল সে, পাশে দাঁড়ানো ছোট ভাইয়ের উদ্দেশে বিড়বিড় করে বলল, 'বিশ্বাস করবে, ঘুরে ওই চোখ দুটো তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে টের পেয়ে গেছি আজ আমার শেষ দিন! এমন ভয়ঙ্কর চাহনি কোন মানুষের চোখে দেখেনি!' সত্যি সত্যি শিউরে উঠল সে। রাস্টি ওয়েবের দিকে ফিরে জানতে চাইল: 'লোকে যেমন বলে সত্যি অতটা ফাস্ট ও?'

'তারচেয়েও ক্ষিপ্র,' কাষ্ঠ গলায় বলল সে।

টেলনদের দিকে ফিরল জ্যাক ইয়ানেল। 'চলো, লাশগুলো নিয়ে বাড়ি ফিরে যাই। সবাই নিশ্চয়ই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে।'

'অ্যাঁ, কী বললে?' অন্যমনস্ক মনে হলো টেরি টেলনকে। 'অ,

আচ্ছা। নিশ্চয়ই!' সলজ্জ চাহনিতে রাস্টি আর মেলিনের দিকে তাকাল সে। 'দুঃখিত, কিছু মনে রেখো না। বুঝতেই পারছ, অমন পরিস্থিতিতে ভুল হয়ে যায়। সবাই তো হিকক নয়। মানুষ মাত্রই ভুল হয়।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে বিদ্ধ করল রাস্টি, তাকিয়ে থাকল নিষ্পলক, শেষে হেসে উঠল। 'যাও, ভুলে গেলাম সবকিছু! কিন্তু এই অভিজ্ঞতা কখনও ভুলবার নয়, একটু আগে আমার কাছে দুনিয়া ছিল সবচেয়ে নিকৃষ্ট জায়গা!'

ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাত তুলল টেরি টেলন। 'হয়েছে! চলো, তোমাদের বাথানে পৌঁছে দিয়ে...একসঙ্গে না হয় এক কাপ কফি খেয়ে রওনা দেব আমরা। আর...অ্যাযটেক শহরে যাওয়ার দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছি। কথা দিলাম, ওখানে গেলে কাজের অভাব হবে না তোমাদের।'

একসঙ্গে র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে রওনা দিল ওরা। ঘণ্টা খানেক পর, স্যাডলে দুটো লাশ আড়াআড়ি ফেলে অ্যাযটেকের উদ্দেশে ফিরতি পথ ধরল ছয়জন গম্ভীর, ক্লান্ত ও বিষণ্ন মানুষ। গত কয়েকটা দিন ঝড় বয়ে গেছে ওদের উপর দিয়ে। যতটা না শারীরিক ধকল, তারচেয়ে বরং মানসিক টানাপড়েনে বিপর্যস্ত হয়েছে বেশি। বিরাট ক্ষতি হয়ে গেছে ওদের। অ্যাযটেকে শুধু ব্যাঙ্ক ডাকাতিই হয়নি, বরং বেশ কয়েকটা পরিবার পঙ্গু হয়ে গেছে। কারও ভাই, কারও স্বামী বা কারও বাবা মারা গেছে–ডাকাতির দিন কিংবা পাসির সদস্য হিসাবে এখানে। অপূরণীয় ক্ষতি।

কিন্তু এটাই জীবন। বিপদ বা ক্ষতির সম্ভাবনা আছে জেনেও অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হয়। এটা পশ্চিম বলে নিজেদের হাতে আইন কায়েম করতে হয়। ফের কেউ অ্যাযটেকে গিয়ে এমন অনাচার করতে গেলে দশবার ভাববে, কারণ এই ঘটনা জলজ্যান্ত উদাহরণ হিসাবে কাজ করবে–আউটলররা জানবে অ্যাযটেকবাসী এমন কোন ঘটনা বরদাশত করবে না। প্রয়োজনে নরক পর্যন্ত

তাড়া করবে, কিন্তু ঠিকই অপরাধীদের পাকড়াও করে ছাড়বে।

এই ত্যাগ, উৎসাহ বা দুর্ভোগ মাত্রাতিরিক্ত নয়, সম্পূর্ণ বৃহত্তর স্বার্থে। যারা মারা গেছে, তাদের মৃত্যু মোটেই বৃথা যায়নি; বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য, সুখী-সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়তে, আইন-বর্জিত পশ্চিমে শান্তি আনার ক্ষেত্রে এদের ত্যাগ একেকটি মাইল ফলক হিসাবে বিবেচিত হবে।

মিনিট কয়েক চলার পর হঠাৎ অ্যাপাচী ট্র্যাকারের তীক্ষ্ণ ও উত্তেজিত চিৎকারে সংবিৎ ফিরে পেল সবাই। 'আরে, দেখো! সেই বিশাল লাল ঘোড়াটার ছাপ!'

নতুন উদ্দীপনা বোধ করল পাসির সদস্যরা। বিল হিকক ওদের উৎসাহে পানি ঢেলে দিলেও ট্রেইলে লাল ঘোড়াটার ট্র্যাক দেখা মাত্র সেই উন্মাদনায় আক্রান্ত হলো সবাই–অ্যাযটেক থেকে যে-মন নিয়ে শুরু করেছিল। পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ওরা।

অনুমোদনের চাহনিতে ভাইয়ের দিকে তাকাল টেরি টেলন, তারপর ইয়ানেলের দিকে। অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হলো, উত্তেজনায় চোখ চকচক করছে তার। হবেই না কেন? এই ঘোড়ার ছাপ ধরে এতদূর এসেছে ওরা, জানে এটার মালিক আউটলদের নেতা হাঙ্ক বার্নেট।

'তো, এই ট্র্যাক আমাদের পরিচিত,' শেষে সিদ্ধান্ত ঘোষণার সুরে বলল টেরি। 'সেই অ্যাযটেক থেকে এই ট্র্যাকের পিছু নিয়ে এত দূর এসেছি। দেখা যাক, এবার কী পাওয়া যায়!'

ঘোড়া ঘুরিয়ে হাঙ্ক বার্নেটের পিছু নিল ওরা। স্পষ্ট ছাপ পড়ে আছে ট্রেইলে, লুকানোর বা ঢেকে রাখার কোন চেষ্টা করেনি আরোহী। মুখ-চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে ওদের, সঙ্কল্পবদ্ধ সবাই: এবার আর ঠকবে না–পালের গোদাটাকে ঝুলিয়ে ছাড়বে। লীড-ঘোড়ার পিঠে নুয়ে পড়া ভারী দুটো লাশের পরিণামে মূল্য কাউকে না কাউকে দিতেই হবে, তারও আগে অ্যাযটেক শহরে অনর্থক

খুন হয়ে যাওয়া কিছু মানুষের মৃত্যুর দায় ওদের কাঁধে দায়িত্বের বোঝা তৈরি করেছে। সেই বোঝা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হওয়ার তাগিদ ও সুবর্ণ সুযোগ অনুভব করছে ওরা।

মনুমেণ্ট রকের পুবে যে হাইডআউট ব্যবহার করেছে হিকক, ওটা আসলে বুড়ো এক প্রসপেক্টরের কেবিন। বহু আগে পাহাড়ে সোনা খুঁজতে এসে তৈরি করেছিল লোকটা। বছর দুয়েক ভালই চলছিল, তারপর একদিন ঘোড়া থেকে পড়ে পা ভেঙে ফেলে সে। বাধ্য হয়ে মণ্টানায় আত্মীয়ের কাছে চলে যায়।

কেবিনটা ঠিক ওভাবে পড়ে থাকে কয়েক বছর। পরবর্তীতে ভবঘুরে কাউহ্যাণ্ড, রাসলার, ভেড়ার রাখাল আর পথ-চলা মানুষ অস্থায়ী ক্যাম্প হিসাবে বা রাত কাটানোর জন্য ব্যবহার করেছে; তবে তাও বেশ কয়েক বছর হয়ে গেছে। ইদানীং কেউ ব্যবহার করে না বললেই চলে, পুরোদস্তুর পরিত্যক্ত। বেশিরভাগ মানুষ এটার কথা জানে না কিংবা বিস্মৃত হয়েছে। অথচ সল্ট ক্রীক ওঅশের কোণে পাথুরে জমির মাঝে ঝোপঝাড়ে ঘেরা এমন নিরাপদ ও গুপ্ত জায়গা আছে কল্পনা করাই কঠিন।

তবে একজন এ-জায়গাটার কথা জানে এবং ঠিকই মনে রেখেছে। পোক রলেস। প্রিসিলাকে এখানে নিয়ে এসেছে সে।

স্বেচ্ছায় আসেনি প্রিসিলা, বেশ জোর করতে হয়েছে। ভোর রাতে আচমকা নরক নেমে এসেছিল ব্লু হিল র‍্যাঞ্চে, কেউ বুঝতেই পারেনি আসলে কী ঘটেছিল। তবে রলেস ঠিকই অনুমান করে নিয়েছিল যে অ্যাযটেক থেকে পাসি এসে হামলা করেছে র‍্যাঞ্চে। গোলাগুলি চলছে বাঙ্কহাউসে, এ-সুযোগে ত্বরিত কাজ সেরে ফেলল রলেস।

প্রথম কাজ ছিল হাঙ্ক বার্নেটের খুলিতে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেওয়া। উদ্দেশ্য হাসিল করতে বাঙ্কহাউস-মুখী জানালায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, হাতে ছিল রাইফেল। বাঙ্কহাউস এবং তার চারপাশে

তখন নরক গুলজার, মুহুর্মুহু গুলি হচ্ছে দুই পক্ষে। বিশালদেহী হাঙ্ক বার্নেটকে দেখতে পেল বটে, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে—আঙিনার পাশের ওঅশের ঢালু পাড় ধরে তরতর করে নেমে যাচ্ছে। অবস্থা বেগতিক দেখে পালাচ্ছে বার্নেট, বুঝে গেছে পাসির সঙ্গে সুবিধা করতে পারবে না; সবচেয়ে বড় কথা, এ-ধরনের আচমকা হামলার জন্য তৈরি ছিল না কেউ। গুলির শব্দে ঘুম ভেঙেছে ওদের।

তবে পালিয়ে গেলেও কাঁধে জোড়া স্যাডলব্যাগ ঝুলিয়ে নিতে বিন্দুমাত্র কসুর করেনি বার্নেট। রলেস গুলি করার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেল। দৃশ্যত, স্যাডল ব্যাগে অ্যাযটেক সিটি ব্যাঙ্ক থেকে লুট করা টাকা ছিল।

পাসির সঙ্গে ক্রুদের মরণপণ লড়াই ওর নিজস্ব কোন কাজে আসবে না বুঝতে পেরে মনটা খানিক দমে গিয়েছিল রলেসের, কিন্তু নিজেকে শেষে সান্ত্বনা দিয়েছে এই ভেবে যে এতে সে নিজেও জড়িয়ে যেতে পারে। বোঝা যাচ্ছে হাঙ্ক বার্নেটকে তার নিজেরই মোকাবিলা করতে হবে, অ্যাযটেকের পাসি বার্নেটকে খুন করে ওকে খুশি করতে পারবে না। সুযোগ পেল কোথায়, তার আগেই তো কেটে পড়েছে দৈত্যটা!

দ্রুত সক্রিয় হলো রলেস। বুঝে গেছে, আসল কাজ যেহেতু হয়নি, এবার সরে পড়া দরকার। এখানে থাকলে উন্মত্ত মবের হাতে ধরা খেয়ে যেতে পারে। বলা মুশকিল, পরিস্থিতি কোন্ দিকে গড়ায়। পাসির মধ্যে কেউ যে ওকে আসল পোক রলেস হিসাবে চিনবে না তার নিশ্চয়তা কী?

সেক্ষেত্রে, প্রিসিলাকে নিয়ে কেটে পড়াই ভাল।

দৌড়ে প্রিসিলার কামরার দিকে এগোল সে। প্রথমে মনে ছিল না, কিন্তু করিডর পেরিয়ে যাওয়ার সময় মনে পড়ল কুকের পাশের কামরায় থাকতে বলেছিল প্রিসিলাকে।

তাড়া বোধ করছে রলেস, কারণ যে-কোন মুহূর্তে বাঙ্কহাউস

বাদ দিয়ে মূল বাড়ির দিকে মনোযোগ দেবে পাসি।

'জানালা দিয়ে জলদি বেরিয়ে এসো!' বাইরে থেকে জরুরি কণ্ঠে তাগাদা দিল রলেস। 'র‍্যাঞ্চ ছেড়ে এখুনি চলে যেতে হবে। কী ঘটেছে পরে বলব!'

'তুমি যাও, আমি এখানেই থাকব,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানিয়ে দিল প্রিসিলা। ও ভেবেছে হিকক হামলা করেছে র‍্যাঞ্চে, আর রলেস যেহেতু পালাতে চাইছে তারমানে হিকক জিতছে বা জিতে যাবে। সেক্ষেত্রে, ওর পালানোর প্রয়োজন পড়ে না।

'ধ্যেৎ! হয়েছে কী তোমার? জলদি বেরোও!' কর্কশ স্বরে নির্দেশ দিল রলেস, বাইরে তখনও গোলাগুলি চলছে। উত্তেজিত হয়ে পড়ায় খসখসে শোনাল তার কণ্ঠ, আচরণ রূঢ় হয়ে গেছে নিজেও জানে না।

প্রিসিলা বেরোতে পলকের জন্য দৃষ্টি দিল মেয়েটার মুখে, তারপর খপ করে বাহু খামচে ধরল, বুঝে গেছে একে আপসে বা রাজি করিয়ে সঙ্গে নেওয়া যাবে না। টেনে হিড়হিড় করে নিয়ে চলল দরজার দিকে।

'আরে! ওকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছ কেন, মি. রবেক?' কুক বার্ট হ্যাকলের কণ্ঠ শুনতে পেল রলেস, প্রায় চমকে উঠল, ঘটনার আকস্মিকতায় টেরই পায়নি কখন বেরিয়ে এসেছে সে নিজের কামরা ছেড়ে।

যেভাবেই হোক, প্রিসিলার প্রতিবাদ, বিরোধিতা কিংবা চোখে কিছু একটা দেখে থাকবে সে, বুঝে গেছে ভজকট ঘটে গেছে এখানে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কুক।

'উঁহুঁ, তুমি বাপ আর যাই হও, মি. রবেক,' শক্ত গলায় বলল বার্ট হ্যাকলে। 'ইচ্ছের বিরুদ্ধে ওকে নিয়ে যেতে পারবে না। ছেড়ে দাও ওকে!'

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল পোক রলেস, একইসঙ্গে ডান হাতে ড্র করল। বিদ্যুৎ বেগে পিস্তল উঠে এল তার হাতে, কোমরের কাছে

থাকতে ট্রিগার টেনে দিল। পরপর দুটো গুলি ঢুকল কূকের বুকে, ধড়াস করে আছড়ে পড়ল মেঝেয়।

প্রিসিলাকে চিৎকার করতে যেতে দেখে বাম হাতে মুখ চাপা দিল রলেস, তারপর ডান হাতে পিস্তলের বাঁট নির্দয়ভাবে নামিয়ে আনল মেয়েটির চাঁদিতে। জ্ঞান হারিয়ে কাটা কলাগাছের মত লুটিয়ে পড়ল প্রিসিলা।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রলেস। যাক, ঝামেলা মিটে গেছে! এবার ওকে বয়ে নিয়ে যেতে সমস্যা হবে না। জানালা দিয়ে প্রিসিলার দেহ বাইরে ঠেলে দিল সে, তারপর নিজে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল। ছুটল করালের দিকে। দুটো ঘোড়া এনে, নিচু হয়ে তুলে নিল প্রিসিলাকে। একটার স্যাডলে ফেলে দ্রুত হাতে হাত-পা বেঁধে ফেলল, সাবধানের মার নেই। এদিকে র‍্যাঞ্চে গুলির তোড় কমে গেছে, এখন প্রায় নিশ্চুপ হয়ে গেছে সব।

তবে একেবারে থামেনি। মিনিট খানেক বিরতির পর আবার গোলাগুলি শুরু হলো। এই সুযোগে ঘোড়াকে দ্রুত হাঁটিয়ে সরে পড়ল পোক রলেস। পিছনে পাসিকে ঠেকাতে মরণপণ ও মরিয়া হয়ে লড়ছে আউটলরা।

পোক রলেস ভেবেছিল ক্রুরা বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না, কিন্তু তার ধারণা ভুল প্রমাণ করে পরদিন মাঝ-সকাল পর্যন্ত টিকে থাকল, তাও মাত্র দু'জনে মিলে। বিলি স্যাণ্ডার্স আর সকোরো। প্রাণের ভয়ে জীবনের সেরা লড়াই করেছে ওরা।

পাসি সদস্যরাও তাড়াহুড়ো করেনি, বুঝে গিয়েছিল কোণঠাসা করে ফেলেছে আউটলদের।

চোদ্দ

পরিত্যক্ত কেবিনে প্রিসিলাকে বন্দি করে রাখল পোক রলেস। সে জানে কয়েক বছর ধরে পরিত্যক্ত রয়েছে এটা, শেষবার ব্যবহার করেছিল এক আউটল; সেটাও প্রায় সাত বছর আগের কথা। গুলি খেয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছিল লোকটা, শুশ্রূষার অভাবে মারা যায় শেষ পর্যন্ত। লাশের গন্ধ পেয়ে কেবিনটা আবিষ্কার করে রলেস। নইলে ব্লু হিলের মালিক হয়েও তার কখনও জানা হত না যে এই র‍্যাঞ্চের ধারে-কাছে এমন নিরাপদ হাইডআউট রয়েছে, দিনের পর দিন এখানে লুকিয়ে থাকা সম্ভব—শুধু সাপ্লাই থাকলে হলো।

প্রিসিলাকে নিয়ে পরিকল্পনায় সামান্য রদবদল করেছে পোক রলেস, যার অপরিহার্য অংশ হবে প্রিসিলার ঘোড়া জুসা। র‍্যাঞ্চ থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাড়াহুড়োর কারণে নিজস্ব ঘোড়া বা জুসাকে নিতে পারেনি; অত সময় ছিল না, বরং করালে ঢুকে সামনে যে-দুটো ঘোড়া পেয়েছে তাতেই স্যাডল চাপিয়েছে। পরিকল্পনা কার্যকর করতে হলে জুসাকে লাগবেই।

বার্নেট, প্রিসিলা বা অন্যদের সঙ্গে টানাহেঁচড়া করতে করতে বিরক্তি ধরে গেছে। খেলাটা এবার শেষ করতে হয়। ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে রলেস। প্রিসিলাকে মরতে হবে। গোলাগুলির সুযোগে ওরা দু'জন পালিয়ে আসতে পেরেছে, আর চলার পথে যদি করুণ একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়...প্রিসিলার মৃত্যুর পর ব্লু হিল র‍্যাঞ্চে ওর থাকা বা মালিকানা নিয়ে কেউ প্রশ্ন করবে না। কিছু কাগজপত্র হালনাগাদ করতে হবে, তবে টাকা ছিটালে যোগ্য আইনজ্ঞ পাওয়া

সমস্যা হবে না।

হাঙ্ক বার্নেটের ভবিতব্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। আগে-পরে যখনই হোক ব্যাঙ্ক ডাকাত হিসাবে পরিগণিত হবে সে।

প্রিসিলাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে কেবিনের ভিতর, নিশ্চিত হয়ে নিয়েছে অন্যের সাহায্য ছাড়া কোনভাবেই যাতে ছাড়া না-পায়। তারপর ব্লু হিল র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে যাত্রা করেছে রলেস, ঠিক সন্ধ্যা নামার পর পৌঁছানোর ইচ্ছে। সময় আছে হাতে, তা ছাড়া ট্র্যাক দেখিয়ে কাউকে হাইডআউটের কাছাকাছি আনার ইচ্ছে নেই বলে ঘুরপথে এগোল। প্রথমে পুরানো একটা ট্রেইল ধরে দক্ষিণে, তারপর লাগাতার দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে চিমনি রকের কাছে পৌঁছল। ঘোড়া থামিয়ে স্যাডল ছাড়ল রলেস।

এখানেও গোপন একটা জায়গা আছে। নীরব ও নিরাপদ। দুপুর গড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার এখনও বেশ কয়েক ঘণ্টা বাকি। আঁধার নামা পর্যন্ত সময়টা এখানে নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে। রাতের অন্ধকারে ব্লু হিল র‍্যাঞ্চে যাবে সে, চুপিসারে জুসাকে নিয়ে আসবে। ঘোড়াটাকে আনতে পারলে মনুমেণ্ট রকের হাইডআউট থেকে বের করে আনবে প্রিসিলাকে, তারপর আসল পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করবে। প্রমাণ সাইজের একটা পাথর দিয়ে ঘাড়ে এক ঘা মারবে, আঘাতটা পরে দেখলে মনে হবে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে বেমক্কা জখম হয়েছে।

আকাশছোঁয়া চিমনি রকের ছায়া পড়ছে এখানে, গরমে অতিষ্ঠ হতে হচ্ছে না তাই। পাইপ বের করে তামাক ঠাসল সে, প্রশান্তি নিয়ে পাইপ ধরাল।

যাকে নিজের মেয়ে মনে করে এতদিন লালন-পালন করে এসেছে তাকে নিজ হাতে এখন খুন করার চিন্তাটা কিছুটা হলেও মনে অস্বস্তি তৈরি করছে। প্রিসিলা বরাবরই মোক্ষম একটা অস্ত্র বা হাতিয়ার ছিল, ব্লু হিল র‍্যাঞ্চের মালিকানার চাবিকাঠি; কিন্তু তারপরও, সেসব ভুলে সত্যি প্রিসিলাকে নিজের মেয়ের মত মনে

করত সে-গর্বের সঙ্গে স্বীকার করবে আসল মেয়ে না-হলেও প্রিসিলাকে মেয়ে বলে ভাবতে ভাল লাগত।

ভিন্ন একটা চিন্তা খেলে গেল মাথায়। ব্লু হিল বাথান শুধু সমৃদ্ধ হয়নি, তেরো বছরে ওর পকেটও ভারী করেছে। লাভের টাকা থেকে একটু একটু করে নিজের জন্য আলাদাভাবে জমিয়েছে সে। একবার ভাবল ওই টাকা নিয়ে চলে যাবে অন্য কোথাও, নতুন করে শুরু করবে-নতুন জীবন নিয়ে। ব্লু হিলের মত বড় না হোক, ভালভাবে খাওয়া-পরা দিব্যি চলে যাবে। তবে যথেষ্ট নয় অঙ্কটা। তা ছাড়া, এত পরিশ্রম বা কষ্ট সবই বৃথা যাবে? শেষ বেলায় এসে সব ছেড়ে চলে যাবে, যার জন্য এত কিছু করল?

উঁহুঁ, এভাবে চলে যেতে পারে না সে। প্রিসিলা কোন সমস্যা নয়। মেয়েটার বোঝা ঘাড় থেকে নামিয়ে দেওয়া স্রেফ সময়ের ব্যাপার; এবং খুব সহজ হবে কাজটা। **জলবৎ তরলং**। সমস্যা শুধু হিকক আর বার্নেটকে নিয়ে। বার্নেটকেও হয়তো হিসাবের খাতা থেকে বাদ দেওয়া যায়, কারণ জান বাঁচাতে ছুটতে হবে তাকে, এমনকী পাসির হাতেও ধরা খেয়ে যেতে পারে।

সুতরাং শুধু একজনকে নিয়েই যত ভাবনা...

প্রকাণ্ড কয়েকটা কটনউড আর অ্যাসপেন রয়েছে এখানে, প্রশান্তির ছায়া বিলাচ্ছে। পাতার মর্মরধ্বনি এক ধরনের ছন্দ তৈরি করছে কানে, ঘুমের আবেশ জাগায়। একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে হেলান দিয়ে বসল সে, কী এক ক্লান্তি ভর করেছে দেহে। পরিশ্রম তেমন হয়নি, তবে উদ্বেগ আর উত্তেজনার কারণে বোধহয়। ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ।

পাইপ ঠুকে তামাক বের করে ফেলল পোক রলেস, পকেটে গুঁজে রাখল। আকাশের দিকে তাকাল সে, যথেষ্ট সময় আছে। ঝাড়া কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নেওয়া যেতে পারে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। প্রিসিলার ব্যাপারেও নিশ্চিন্ত বোধ করছে।

চোখের পাতা ভারী হয়ে এসেছে, চোখ বুজে ফেলল রলেস।

সবল দুই হাত কোলে শিথিল হয়ে এল, এলিয়ে দেওয়া শরীর আরামে ঢলে পড়তে চাইছে। হাঙ্ক বার্নেটকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে, ভাবল সে, তবে ছোটখাট একটা ধাক্কা দিয়ে এসেছে; লাল বিশাল ঘোড়াটা নিয়ে আসার কথা মনে পড়তে আনমনে হাসল সে। বার্নেটের কলজে চুরি করে নিয়ে এসেছে, কারণ লাল বে ঘোড়াটা দৈত্যাকার ফোরম্যানের খুবই প্রিয়।

আমুদে মনে আর আত্মপ্রসাদে ঘুমে তলিয়ে গেল রলেস। টের পেল না ধীর গতিতে হেঁটে এগিয়ে আসছে কয়েকটা ঘোড়া, এমনকী একটা পাথরের সঙ্গে খুর ঠুকে যাওয়ার শব্দও শুনতে পেল না। ঘুম বেশ গভীর হয়ে গেছে। পোক রলেস জানে না মরণ ঘুম দিয়ে ফেলেছে।

শরীর ক্লান্ত। যুবক বয়সের সেই মুরোদ আর নেই এখন, তাই অল্প ছোটাছুটিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তা ছাড়া, এমন ধকলও বহু দিন সইতে হয়নি। খুনে কিছু মানুষ পিছু নিতে পারে এই ভাবনা ঘুণাক্ষরেও মাথায় আসেনি, কিংবা দূরে পরিত্যক্ত এক কেবিনে হাত-পা বাঁধা অসহায় মেয়েটির চিন্তাও তাকে বিরক্ত করেনি। ঘুম গভীর হয়ে গেছে।

পাঁচজনের দলটা যখন বিশ হাত দূরে অর্ধবৃত্তাকারে তাকে ঘিরে ফেলল, তখনও কিছু টের পেল না পোক রলেস। এরা প্রত্যেকে বে ঘোড়াটাকে চেনে। মূল আসামীকে দেখে শক্ত হয়ে গেছে সবার মুখ, তবে ভিতরে ভিতরে বুনো উল্লাসও অনুভব করছে। সঙ্গে বহন করা দুটো লাশের দায়িত্ব এবং সব আউটলকে সমুচিত সাজা দেওয়ার তীব্র বাসনা অতৃপ্ত রেখে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিল ওরা, লাল বে ঘোড়ার ট্র্যাক ওদের আবার নিয়ে এসেছে এখানে–জমজমাট নেক-টাই পার্টি আয়োজনের সুযোগ করে দিয়েছে।

পোক রলেস জানে না লাল বে ঘোড়াটাই তার নিয়তি নির্ধারণ করে দিয়েছে।

স্যাডল ছেড়ে নামল টেরি টেলন, মৃদু খসখস শব্দে ঘুম ভেঙে গেল পোক রলেসের।

চারজন মানুষ ঘোড়ার পিঠে, অন্যজন মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছে। একজন প্রকাণ্ড কটনউডের একটা শাখার উপর থেকে দড়ি টানা দিয়ে ফেলেছে। এমন করুণ পরিণতি তারও হতে পারে আশঙ্কায় প্রায় পুরো যৌবন কাটিয়ে দিয়েছে পোক রলেস, তবে সেটা আসেনি কখনও। এল এই শেষ বয়সে, যখন মোটেই প্রস্তুত নয় সে।

কিন্তু মোটেই ঘাবড়াল না রলেস। চোখ মেলার পর সেকেণ্ড খানেক সময় নিল পরিস্থিতি বুঝতে, এবং চট করে সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলল। ঝটিতি হাত বাড়াল হোলস্টারের দিকে।

ঘুমের মধ্যে বাম দিকে কাত হয়ে গিয়েছিল রলেস, বাম হাত শরীরের নীচে চাপা পড়েছে। উপরন্তু, নড়াচড়ার কারণে বোধহয়, হোলস্টার থেকে কিছুটা বেরিয়ে গেছে ডান দিকের পিস্তল, তবে পুরোপুরি খসে পড়েনি। কিন্তু সামান্য ব্যাপারটাই নিয়ামক হয়ে দাঁড়াল।

তাই পিস্তলে যখন ছোবল মারল রলেস, বাঁটে হাত না পড়ে সিলিণ্ডারে পড়ল। স্বভাবতই, শ্লথ হয়ে গেল গতি। বেশ শ্লথ হওয়ার কথা, কিন্তু রলেসের মরিয়া চেষ্টার কারণে তা হলো না। ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হবে, নইলে লড়াই করে মরবে। দ্বিতীয়টি শ্রেয়তর মনে হয়েছে তার কাছে। বিশেষ করে, শেষতক পার পেয়ে যাওয়ার ক্ষীণ একটা সম্ভাবনা যেহেতু আছে।

গর্জে উঠল প্যাট টেলনের রাইফেল। অব্যর্থ নিশানায় পোক রলেসের কব্জি গুঁড়িয়ে দিল গুলিটা। অস্ফুট স্বরে গুঙিয়ে উঠল সে, হাত থেকে পিস্তল খসে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে রক্তাক্ত হয়ে গেছে হাত।

অক্ষত হাতে ডান হাত চেপে ধরল পোক রলেস, মুখ তুলে তাকাল পাঁচ আযরাইলের দিকে। 'আমার কাছে কী চাও তোমরা?'

প্রতিবাদের সুরে জানতে চাইল সে। 'ভুল লোককে ধরেছ! আমি তোমাদের ব্যাঙ্ক লুটের সঙ্গে জড়িত নই!'

'তাই?' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ব্যঙ্গ করল প্যাট টেলন। 'ধরা পড়লে এমন কথা সবাই বলে! তোমার ঘোড়াটাকে চিনি আমরা, তোমাকে চিনতেও বাকি নেই। লাল বে ঘোড়াটাকে ট্রেস করেই এতদূর এসেছি আমরা।'

'দাঁড়াও! আমার কথা শোনো!' উন্মত্তের মত মিনতি করল পোক রলেস। টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াল সে, এখনও বাম হাতে ডান হাতের রক্তাক্ত জখম চেপে ধরেছে, সমানে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। বাম হাতের মুঠি আর আঙুল ক্রমে রক্তাক্ত হয়ে উঠছে, আঙুলের ফাঁক গলে রক্ত গড়িয়ে পড়ল ঘাসের উপর।

মুখ খুলতে গিয়েছিল রলেস, কিন্তু কী যেন একটা উড়ে এসে পড়ল ওর গলায়। সঙ্গে সঙ্গে মনটা ছোট হয়ে গেল। বুঝে গেছে দড়ির ফাঁস পরানো হয়ে গেছে। জীবনে কখনও পরাজয় মেনে নেয়নি সে, কিন্তু এখন নিল। তিক্ত উপলব্ধি করেছে এখন আর কিছুই করার নেই। নিয়তি মেনে নিতেই হবে।

সব রাগ, অভিমান, তিক্ততা, অভিযোগ, ক্ষোভ...সবকিছুর ঊর্ধ্বে চলে গেল পোক রলেস। কোন অনুভূতিই কাজ করছে না এখন। আসলে সুযোগই পেল না। নিষ্ঠুরের মত দড়িতে টান দিল টেলন, ঝাঁকি খেয়ে ছিটকে কয়েক গজ সামনে চলে গেল সে। দড়ি জুত মত বসিয়ে দেওয়া হলো ভুয়া র‍্যাঞ্চারের গলায়।

'একটা পিস্তল দাও আমাকে,' কর্কশ স্বরে বলল সে। 'বাম হাতেই মোকাবিলা করব! মরার আগে অন্তত কয়েকজনকে নিয়ে যাব সঙ্গে! হ্যাঁ, বাম হাতে!' তীব্র বিদ্বেষে জ্বলছে তার চোখ।

কিন্তু পাত্তা দিল না কেউ।

'লাল বে ঘোড়ার পিঠে ওকে তুলে দাও,' শান্ত, নিষ্কম্প সুরে নির্দেশ দিল জ্যাক ইয়ানেল। 'স্যাডলের পিছনে বসাবে।'

তিন মিনিটের মধ্যে অন্যের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে

ফেলল পোক রলেস।

ঘণ্টাখানেক পর।

মিশন সমাপ্ত করে বাড়ির পথ ধরেছে অ্যাযটেক পাসি। মন ভারী হয়ে আছে সবার। লুটেরাদের উচিত সাজা দিতে পেরেছে বটে, কিন্তু বিনিময়ে চরম মূল্যও দিতে হয়েছে। সবকিছুর পরও, কিছুটা হলেও স্বস্তি বোধ করছে। তাদের অভিযানের খবর ঠিকই চাউর হয়ে যাবে আশপাশের এলাকায়, এমনকী অন্য কাউণ্টিতেও চলে যাবে, মানুষ জানবে অসম সাহসিকতার সঙ্গে কীভাবে আউটল দলটাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে অ্যাযটেকবাসী। এমনিতে খুবই শান্তিপ্রিয় এরা, অথচ প্রয়োজনে অসামান্য দৃঢ়তাও দেখাতে জানে।

পিছনে, চিমনি রকের ছায়া আরও লম্বা এবং গাঢ় হচ্ছে। ঝিরঝিরে বাতাসে কাঁপছে কটনউডের পাতা ও কচি শাখা, নিচু স্বরে ফিসফাস করছে পরস্পরের উদ্দেশে—যা শুধু কটনউডের অনুপম বৈশিষ্ট্য। বড়সড় একটা শাখা থেকে শূন্যে ঝুলে আছে পোক রলেসের প্রাণহীন দেহ, চোখজোড়া আকাশের দিকে স্থির, যেন মৃত্যুর ঠিক আগে শেষ বিকালের উজ্জ্বল আকাশ আর পেঁজা তুলোর মত ভাসতে থাকা মেঘের পাহাড় দেখতে মরিয়া হয়ে পড়েছিল মানুষটা।

আলোয় ঝলমল করছে সল্ট ক্রীক শহর। আসলে বলা উচিত বিশেষ কয়েকটা জায়গা। কারণ সব আলো মিলেও রাস্তার আঁধার পুরোপুরি দূর হয়নি। চাপ চাপ অন্ধকার বিরাজ করছে অলিগলি আর বাড়ির আনাচে-কানাচে।

সন্ধ্যার হিমেল বাতাসের সঙ্গী হয়ে সল্ট লেকে প্রবেশ করল বিল হিকক। হালকা চালে ধূলিময় রাস্তায় ঢুকল বাকস্কিন, অন্য দিনের মত আজ আর থামল না কোথাও, সরাসরি ফ্যাণ্ডাঙ্গোর হিচিং রেইলের সামনে আসার পর ওটার যাত্রায় ছেদ পড়ল।

সকাল বা দুপুরের মত অতটা উদ্বিগ্ন নয় হিকক, কারণ সল্ট লেকে না-এলেও এখানকার খবর ঠিকই ওর কানে পৌঁছে গেছে। কোন বিপদ হয়নি জুয়ানিতার।

এক্সপ্রেসের সামনের বোর্ডওঅক ঝাঁট দিচ্ছে মালিক হুয়ান ডেকো। মুখ তুলে হিককে শহরে ঢুকতে দেখতে পেল সে, তবে জানে না ওর পরিচয়, মনে করেছে সাধারণ কোন ভবঘুরে; তাই নিজের কাজে মনোযোগী হলো আবার। স্যাণ্ডার্স সেলুনের সামনে, পোর্চের খিলানে হেলান দিয়ে আয়েশ করে পাইপ টানছে রিচি স্যাণ্ডার্স, জানে না অ্যাযটেকবাসীদের নির্বিচার গুলি খেয়ে পটল তুলেছে ওর মায়ের পেটের ভাই, ব্লু হিল র‍্যাঞ্চের বাঙ্ক হাউসে পড়ে আছে নিতান্ত অবহেলার সঙ্গে। আর ফ্যাণ্ডাঙ্গোয়, জমজমাট রাতের জন্য বারের জিনিসপত্র গোছগাছ করছে ড্যান হাওয়ার্ড।

পুরো শহর শান্ত, নীরব এবং ঘুমন্ত। এখনও তেমন রাত হয়নি বটে, কিন্তু বহু বাড়ি অন্ধকারে ডুবে গেছে, ঘুমিয়ে পড়েছে বাসিন্দারা। তবে কোন কোন বাড়ির জানালায় আলো জ্বলছে। ফ্যাণ্ডাঙ্গো ছাড়াও এক্সপ্রেস, স্যাণ্ডার্স হল, স্টেবল এবং রেস্তোরাঁ আলোকিত।

তাস আর হুইস্কির টানে ঘুম উপেক্ষা করে সেলুনগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে কেউ কেউ। তবে এখনও আসতে শুরু করেনি, ঘণ্টা খানেকের মধ্যে জমজমাট হয়ে যাবে সব জায়গা। বিশেষ করে ফ্যাণ্ডাঙ্গো: জুয়ানিতা ইবানেজ এখানকার বাড়তি আকর্ষণ। ওর সৌন্দর্য আর সুরেলা কণ্ঠ চুম্বকের মত টানে সবাইকে।

স্যাডল ছেড়ে নিচু স্বরে বাকস্কিনের সঙ্গে খুনসুটি করল বিল হিকক, বোর্ডওঅকে পা রাখল। ঘুরে পুরো রাস্তার দু'দিকে দৃষ্টি চালাল, বিশেষ করে অন্ধকারাচ্ছন্ন বাড়ির কোণ বা গলি খুঁটিয়ে দেখে নিল। নিশ্চিন্ত মনে এবার সেলুনে ঢুকে পড়ল।

প্রায় ফাঁকাই ফ্যাণ্ডাঙ্গো।

ব্যাটউইং দরজা খুলে যাওয়ার শব্দে মুখ তুলে তাকাল ড্যান

হাওয়ার্ড। হিককেকে দেখে সামান্য উজ্জ্বল হলো চাহনি, ব্যস, আর কোন পরিবর্তন দেখা গেল না মুখাবয়বে। প্রায় চোখে পড়ে না, এমনভাবে ঈষৎ মাথা ঝাঁকিয়ে জুয়ানিতার কামরার দিকে ইশারা করল, যার দরজায় সর্বক্ষণ বসে থাকে গেব ট্রিনো।

কিন্তু সেদিকে গেল না হিকক, বরং সরাসরি বারে চলে এল।

চট করে একটা বোতল আর গ্লাস তুলে নিয়ে বারের উপর রাখল ড্যান হাওয়ার্ড, কিন্তু ইশারায় মানা করল হিকক। 'বার্নেট এসেছে নাকি?' দ্রুত জানতে চাইল।

আনন্দের দ্যুতি দেখা গেল ড্যানের চোখে। 'উঁহুঁ, দেখিনি ওকে। কিছু ঘটেছে নাকি?'

'নরক নেমে এসেছে!' বিরক্ত স্বরে বলল হিকক, তারপর সংক্ষেপে পুরো ঘটনা খুলে বলল। 'শহরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে বার্নেট।'

'আসুক না!' রুক্ষ স্বরে বলল বিল। 'বাকশট ভরা শটগান দিয়ে ওর খায়েশ মিটিয়ে দেব!'

এদিকে উঠে দাঁড়িয়েছে ট্রিনো, এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। ট্রিনোকে সবকিছু খুলে বলার দায়িত্ব বিলের উপর ছেড়ে দিয়ে জুয়ানিতার কামরার দিকে এগিয়ে গেল হিকক, হালকা করাঘাত করল, ভিতর থেকে সায় পেতে ঢুকে পড়ল।

কামরার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে জুয়ানিতা। বেশ লম্বা, সুঠাম ও ভরাট দেহ। কমনীয়, কাঙ্ক্ষিত এবং নিটোল গোলাপ যেন, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। মনে এক ধরনের প্রশান্তি অনুভব করে হিকক। হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়। এগিয়ে গিয়ে নিজের হাতে মেয়েটির হাত তুলে নিল ও, ধরে থাকল হাত, পরস্পরের চোখে চোখ রাখল ওরা।

বিল হিককের অনুভূতি ব্যাখ্যা করা কঠিন, যেমন সে অনুভব করছে। তার সামনে এমন এক নারী, যে তাকে উদ্দীপ্ত করে, প্রেরণা দেয়; মনে এমন অনুভূতি কাজ করে যা আর কোন নারীর

প্রতি কখনও অনুভব করেনি, করবেও না কখনও। আধা-স্প্যানিশ আধা আইরিশ অনন্য এক নারী। অন্তত বিল হিককের কাছে পরম কাঙ্ক্ষিত।

পরিচয়ের পর কয়েক বছর পেরিয়ে গেছে, ওদের সম্পর্কও গভীর–যদিও অপ্রকাশ্যে–কিন্তু চূড়ান্ত বোঝাপড়া এখনও হয়নি। কাজের ব্যস্ততায় নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে হিকক, ছায়া হয়ে ঘুরে বেড়ায়, বেশিরভাগ সময় লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকে, এবং জুয়ানিতার সঙ্গেও দেখা হয় না তেমন। হিককের জন্য ও নিজেই বাধা। অতি পরিচিতির দেয়াল ভেঙে সাধারণ মানুষ হতে পারে না সে, তাই জুয়ানিতার সঙ্গে প্রতিশ্রুতি বিনিময়ও আজ পর্যন্ত ঝুলে আছে।

'কেমন আছ?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল হিকক, ভিতরকার উচ্ছ্বাস চেপে রেখেছে বহু কষ্টে।

'ভাল। তুমি?'

মাথা ঝাঁকাল কিংবদন্তী বন্দুকবাজ। 'নিতা, প্রিসিলা আর হাঙ্ক বার্নেটকে খুঁজে বের করতে হবে...তারপর ফিরে আসব আবার। তখন না হয় বোঝাপড়া করে নেব আমরা। তুমি চাইলে, ইয়ে...আমার মনে হয় ব্যাপারটা নিয়ে তখন আলাপ করা যাবে। এখন উপযুক্ত সময় নয়।

'কিন্তু একটা কথা ঠিক, যাই করি আরও পশ্চিমে চলে যেতে হবে আমাদের, এমন কোথাও যেখানে বিল হিককের নাম শোনেনি কেউ। তা হলে হয়তো শান্তিতে থাকতে পারব আমরা, সুখী হতে পারব।'

'এখনই চলে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

মাথা ঝাঁকাল জুয়ানিতা। হিকক ওকে যতটা বুঝতে পারে, তারচেয়ে বেশিই তাকে বুঝতে পারে ও। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস বুক থেকে বেরিয়ে আসছিল, কিন্তু চেপে গেল সযত্নে। মানুষটার ছায়াও

তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়! এমন ভারী ও বিপজ্জনক নাম বোধহয় পশ্চিমে কারও নেই—খ্যাতির বিড়ম্বনা সামাল দিতে দিতে নাভিশ্বাস উঠছে তার! শুধু বিব্রতাবস্থা হলে কথা ছিল, কিন্তু প্রায় সময়ই অতি উৎসাহী গানম্যানদের পিস্তলের বুলেট সামাল দিতে হয় হিককে, তাকে খুন করে নাম কিনতে এদের সে কী আগ্রহ!

অসুস্থ প্রতিযোগিতা ছাড়া কোন জায়গা কি পশ্চিমে আছে?

জুয়ানিতার সন্দেহ আছে। তাই মনস্থির করে ফেলেছে। সত্য এড়িয়ে লাভ হবে না, বরং মুখোমুখি হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। হিকক কথা দেয়নি, কিন্তু নীরব অপেক্ষায় রেখেছে ওকে। আইবুড়ো হয়ে যাচ্ছে ও...ছাব্বিশ চলছে। অথচ এই বয়সে পশ্চিমের বেশিরভাগ মেয়ে দু'তিনটা বাচ্চার মা হয়ে যায়।

সংসার! ওটা বোধহয় কখনও হবে না।

নিখাদ অনিশ্চয়তাপূর্ণ এক জীবন হিককের, তার সঙ্গে ওকেও জড়িয়ে নিয়েছে সে। জটিল আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে দু'জন, শুধু অপেক্ষা করাই সার...পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়নি। আজ এখানে তো কাল ওখানে। কেবলই নতুন নতুন জায়গায় যাচ্ছে। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত জায়গার দেখা মেলেনি, যেখানে পরিচয় লুকিয়ে থাকতে পারবে ওরা।

'বেশ, যাও, কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরে এসো!' বলল জুয়ানিতা।

ঝুঁকে ওর ঠোঁটে আলতো চুমু খেল হিকক। সামান্য ছোঁয়াটুকু দিয়েই সরে গেল, ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

বারে গল্প করছিল ট্রিনো ও ড্যান। ওদের সঙ্গে ধূসর চুলের এক কাউহ্যাণ্ডও আছে।

'এই লোকটা বলছে প্রিসিলা আর রলেসকে পুবদিকে যেতে দেখেছে,' জানাল বারকীপ। 'বেশ কিছুটা দূরে ছিল ও, স্পষ্ট দেখেনি, তবে ওর সন্দেহ প্রিসিলার হাত বাঁধা ছিল। পিছু নিয়ে চলে গিয়েছিল ও, কিন্তু সল্ট ক্রীক ক্যানিয়নের গোলকধাঁধায় ট্র্যাক হারিয়ে ফেলেছে।'

'বেশ। আমরা একবার ওদিকটা খুঁজে দেখব।' তীক্ষ্ণ চাহনিতে লোকটাকে দেখল হিকক। সন্তুষ্ট হলো। সাচ্চা মানুষ। ভাঁওতাবাজ নয়। 'একটা কাজ করতে পারবে, ফ্রেণ্ড? ব্লু হিলে গিয়ে খবরটা দিতে পারবে রাস্টিকে? তারপর না হয় আবার খোঁজাখুঁজিতে বেরিয়ো। মেয়েটা মহা বিপদে আছে।'

'হ্যাঁ, খবর দিয়েই ক্যানিয়নের কাছে চলে যাব। আমার নাম অ্যাবে ক্রফোর্ড। সবাই অবশ্য স্যাণ্ডি নামে ডাকে।' আনমনে মেটে রঙা চুলে হাত বুলাল সে।

'সাবধানে থেকো, স্যাণ্ডি। পিস্তলে খুবই চালু রলেসের হাত।'

'চিনি ওকে। একবার রাউণ্ড আপের সময় কয়েকটা বাছুর খুব জ্বালাতন করছিল। কোনভাবে ওদের মার্কা বসাতে পারছিলাম না। অথচ রলেস সহজে কাজটা সেরে ফেলল। পিস্তলের মত ব্র্যাণ্ডিং আয়রনেও হাত পাকা ওর।'

প্রিসিলার খোঁজে তো বেরোবে, কিন্তু কোথায় যাবে এটা আগে ঠিক করতে হবে। খোঁজাখুঁজির সময় খুবই সতর্ক থাকতে হবে যাতে হাঙ্ক বার্নেটের সঙ্গে মোলাকাত না-হয়ে যায়। লোকটা খুবই বিপজ্জনক। জাত গোক্ষুর। এখন নিশ্চয়ই মরিয়া হয়ে পড়েছে। খুনে দৈত্যে পরিণত হয়েছে।

'রাত-দিন সারাক্ষণ পাহারায় থেকো,' ড্যান আর ট্রিনোকে নির্দেশ দিল বিল হিকক। 'দয়া করে গাফিলতি কোরো না। ব্যাটা খুবই ভয়ঙ্কর লোক। সামান্য অবহেলা দেখলে সুযোগটা লুফে নেবে।'

পনেরো

সকাল সকাল বাকস্কিনের পিঠে স্যাডল চাপাল বিল হিকক। নাস্তা সেরে বেরিয়ে পড়ল ব্লু হিলের উদ্দেশে। র‍্যাঞ্চে ঢোকার আগে দূর থেকে ফিল্ডগ্লাসের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করল পুরো লেআউট, নিশ্চিন্ত হওয়ার পর এগোল। সরাসরি বাড়ির সামনে গেল না ও, বরং চারপাশের জমি নিরীখ করল, কিন্তু বিস্তর ট্র্যাক পড়ে থাকায় সবকিছু গুলিয়ে গেছে–নির্দিষ্ট কারও চিহ্ন উদ্ধার করা সম্ভব হলো না।

ট্র্যাক খুঁজতে খুঁজতে র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে দক্ষিণে সরে আসার পর বেশ কিছু চিহ্ন দেখতে পেল। একাধিক রাইডার। ওর মতই চারপাশে তালাশ চালিয়েছে এরা। হিকক অনুমান করল প্রিসিলার খোঁজ করেছে দলটা। সফল হয়েছে বলে মনে হয় না, কিন্তু খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে প্রিসিলা আর পোক রলেসের ট্র্যাক ঢেকে দিয়েছে। ব্যাপারটা অবশ্য অনিচ্ছাকৃত।

অগত্যা তালাশকারী দলটাকে অনুসরণ করল হিকক, দেখা যাক কতদূর যেতে পেরেছে এরা। হাতে সময় কম বলে খুঁটিয়ে দেখার উপায় নেই। না জানি কী বিপদ ঘটে গেছে প্রিসিলার!

চিমনি রকের পশ্চিম ঢালে এক ওঅটরহোলের কাছে মিনিট কয়েকের জন্য থামল ও। একটু পর খেয়াল করল এদিকে আসছে এক রাইডার। ফিল্ডগ্লাস বের করে দেখল হিকক।

স্যাণ্ডি।

মিনিট কয়েক পর পৌঁছে গেল সে। থমথমে, গম্ভীর দেখাচ্ছে

মুখ। 'অবস্থা ভাল ঠেকছে না,' চিন্তিত স্বরে বলল সে। 'রাস্টি আর মেলিনও বেরিয়েছে। ভাগ হয়ে খোঁজ করছি আমরা।'

'কেমন আছে মেলিন?'

'রাইড করার অবস্থা নেই, কিন্তু কোনভাবে ওকে আটকানো যায়নি। বেরোবেই! দেখেই অসুস্থ মনে হয়। মাথা ব্যথা এখনও আছে। রলেসের ট্র্যাক অনুসরণ করে মনুমেন্ট রক পর্যন্ত গিয়েছি, তারপর হারিয়ে ফেললাম। অনেক ট্র্যাকের ভীড়ে মিশে গেছে।'

'অনেক ট্র্যাক? পাসি নাকি?'

'তাই মনে হয়,' স্যাডল ছেড়ে সময় নিয়ে পানি পান করল স্যাণ্ডি। 'ওরা হয়তো রলেসকে ধরে ফেলেছে।'

'সত্যি যদি রলেসকে খুঁজে পেয়ে থাকে ওরা, অন্তত দু'একটা খুন হতে বাধ্য,' চিন্তিত স্বরে বলল হিকক। অ্যাযটেকবাসীকে চেনা আছে ওর–খুবই অদম্য ও বেপরোয়া, বিশেষ করে এখন। উন্মত্ত মবের চেয়েও হিংস্র হয়ে পড়েছে। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে বা সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশ করার ঝামেলায় যাবে না ওরা। রলেসকে ধরতে পারলে ঝুলিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, যেহেতু সে ব্লু হিল র‍্যাঞ্চের মালিক, ধরেই নেবে মালিকও এসবে জড়িত। রাস্টি আর মেলিনের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হওয়ার পর মোটেই নিরস্ত হয়নি লোকগুলো, বরং ওদের খুনে স্পৃহা আরও তীব্র হয়েছে; যেহেতু পালের গোদা বার্নেটকে ধরতে পারেনি।

'রাস্টি ও মেলিনকে ধরে ঝুলিয়ে দিতে যাচ্ছিল ওরা,' মৃদু স্বরে জানাল হিকক। 'কোনরকমে ঠেকাতে পেরেছি। কিন্তু ঘটনাটা একটুও পছন্দ হয়নি ওদের। চোখের বদলে চোখ চায় ওরা। নির্জলা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য হন্যে হয়ে পড়েছে।'

'রলেসকে ঘায়েল করা সহজ হবে না,' মন্তব্য করল স্যাণ্ডি। 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'উত্তর-পুব দিকে যাব। শোনো, ফ্রেণ্ড, একটু ঘুরে এখান থেকে পাসির ট্র্যাক ধরে এগোলে ভাল হত না? দিক বদলে ওরা যদি

অ্যাযটেকের উদ্দেশে যাত্রা করে, তা হলে অন্তত একটা খবর পেয়ে যাব আমরা। বোঝা যাবে ওরা এলাকা ছেড়ে চলে গেছে।'

'বেশ,' স্যাডলে চাপল সে। 'দেখা হবে,' বলে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল হিককের নির্দেশিত পথে।

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখ মুছল হিকক। মন উদ্বেগে কাতর হয়ে আছে, চোখে চিন্তিত চাহনি। আশপাশে কোথাও পোক রলেসের হাতে বন্দি হয়ে আছে প্রিসিলা। আর ধারে-কাছে মুক্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিংবা ঘাপটি মেরে আছে হাঙ্ক বার্নেট। দুটোর কোনটাই স্বস্তিকর নয়। দু'জনেই হুমকি ওর জন্য। বিশেষ করে বার্নেট। রলেস হয়তো পালিয়ে বেড়াবে, কিন্তু বার্নেট ওর অজান্তে চড়াও হতে পারে। এমনকী অ্যাম্বুশ করলেও অবাক হবে না হিকক।

বাকস্কিনের পিঠে চড়ে উত্তর-পুবে যাত্রা করল ও। চিমনি রকের চূড়া আকাশ ছুঁয়েছে প্রায়, অন্তত দেখে তাই মনে হয়। এর পর পাঁজরের হাড়ের মত ঢেউ খেলানো পাহাড়সারির শুরু। ক্ষীণ একটা ট্রেইল চলে গেছে ওদিকে। সামান্য দ্বিধার পর সেদিকে ঘোড়াকে চালনা করল হিকক।

স্যাডল স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল তুলে নিয়ে হাঁটুর উপর আড়াআড়ি রাখল ও, সতর্ক চোখে ট্রেইলের আশপাশে প্রতিটি কাভার নিরীখ করছে। সব ইন্দ্রিয় সজাগ ও সচেতন। কিন্তু কিছুই চোখে পড়ছে না, কিছুই কানে আসছে না।

ঈগল নেস্ট অ্যারোয়োর কাছাকাছি পাহাড়ী এলাকায় অবস্থান নিয়েছে হাঙ্ক বার্নেট। এইমাত্র ফিল্ডগ্লাসের সাহায্যে বিল হিককে উত্তরে চলে যেতে দেখেছে। নিচু স্বরে খিস্তি করল সে।

অস্বস্তি বোধ করছে হাঙ্ক বার্নেট। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে গালে দু'দিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলকাল। সকাল থেকে দু'বার নিজের অজান্তে ওর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল হিকক, কিন্তু প্রতিবার

সযত্নে তাকে এড়িয়ে গেছে বার্নেট। মুখোমুখি হওয়ার সাহস হয়নি, পরিস্থিতিও তা অনুমোদন করে না। ওর কাছে মনে হয়েছে এ মুহূর্তে লোকটার কাছ থেকে দূরে থাকাই মঙ্গল। দেখা যাক, কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়।

তবে মনে মনে ব্যাপারটা একটুও পছন্দ করতে পারছে না বার্নেট। জীবনে কাউকে ডরায়নি সে, আজও ভয় পায়নি; স্রেফ কৌশল হিসাবে দূরে রেখেছে নিজেকে। নইলে ব্যাটার উপর মেজাজ যেরকম খাপ্পা হয়ে আছে, মুখোমুখি হয়ে লেনদেন চুকিয়ে নেওয়ার লোভ সামলানো ওর মত প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষের জন্য প্রায় অসাধ্য। অথচ তাই করেছে সে।

পাসির তাড়া খেয়ে বেরিয়ে এসেছে, তারও আগে অ্যাযটেক থেকে পালিয়েছে; ব্লু হিলে সাদামাটা জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়া বার্নেটের জন্য এই ধকল বা উদ্বেগ কিছুটা দুশ্চিন্তার খোরাক হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত কয়েক বছরে মাঝে মধ্যে এমন অভিযানে বেরিয়েছে সে, কাজ সেরে আবার র‍্যাঞ্চে ফিরেও এসেছে। কেউ কখনও ফেলে আসা চিহ্ন অনুসরণ করে ব্লু হিল র‍্যাঞ্চ পর্যন্ত আসেনি, কিংবা কাছাকাছি এলেও পরে খেই হারিয়ে ফেলেছে। কারণ ব্লু হিলের ক্রু হিসাবে ওর অবস্থান কখনোই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়নি। এলাকায় মারদাঙ্গা লোক হিসাবে দুর্নাম থাকলেও আউটল হিসাবে ওকে কেউই জানে না। ঝামেলার পর প্রতিবার ব্লু হিলে এসে গা ঢাকা দিয়েছে। ক্রমে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে এসেছে।

কিন্তু এবার ব্যতিক্রম ঘটেছে। ভজকট হয়ে গেছে। একেবারে ওলট-পালট হয়ে গেছে সবকিছু। র‍্যাঞ্চে অ্যাযটেক পাসি হামলা করার পর কী ঘটেছে জানে সে, সকোরো আর স্যাণ্ডার্সের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অবগত, এও জানে লিঞ্চে করুণ মৃত্যু হয়েছে পোক রলেসের। লাশটা নিজের চোখে দেখেছে।

ওর অপকর্মের বলি হয়েছে বুড়ো আউটল। অদ্ভুত হলেও, সেজন্য আনন্দ অনুভব করেনি, বরং মনটা হতাশায় ছেয়ে গেছে।

মানুষটার মৃত্যু চেয়েছিল, তার মৃত্যুও হয়েছে; অথচ তারপরও কেন যেন ঠিক মেনে নিতে পারেনি ব্যাপারটা। হাজার হোক, এক সঙ্গে বহুদিন কাটিয়েছে। ফাঁসিতে যে-কারও মৃত্যুই দুঃখজনক ও করুণ।

অ্যাযটেক ক্রসিং ব্যাঙ্ক থেকে লুট করে আনা নয় হাজার ডলার ওর কাছে। সাথে আছে তেজী একটা ঘোড়া আর বিস্তর কার্তুজ। ভয় পাওয়ার কারণ নেই, কিন্তু ফাঁসির দড়িতে ঝুলন্ত পোক রলেসের নিষ্প্রাণ দেহ ও কুৎসিত অভিব্যক্তি অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অভাবনীয় পরিবর্তনের জন্ম দিয়েছে হাঙ্ক বার্নেটের মনে। ঘটনাটার অবিশ্যম্ভাবিতায় ভড়কে গেছে ও। জীবনে এই প্রথম।

এখন ওকে দেখলে যে কেউ অবাক হবে।

ঝাড়া সাড়ে ছয় ফুট লম্বা বার্নেট, ওজন তিনশো পাউণ্ড। দেহ দৈত্যাকার। ভারী দেহ নিয়ে ধূসর রঙের ঘোড়ার কাছে চলে গেল সে।

পমেলে হাত রেখে উঠতে যাবে, তখনই মনে হলো ভিতর থেকে কী যেন হারিয়ে গেছে। চট করে বুঝতে পারল জিনিসটা কী। ওর আগ্রাসী ভাবটা উধাও হয়ে গেছে কোন কারণে। এই প্রথম সত্যিকার অর্থে পালাচ্ছে সে, ধাওয়া খাওয়া ও কোণঠাসা ইঁদুরের মত মনে হচ্ছে নিজেকে। অথচ আগে ঠিক একই রকম পরিস্থিতিতে উল্টো প্রতিপক্ষের উপর চড়াও হত বার্নেট, ছিঁড়ে-ফুঁড়ে ঠিকই বেরিয়ে যেত। সেই দুর্জয় মানসিকতা, অসীম সাহস বা অনমনীয় দৃঢ়তা ওর মধ্যে নেই। কীভাবে, কোথায় যেন হারিয়ে গেছে!

সবকিছুর মূলে একটা দড়ি। ফাঁসির দড়ি।

বার্নেটের মনে ভয় ধরে গেছে পোক রলেসের মত করুণ মৃত্যু ওরও হতে পারে। আর যাই হোক, নেকটাই পার্টির শিকার হতে রাজি নয়।

আর তাই, এই প্রথম পিঠটান দেওয়ার ইচ্ছে জেগেছে মনে।

পোক রলেসও পালিয়েছিল, অথচ শেষরক্ষা করতে পারেনি। আসলে এমন কিছু তার নিয়তিতে ছিল। এড়িয়ে যাওয়ার মত পরিস্থিতি ছিল, কিন্তু সুযোগ নেয়নি বুড়ো।

যা হওয়ার তাই হয়েছে শেষে। বছরের পর বছর মিথ্যেকে লালন ও নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার পর স্রেফ একটা ঘোড়ার জন্য সবকিছু পাল্টে গেছে। এটাই নিয়তি। ভাগ্যের খেলা। এক যুগ ভুয়া পরিচয় দিয়ে অন্যদের উপর ছড়ি ঘুরিয়েছে রলেস, কিন্তু শেষটায় ভাগ্য খেল্ দেখিয়ে দিল। নির্মম রসিকতা ছাড়া আর কী!

এই ঘটনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য থেকে শিক্ষা ঠিকই নিয়েছে হাঙ্ক বার্নেট। সত্যি সত্যি ভড়কে গেছে সে। এতটাই যে মোহনীয় জুয়ানিতা ইবানেজকেও বিস্মৃত হয়েছে।

স্পারের আলতো খোঁচায় ঘোড়াকে আগে বাড়াল সে। টানা ধকল যাচ্ছে। ক্লান্তি ভর করেছে শরীরে। মনের উপর অবসাদের বোঝা চেপে বসছে। চলতে চলতে ঢুলতে শুরু করল সে। মন বিক্ষিপ্ত ও নিরানন্দ। এই প্রথম...নিজেকে ফাঁদে পড়া কয়োটির মত মনে হচ্ছে ওর, অথচ রুখে দাঁড়ানোর মানসিকতাটা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে।

এই বার্নেট অন্যদের কাছে অচেনা। যে কেউ দেখলে বিস্মিত হবে।

কীসের খোঁজ করছিল হিকক? ওকে তাড়া করছে না তো?

হিকক!

ব্যাটাই যত নষ্টের গোড়া! ফ্যাণ্ডাঙ্গোর সেই মারপিট দিয়ে শুরু, তারপর আর কোন কিছুই ঠিকমত হয়নি; ভজকট হয়েছে বারবার। চৌকস, দুর্বিনীত, লড়াকু ও বেপরোয়া হিসাবে পরিচিত বার্নেট প্রতিটি কাজে ব্যর্থ হয়েছে।

ব্যাটার সঙ্গে লেনদেন চুকিয়ে ফেললে কেমন হয়? আনমনে ভাবল বার্নেট। অদ্ভুত হলেও, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে চাঙা মনে হলো ওর। হ্যাঁ, একটা কাজের কাজ হবে! হিককে খুঁজে বের করে

গোডাউনে গেলে...সফল হলে দুনিয়া জোড়া খ্যাতি পাবে, সমস্ত পশ্চিমে চাউর হয়ে যাবে কার হাতে খুন হলো কিংবদন্তী গানম্যান বিল হিকক।

এমন বিশাল লক্ষ্য জীবনে কখনও স্থির করেনি হাঙ্ক বার্নেট। বিল হিকককে ডুয়েলে হারানোর ইচ্ছেটাকে সত্যি বিশালই বলতে হবে। বহু ফাস্টগানই হিককের সামনে দাঁড়ানোর চিন্তায় ভড়কে যায়, শিউরে ওঠে চিন্তাটা মাথায় এলে। বাস্তবে হিককের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানোর মত হিম্মত খুব কম মানুষের আছে। খুবই কম...

হ্যাঁ, ব্যতিক্রমী একজন মানুষ হতে যাচ্ছে সে। হিককের মুখোমুখি দাঁড়ানোর হিম্মত তো আছেই, বরং বিল হিককের লাশ ফেলে দেওয়া দুঃসাহসী মানুষ হতে যাচ্ছে, পশ্চিমের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও ক্ষিপ্র গানম্যান শিগ্গিরই খুন হয়ে যাবে ওর হাতে।

আগামীকাল থেকে অন্য এক হাঙ্ক বার্নেটকে চিনবে পৃথিবীর সব মানুষ।

ছয় মাইল উত্তরে স্যাণ্ডস্টোনের তৈরি উঁচু টিলা পেরোতে ট্রেইলে এক ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেল বিল হিকক, শুকনো ওঅশের বালি ও পাথরময় পাড় পেরিয়ে এসেছে এইমাত্র। ওকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়ল লোকটা।

কাছে যাওয়ার আগেই তাকে চিনতে পারল হিকক।

স্যাণ্ডি।

'মিস্ রবেককে পাওয়া গেছে,' জানাল সে। 'মেলিন খুঁজে পেয়েছে। পাহাড়ের গভীরে এক শ্যাকে হাত-পা বাঁধা ছিল। সামান্য দানাপানি সহ প্রিসিলাকে ওখানে রেখে গিয়েছিল পোক রলেস। এমন আজব কাণ্ড আর দেখিনি! হাত মুক্ত ছিল ওর, কিন্তু চারদিকে দেয়ালের সঙ্গে কোমর থেকে এমনভাবে দড়ি বাঁধা ছিল

যে এক ইঞ্চিও নড়তে পারছিল না। বেশ তাড়াহুড়ো করে বাঁধা হয়েছিল প্রিসিলাকে, কিন্তু দক্ষ হাতে; গিঁটগুলো ওর আয়ত্তের বাইরে ছিল। আমরা যখন পৌঁছলাম, দেখি একটা দড়ি নিয়ে বেশ টানাহেঁচড়া করেছে প্রিসিলা, এক হাত ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে।'

'এ ছাড়া আর সমস্যা হয়নি তো ওর?'

'মনে হয় না। মেলিনরা ব্লু হিলে নিয়ে গেছে ওকে।' চিন্তিত দৃষ্টিতে হিককে দেখল স্যাণ্ডি। 'আচ্ছা, রলেসের খোঁজ জানো? গত পরশু প্রিসিলাকে বেঁধে রেখে গেছে সে, এরপর আর ফিরে যায়নি।'

'না। বার্নেটের খোঁজও পাইনি।'

'বাড়ি ফিরে যাচ্ছি,' হতাশ সুরে বলল স্যাণ্ডি। 'অনেক সময় হলো বেরিয়েছি। বস্ হয়তো খেপে গেছে, সামনে পেলে হাউকাউ শুরু করে দেবে। তো, চলি তা হলে। দেখা হবে,' বলে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল সে। 'ভাল থেকো।'

সামান্য কয়েক মুহূর্ত স্যাডলে বসে রইল হিকক, তারপর যাত্রা করল আবার। প্রিসিলা যেহেতু নিরাপদ, আনমনে ভাবল ও, এবার হাঙ্ক বার্নেটের দিকে মনোযোগ দেওয়া যেতে পারে। দু'দিনের মধ্যে পরিত্যক্ত শ্যাকে ফিরে আসেনি পোক রলেস এবং তার পিছু নিয়েছিল 'অ্যাযটেক' পাসি, সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া চলে হয়তো পাসির ধাওয়া খেয়ে তল্লাট ছেড়ে ভেগে গেছে সে কিংবা আরও ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে গেছে তার ভাগ্যে। আপাতত তাকে নিয়ে না-ভাবলেও চলবে।

হাঙ্ক বার্নেটের প্রতি বিদ্বেষ বোধ করছে না হিকক, বরং সে এখান থেকে চলে গেলে স্বস্তি বোধ করবে। শোডাউনে যেতে হবে না তা হলে। মানুষ খুন করে বিনিময়ে তিক্ততা ছাড়া আর কী পাওয়া যায়?

'দেখা যাক কোথায় আছে সে,' বাকস্কিনের উদ্দেশে বিড়বিড় করল। 'তল্লাট ছেড়ে গিয়ে না-থাকলে নির্ঘাত পাহাড়ী এলাকায়

লুকিয়ে আছে।’

সন্ধ্যা পর্যন্ত তালাশ চালিয়ে গেল হিকক, কিন্তু সফল হলো না। হাঙ্ক বার্নেটের উপস্থিতির কোন প্রমাণ খুঁজে পায়নি। তবে তারমানে এই নয় যে সে এলাকা ছেড়ে ভেগেছে। বরং হিককের ধারণা ধারে-কাছে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে লোকটা।

বিশালবপু ফোরম্যানকে যতটুকু বুঝেছে তাতে নিশ্চিন্তে এ-কথা বলা যায় মোক্ষম সময়ে ঠিকই হাজির হয়ে যাবে সে, বদলা নিতে চাইবে। সল্ট লেকে গিয়ে জুয়ানিতাকে এক হাত নিতে চেয়েছিল, কিন্তু যায়নি সে, কিংবা গেলেও সুবিধা করতে পারবে না বুঝতে পেরে ফিরে এসেছে। গেব ট্রিনো আর ড্যান হাওয়ার্ডকে টপকে জুয়ানিতাকে স্পর্শ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হবে যে-কারও জন্য। তা ছাড়া, অ্যাযটেক পাসির ভয় ঢুকে গেছে তার মনে। এমনও হতে পারে পাসি বার্নেটেরই পিছু নিয়েছে।

তাই আপাতত নিজের জান বাঁচাতে ব্যস্ত সে, অন্য কোন দিকে মনোযোগ দেওয়ার ফুরসত পাচ্ছে না।

ট্রেইল থেকে সরে এসে পাহাড়ের কোলে, পাথুরে খোড়লে ক্যাম্প করল হিকক। নিরাপত্তার জন্য হুমকি হবে বলে আগুন জ্বালল না। শুকনো জার্কি আর পানি খেয়ে শুয়ে পড়ল, চাহিদার তুলনায় সামান্য, কিন্তু কিছু করার নেই। সঙ্গে আনা খাবার ফুরিয়ে যাবে পুরোটা খেলে। আরও ক'দিন ট্রেইলে থাকতে হয় আগাম বলা মুশকিল।

ভোরে উঠে আবার যাত্রা করল। কয়েক মাইল এগোনোর পর হঠাৎ বিশাল একটা ঘোড়ার ছাপ দেখতে পেল, আড়াআড়ি ওর ট্রেইল পেরিয়ে গেছে। বেশ বড় ঘোড়া…আর বড় ঘোড়ায় বড়সড় মানুষই চড়ে।

আচমকা গতিপথ পরিবর্তন করল হিকক। এটা হাঙ্ক বার্নেটের ঘোড়া তাতে কোন সন্দেহ নেই। চকিত দৃষ্টিতে সামনের এলাকা একবার দেখে নিল—রুক্ষ, এবড়োখেবড়ো প্রান্তর, ছোট ছোট

পাহাড়সারির ফাঁকে বোল্ডার, বিচ্ছিন্নভাবে বেড়ে ওঠা গাছ এবং অসংখ্য ঝোপঝাড় রয়েছে। উঁচু-নিচু জমি। সব মিলিয়ে, অ্যাম্বুশে পড়ার মত আদর্শ জায়গা।

রুক্ষ, পাথুরে জমি বলে অস্পষ্ট ছাপ পড়েছে। অনুসরণ করা কষ্টকর হয়ে পড়ছে ক্রমশ। তবে তাড়া নেই ওর, সময় নিয়ে এগিয়ে চলেছে। তাতে আরও একটা সুবিধা পাচ্ছে: ধীর গতি বলে ট্রেইলে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে পারছে, অ্যাম্বুশে পড়ার সম্ভাবনা কম।

স্পষ্ট কোন ছাপ নেই, বরং প্রকাণ্ড ঘোড়াটার চলে যাওয়ার পরোক্ষ চিহ্ন আবিষ্কারের মাধ্যমে এগিয়ে যাচ্ছে হিকক। সেয ঝোপের সরে যাওয়া ডাল বা মুচড়ে যাওয়া পাতা, চটকানো মাটি, সরে যাওয়া ছোট্ট নুড়িপাথর যেখানকার মাটি সামান্য ভেজা ভেজা দেখাচ্ছে, পাথরে খুরের নালের কারণে সৃষ্ট অস্পষ্ট আঁচড়, নুয়ে পড়া ঘাস...এসব ওকে পথ দেখাচ্ছে। একবার ট্রেইলের উপর পড়ে থাকা একটা ডাল থেকে ছিলে যাওয়া বাকল দেখতে পেল, ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের ঘায়ে তৈরি হয়েছে; বাকলের গায়ে আর ডালের ভিতরের দিকে আঁচড়ের মত দাগ চোখে পড়ল।

বুনো পশুর ট্রেইল এটা। ক্ষীণ ও অস্পষ্ট। সরুও। ঘোড়ার চলাচলের জন্য উপযুক্ত নয়। কেউ অনুসরণ করতে পারে এমন ভাবনা বার্নেটের মাথায় এসেছে কি-না বলা মুশকিল, তবে ট্রেইলে তার চলাফেরা দেখে বোঝা যাচ্ছে না; কিন্তু একবার পাহাড়ে চলে গেলে সতর্ক হয়ে যাবে লোকটা। হতে বাধ্য। হেঁটে হেঁটে তখন অনুসরণ করতে হবে।

প্রায়ই থামতে হচ্ছে, ট্র্যাক খুঁজছে। কয়েকবার ধন্দেও পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু খুব বেশি সমস্যা হয়নি। কিছুটা এগোনোর পর ঠিকই ট্র্যাক খুঁজে পেয়েছে। অ্যাপাচিদের মত ট্র্যাক পড়তে জানে হিকক, অন্য কেউ হলে যা দেখতে পেত না সেটা ঠিক ওর চোখে পড়ে যায়।

এগিয়ে চলল ও।

গুচ্ছাকারে বেড়ে ওঠা কয়েকটা পাইনের পাশে এসে ঘোড়ার রাশ টানল, তামাক আর কাগজ বের করে সময় নিয়ে সিগারেট রোল করল। সামান্য হলেও উদ্বেগ বোধ করছে, বিস্বাদ লাগছে মুখের ভেতরটা। টানা রাইডিঙের অবসাদ বোধ করছে। সকালের সূর্য তেতে উঠেছে বেশ। চোখ কুঁচকে সামনের পাহাড়সারি জরিপ করল ও।

সিগারেট ঠোঁটে ঝুলিয়ে দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে ধরাল, এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল। সিগারেট ধরাতে গিয়ে চিবুকে খোঁচা খোঁচা দাড়ির উপস্থিতি টের পেল। ঘামের কটু গন্ধ ছড়াচ্ছে শার্ট, টানা ছুটতে হচ্ছে বলে বদলে নেওয়ার সুযোগ পায়নি। মাথা নেড়ে অবসন্ন ভাব তাড়িয়ে দিল হিকক, মনকে শক্ত করল; আরও অনেক পথ যেতে হতে পারে। সামান্য ঢিলেমি দিলে ফস্কে যেতে পারে বার্নেট, এমনকী চড়া মাশুলও গুনতে হতে পারে। সুযোগ পেলে যে গুলি করে ওকে ফেলে দেবে না আউটল, তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

সিগারেট শেষ করে আবার যাত্রা করল হিকক, এবং কয়েক গজ এগোনোর পরপরই রাইফেলের তীক্ষ্ণ গর্জন শুনতে পেল, একই মুহূর্তে কানের পাশ দিয়ে তীক্ষ্ণ শব্দে চলে গেল তপ্ত সীসা। অজান্তে শিউরে উঠল ও। হ্যাটের ক্রাউন ছুঁয়ে গেছে বুলেট।

এমন পরিস্থিতি ওর জন্য নতুন নয়, তাই জানে কী করতে হবে। শরীরও এতে অভ্যস্ত ও প্রশিক্ষিত। তা ছাড়া, এমন কিছু সারাক্ষণই প্রত্যাশা করছে। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল হাতে স্যাডল ছাড়ল এবং ঢাল বরাবর গড়িয়ে দিল শরীর। কয়েক গজ দূরের পাথরের আড়ালে চলে গেল। আর কোন গুলি হয়নি।

মাথা সামান্য তুলে চোখ কুঁচকে তাকাল ও, সম্ভাব্য প্রতিটি স্থান খুঁটিয়ে দেখল। অস্বাভাবিক কোন শব্দ শুনতে পেল না।

সকালের সূর্য এখনও মাঝ-আকাশে পৌঁছায়নি, তবে রোদে তেজ এতটুকু কম নয়, বরং গা তাতাচ্ছে। স্থবির হয়ে আছে সব, কোথাও কোন নড়াচড়া বা অস্বাভাবিক শব্দ নেই। দশ হাত দূরে

পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা গিরগিটি, দৌড়ে তিন গজ দূরের আরেক পাথরের পাশে চলে গেল। তামার আকরিকের দাগ গড়ায় সবুজাভ রঙ পেয়েছে এই পাথরটা। অনড় শুয়ে আছে বিল হিকক, আড়চোখে গিরগিটিকে দেখল, পাঁজরের পাশে ওটার হৃৎস্পন্দন স্পষ্ট চোখে পড়ছে–হিককের উপস্থিতিতে উত্তেজিত হয়ে পড়েছে ছোট্ট প্রাণীটা।

দৃষ্টি সামনে পাহাড়ের কোলে ঠিকই রয়ে গেছে। সহসা এক জোড়া ছুটন্ত পা চোখে পড়ল সরু ট্রেইলের ধারে। সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল হিকক। পয়েন্ট ফোর-ফোরের ভারী গর্জন প্রতিধ্বনি তুলল ক্যানিয়নের দেয়ালে দেয়ালে।

ঝোপঝাড় ঘেরা পাথুরে একটা জায়গায় চলে গেছে লোকটা। নুড়িপাথরের ফুলঝুরি ছুটিয়েছে হিককের বুলেট। অবশ্য লাগানোর আশাও করেনি। অদৃশ্য ঘাতককে স্রেফ জানিয়ে দেওয়া যে খেলা সহজ হবে না। ওকে অ্যাম্বুশ করতে গেলে তার নিজের চামড়ার ঝুঁকিও নিতে হবে।

ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে বেরিয়ে এল হিকক, দৌড়ে বাকস্কিনের কাছে এসে স্যাডলে চড়ল।

পাখি পালিয়েছে।

মিনিট দুয়েকের মধ্যে পৌঁছে গেল যথাস্থানে। ঝোপঝাড়ে ঘেরা পাথুরে জায়গার পিছন থেকে ট্রেইল শুরু হয়েছে। ঢালু পথ ধরে ছুটে গেছে লোকটা। বড়সড় ঘোড়া। মানুষটাও সে ভারী। তুমুল বেগে ছুটে গেছে। ছুটন্ত ঘোড়ার জন্য এমন ঢালু পথ বেশ বিপজ্জনক, কিন্তু ধাওয়া খেয়েছে বলে গ্রাহ্য করেনি লোকটা। না-করেও উপায় ছিল না, কারণ খেলার ছক পাল্টে গেছে–শিকার এখন উল্টো তার পিছু নিয়েছে।

শর্তহীন, উন্মুক্ত ও সমানে সমান লড়াই হবে এখন থেকে...

তাড়াহুড়ো বোধ করছে না হিকক, বরং ধীরে-সুস্থে এগিয়ে চলল। সতর্ক থাকতে হচ্ছে, কারণ বার্নেট এখন জেনে গেছে যে ও

পিছু নিয়েছে। তাকে অনুসরণ করার কাজ দ্বিগুণ কঠিন হয়ে যাবে, কারণ একইসঙ্গে অ্যাম্বুশের ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হবে।

ফোর্ড ধরে কোল মাইন ক্রীক পেরিয়ে গেল হিকক, চলন্ত অবস্থায় ক্রীক থেকে স্বচ্ছ টলটলে পানি ভরে নিল ক্যান্টিনে। একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছিল।

হগব্যাক মাউন্টেনের পাঁচশো-ফুটী দেয়ালের উদ্দেশে এগোচ্ছে এখন, করাতের মত খাঁজকাটা ওটার শৃঙ্গ, পেতলরঙা আকাশের বিপরীতে অসংখ্য অসমান দাঁতের মত দেখাচ্ছে। বিশাল পাথুরে দৈত্য যেন আকাশ গিলে ফেলতে হাঁ করেছে!

আচমকা সামনের পাহাড়ের চূড়ায়, আকাশের বিপরীতে ঘোড়া আর সওয়ারের কাঠামো স্পষ্ট ফুটে উঠল, যেন ড্রইংরুমে রাখা পেইন্টিংয়ের ছবি। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য, কিন্তু বিল হিককের জন্য ওই যথেষ্ট ছিল। চোখের পলকে হাতে উঠে এল রাইফেল এবং কোনরকম নিশানা ছাড়া, নল উঁচু করে ট্রিগার টেনে দিল ও।

পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলল রাইফেলের ভারী গর্জন।

এবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। ঘোড়াটাকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে দেখেছে। বিপদ বুঝতে পেরে শেষ মুহূর্তে লাফিয়ে স্যাডল ত্যাগ করেছে বার্নেট।

ইতোমধ্যে আবার গুলি করেছে হিকক, তবে নিজেও জানে এবার লাগবে না।

ঝোপ পেরিয়ে দ্রুত স্যাডল ত্যাগ করল ও। হেঁটে এগোনোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কারণ ঘোড়ার পিঠে ওকে অ্যাম্বুশ করতে সুবিধা হবে বার্নেটের। আউটল যেহেতু স্যাডল ত্যাগ করেছে, সেক্ষেত্রে ওরও হেঁটে যেতে অসুবিধা নেই; বরং বেমক্কা গুলি খাওয়ার ঝুঁকি কমে যাবে।

হগব্যাক মাউন্টেনে লুকিয়ে থাকার মত হাজারটা জায়গা। তবে কিছুটা হলেও নিশ্চিন্ত বোধ করছে হিকক। চাইলেও এখান থেকে সরে পড়তে পারবে না বার্নেট, যেহেতু ঘোড়া নেই। এখন তাকে

পায়ে হেঁটে যেতে হবে, কিংবা হিককের ঘোড়াটা দখল করতে হবে। তারও আগে, নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য হিককে খুন করতে হবে।

স্যাডল-বুটে রাইফেল রেখে, স্যাডলব্যাগ হাতড়ে মোকাসিন জোড়া বের করল হিকক, বুট খুলে ফিতা বেঁধে ঝুলিয়ে দিল পমেলের সঙ্গে। এবার ঢালু জমি ধরে উঠতে শুরু করল। সতর্কতার সঙ্গে পথ চলছে। কিছুদূর ওঠার পর পাহাড়ী চাতালে বার্নেটের মরা ঘোড়া দেখতে পেল।

বার্নেট কীভাবে বা কোন্ দিকে গেছে বলা মুশকিল, তবে আন্দাজের উপর নির্ভর করে এগোল হিকক, বোল্ডারসারির ফাঁক-ফোকর গলে একটু একটু করে আগে বাড়ছে। খুবই সতর্ক ও, কান খাড়া, চোখজোড়া ব্যস্ত।

একবার থেমে থাকার সময়, কয়েক গজ দূরে ঝোপ থেকে উড়ে যেতে দেখল কয়েকটা পাখিকে। হঠাৎ এভাবে একসঙ্গে সব পাখির উড়ে যাওয়ার কথা নয়, যদি না তাদের বিরক্ত করা হয়ে থাকে। তারমানে, ওদিকেই আছে বার্নেট।

সেদিকে এগোল ও, তবে ক্লিফের গা বেয়ে সামান্য উপরে উঠে যেতে হবে। এবড়োখেবড়ো ঢালু পথ ধরে উঠতে শুরু করল, আয়াস লাগলেও সাফল্যের লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর। হাত-পা পিছলে যেতে চাইছে, তবে গ্রাহ্য করল না হিকক, বরং দ্বিগুণ সতর্কতার সঙ্গে উঠছে।

সরু একটা চাতালে উঠে এল ও, নীচের বোল্ডার থেকে প্রায় সত্তর ফুট উঁচুতে। সহসা নিচু স্বরে ওকে ডাকল কেউ। মুখ তুলে তাকাতে পঞ্চাশ ফুট উপরের এক চাতালে দেখতে পেল হাঙ্ক বার্নেটকে।

হাসছে লোকটা। হাসতে হাসতে পিস্তল তুলল। ট্রিগার টেনে দেবে এখনই!

বিদ্যুৎ বেগে বাম হাতে ড্র করল হিকক, কোমরের কাছ থেকে

গুলি করল। খুবই ক্ষিপ্র ড্র করেছে ও, এবং নিশানা ছাড়াই গুলি করেছে; স্রেফ বার্নেটকে বেচাল করার জন্য, লক্ষ্যভেদ করার আশা করেনি। বার্নেট বেসামাল হলে তার গুলিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে।

বাস্তবেও তাই হলো। গুলি এড়াতে লাফিয়ে এক পাশে সরে গেল বিশালদেহী ফোরম্যান। সামান্য নড়ে গেল পিস্তলের নল, একই সময়ে ট্রিগার টিপেছিল, আর তাতে গুলিটা হিককের মাথার উপর পাহাড়ের শরীরে গিয়ে বিঁধল। নুড়ি ও বালির চল্টা ছিটকে হিককের মুখে এসে পড়ল।

হাতের বামে জুতসই কাভার দেখতে পেল হিকক। ভূমিধসের কারণে পাহাড়ের শরীরে খোড়লের মত খাদ তৈরি হয়েছে, আড়াল হিসাবে আদর্শ বলে সেদিকে ছুটল ও। ঢাল খুবই খাড়া, এক পা বেমক্কাভাবে ফেললে একেবারে তলায় গিয়ে পড়বে; তখন হাঙ্ক বার্নেটের ওকে খুন করার ঝামেলায় যেতে হবে না।

ভাগ্যিস, মোকাসিন পরেছে, কিছুটা হলেও সুবিধা পাচ্ছে, বিশেষ করে আঙুলের ডগা দিয়ে ভর দিতে পারছে। উপরের চাতালে যখন পৌঁছল ও, পরিশ্রমে রীতিমত হাপরের মত ওঠা-নামা করছে বুক, ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে।

তীব্র রোদে ঝলসাচ্ছে প্রকৃতি। গ্র্যানিট আর পাথর গরম হয়ে গেছে, এতটাই যে স্পর্শে চামড়ায় ফোস্কা পড়ে যেতে পারে। পোড়া মাটির মত লালচে মাটির বুকে জুনিপার ঝোপগুলো বুটির মত লাগছে। ওপাশ থেকে খাড়া ঢাল চলে গেছে, তবে ক্লিফের অংশ নয়। এক জুনিপার ঝোপের পিছনে অবস্থান নিয়ে খুঁটিয়ে সামনের জমি নিরীখ করল হিকক। চারপাশ নীরব, স্থবির, উত্তপ্ত। ঘাম গড়িয়ে চোখে এসে পড়ায় জ্বালা করে উঠল, ডলে স্বাভাবিক করার প্রয়াস চালাল ও, হাতের চেটো দিয়ে কপালের ঘাম মুছল।

আকাশে চক্কর কাটছে একটা শকুন, আশায় আছে খাবার মিলবে। দূরে, দিগন্তের একেবারে প্রান্তে ব্লু হিলের অবস্থান। নাক বরাবর পশ্চিমে সল্ট ক্রীক। শহরের কাছাকাছি ধোঁয়ার ক্ষীণ রেখা

চোখে পড়ছে। মাঝখানের জমি বন্ধুর—ক্যানিয়ন আর অ্যারোয়োয় ভরা। অগুনতি ঝোপঝাড় তো আছেই—কোথাও সবুজ জুনিপার, কোথাও বাদামি রঙের সেয; কিংবা রয়েছে হালকা গোলাপি বা ফ্যাকাসে হলুদ থেকে গাঢ় লাল বা ম্যাজেন্টা রঙের পাথর ও বোল্ডারসারি।

ঢালের উপর, প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচুতে মরা একটা গাছ দেখা যাচ্ছে। পাতা ঝরে গেছে, শুকিয়ে গেছে ডাল; কঙ্কালের মত সাদা দেখাচ্ছে ডালপালা। গোড়ায় মাঞ্জানিটা ঝোপের ভিতর বাসা তৈরি করেছে এক পাল ইঁদুর। হ্যাটের ব্রিম নামিয়ে দিল বিল হিকক, চোখ জোড়াকে তীব্র রোদ থেকে আড়াল করল, তারপর খুবই সন্তর্পণে পা বাড়াল, বেড়ালের মত নিঃশব্দে এগোচ্ছে।

হঠাৎ সামনের ঝোপ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল একটা খরগোশ, হিককের দিকে উদ্ভ্রান্তের মত ছুটে আসছে। শেষ মুহূর্তে ওকে দেখতে পেয়ে শরীরে মোচড় তুলে দিক পরিবর্তন করল, ওর কাছ থেকে পাঁচ হাত দূর দিয়ে ছুটে চলে গেল তীর বেগে।

চমকের কিছু নেই। সঙ্গত কারণে নিজের নিরাপদ আড়াল ছাড়তে বাধ্য হয়েছে খরগোশটা। কেউ ওটাকে বিরক্ত করেছে। ঝট করে বাম দিকে ঘুরল হিকক, ওর সারা দেহ কাঁপিয়ে দিয়ে নাকের সামনে দিয়ে চলে গেল এবারের বুলেট।

ডাইভ দিল হিকক। মাটিতে পড়ে গড়িয়ে দিল দেহ, দ্রুত সরে এল কয়েক গজ; তারপর উঠে দাঁড়িয়েই নিচু হয়ে ছুটল নাক বরাবর। সামনের ঝোপ ওর লক্ষ্য।

এদিকে কাছের ঝোপ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল হাঙ্ক বার্নেট, হাতে পিস্তল। ফের গুলি করল সে, এবং এবারও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। হিকক ছুটছে বলে লাগাতে পারল না। এদিকে হিককও গুলি করেছে। তপ্ত বুলেট জামার আস্তিন ফুটো করে চলে গেল।

এখন মুখোমুখি হয়ে পড়েছে ওরা।

হিককের উদ্দেশে ঝাঁপ দিল বার্নেট।

আবার গুলি করল ও, বুঝতে পারল না লক্ষ্যভেদ করতে পেরেছে কি-না; কারণ সেদিকে মনোযোগ নেই, বরং ছুটে গিয়ে ছুটন্ত বার্নেটের মুখোমুখি হলো, জবর ঘুসি বসিয়ে দিল দৈত্যের মুখে। ঘুসিটা প্রচণ্ড ছিল, একেবারে বেমক্কা আঘাত। বার্নেটের মুখের কোণে লাগল, এবং সঙ্গে সঙ্গে চামড়া কেটে গেল। অস্ফুট স্বরে গুঙিয়ে উঠল সে।

চট করে ঘুরে গেল ব্লু হিল র‍্যামরড, বিশাল থাবায় খামচে ধরল হিককের গলা, ধাক্কা দিল পিছন দিকে। সঙ্গে সঙ্গে এক পা তুলে কষে লাথি হাঁকাল হিকক, বার্নেটের গতির সঙ্গে নিজেকেও শামিল করল। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল বিশালদেহী ফোরম্যান। দু'জনেই ভূপতিত হলো।

উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমেই পিস্তলে ছোবল মারল হাঙ্ক বার্নেট। নিরুপায় হয়ে বাম হাতে ড্র করল হিকক, ট্রিগার টেনে দিল দ্রুত। খুব বেশি হলে কয়েক গজ দূরত্ব দু'জনের মধ্যে। হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল বার্নেট, কিন্তু অসীম মনোবল আর হিংস্র আক্রোশ নিয়ে ঝাঁপ দিল সে। দূরত্ব কমে যেতে হিককের নাগাল পেয়ে গেল, গোড়ালি খামচে ধরল। হ্যাঁচকা টানে হিকককে ফেলে দিল আবার।

হিকক পড়ে যেতে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল সে, তারপর ছুট দিল পাঁচ হাত দূরের বোল্ডারের আড়ালে সরে যাওয়ার জন্য। এদিকে মেঝেয় পড়ে থেকেই পিস্তলের খোঁজে হাতড়াল হিকক, বুকে ভর দিয়ে দুই গজ এগোতে হলো।

পিস্তল খুঁজে পেল। শূন্য চেম্বারে নতুন বুলেট ভরে তাকাল বোল্ডারের দিকে। বার্নেটকে দেখা যাচ্ছে না। একটু দূরে শক্ত মাটির উপর কয়েক ফোঁটা রক্ত পড়ে আছে। একেবারে তাজা রক্ত!

গুলিটা তা হলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি, কিছুটা হলেও আহত করেছে বার্নেটকে।

প্রায় নাকের ডগায়, পাথুরে মাটি চটকাল একটা বুলেট। গুঁড়ো মাটি আর পাথরের কণা ঢুকে গেল হিককের মুখে। থোক্ করে থুথু

ফেলল ও, মুখ থেকে মাটি উগরে দেওয়ার ফাঁকে পাল্টা গুলি করল। উপলব্ধি করছে এখান থেকে দ্রুত সরে পড়া দরকার, পরের গুলির সময় ভাগ্য এত ভাল নাও হতে পারে; কারণ প্রায় খোলা জায়গায় রয়েছে। অথচ নিরাপদ আড়ালে সরে গেছে হাঙ্ক বার্নেট।

চট করে গোড়ালির উপর উঠে বসল ও, তারপর নিচু হয়ে ছুট দিল পাথুরে আড়ালের উদ্দেশে।

ছুটে গিয়ে বার্নেটের সঙ্গে গুঁতো খেল হিকক। কিন্তু তৈরি ছিল দানব, চট করে ধাক্কা সামলে নিল, উল্টো পিস্তলের ব্যারেল নামিয়ে আনল হিককের চাঁদিতে। চোখে রঙিন বাতির ফুলঝুরি দেখতে পেল হিকক, অনুভব করল হাঁটু দুর্বল বোধ করছে, পড়ে যাচ্ছে ও। পড়ন্ত অবস্থায় হাতের পিস্তল আড়াআড়িভাবে বার্নেটের মুখে চালাল। নরম মাংসের সঙ্গে পিস্তলের নলের সংঘর্ষে ভোঁতা একটা শব্দ হলো, ফের অস্ফুট স্বরে যন্ত্রণা প্রকাশ করল হাঙ্ক বার্নেট।

মাটিতে পড়ে গেল হিকক। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের ভয়াল গর্জন শুনতে পেল, খুব কাছে বলে বিস্ফোরণের মত শোনাল শব্দটা। কখন ট্রিগার টেনেছে নিজেও জানে না। ভারী বস্তার মত ওর দেহের উপর আছড়ে পড়ল ফোরম্যানের তিন মণী শরীর।

হাঁসফাঁস করে উঠে বসল বার্নেট, মরিয়া হয়ে উঠেছে। বুঝে গেছে এভাবে বেশিক্ষণ লড়তে পারবে না, বরং চরম একটা কিছু করতে হবে। রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে পড়ছে সে, একাধিক আঘাত রয়েছে শরীরে, তায় যন্ত্রণায় কাতর। মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেছে।

উঠে দাঁড়াল সে, টের পেল পায়ের নীচে দুনিয়া কাঁপছে। আসলে শরীর দুলছে, ভারসাম্য রাখতে পারছে না। সরু ধারায় রক্ত ঝরছে ডান কণ্ঠার হাড়ের নীচে নীলচে ছোট্ট ফুটো থেকে। উন্মত্ত আক্রোশ নিয়ে হিককের উদ্দেশে ঝাঁপ দিল সে। স্রেফ খালি হাতে পিষে মেরে ফেলবে শত্রুকে।

ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছে হিকক। নিজেকে মাতাল মনে হচ্ছে ওর। জেদ তাড়া করল ওকে। বুনো হিংস্রতা নিয়ে আঘাত

করল। মুগুরের মত ঘুসি চালাল, জানে বেশিক্ষণ পারবে না, তাই ওজনদার কয়েক আঘাতে বার্নেটকে ধরাশায়ী করার ইচ্ছে।

কাদায় বুলেট বিদ্ধ হলে যেমন ভোঁতা শব্দ হয়, তেমনি শব্দ হলো বার্নেটের চিবুকে ওর ঘুসি পড়তে। অঁক করে বিজাতীয় একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল ফোরম্যানের গলা দিয়ে, স্রেফ এক জায়গায় জমে গেল সে। বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় হিককের পরের দুটো ঘুসির কোনটাই এড়াতে পারল না, বরং সঠিক জায়গায় পড়ায় কুপোকাত হয়ে গেল সে। ভূপতিত হওয়ার আগে বার দুই কেঁপে উঠল বিশাল দেহ।

দুই কদম পিছিয়ে এল হিকক, হাপরের মত ওঠা-নামা করছে বুক। বাতাসের অভাবে হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে। মাথায় তীব্র যন্ত্রণা বোধ করছে। বার্নেটের পিস্তলের ব্যারেল খুলি ফাটিয়ে দিয়েছে কি-না কে জানে! চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল ও, দু'হাত দূরে একটা পিস্তল দেখতে পেয়ে তুলে নিল।

সিধে হয়েই দেখল গড়ান দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়েছে বার্নেট, এবং তার হাতেও একটা পিস্তল শোভা পাচ্ছে। একইসঙ্গে গর্জে উঠল দু'জনের পিস্তল। গুলির ধাক্কায় ছিটকে চিৎ হয়ে পড়ে গেল হিকক, কিন্তু টলমল অবস্থায় পড়তে পড়তেও পিস্তলের নল নিচু করে আরও একটা গুলি পাঠিয়ে দিতে সক্ষম হলো।

ডান কান উড়ে গেল বার্নেটের। দৃশ্যত, জায়গাটায় এখন শুধু রক্ত দেখা যাচ্ছে, কান বলতে কিছু নেই।

মানুষ নয়, যেন যন্ত্র বা অজেয় দানব–চরম বিস্ময়ের সঙ্গে হিকক দেখল দিব্যি উঠে দাঁড়াচ্ছে লোকটা। এতগুলো বুলেট ঢুকেছে দেহে, অথচ কিছুই হয়নি! কই মাছের প্রাণ নাকি?

সময় নেই! তাড়া বোধ করছে হিকক, অধীর ও মরিয়া হয়ে পড়েছে। বুঝতে পারছে বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না। দ্রুত শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। পিস্তল তুলে আবার গুলি করল, ফলাফল দেখার অপেক্ষায় থাকল না, সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিল বার্নেটের

উদ্দেশে।

গর্জে উঠল পিস্তল। হিকক জানে না ওর নিজের পিস্তল, নাকি বার্নেটেরটা; গুলিটা কার গায়ে বা কোথায় বিদ্ধ হলো তাও জানে না, সেই সময় নেই। মরণপণ চেষ্টায় ছুটে গিয়ে পড়ল বার্নেটের উপর। তীব্র ধাক্কায় টলে উঠল বিশালদেহী, ভারসাম্য হারিয়ে চিৎ হয়ে ঢালের উপর পড়ল।

গড়াতে শুরু করল দেহটা। হিককের কয়েকবারই মনে হলো বোল্ডার বা ঝোপে লেগে গড়ানি বা পতন বন্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু তা হলো না। বিশ ফুট নীচে চাতালে গিয়ে আটকা পড়ল। রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত ও বীভৎস হয়ে গেছে।

বজ্রাহতের মত তাকিয়ে থাকল হিকক। জীবনে বহু লড়াই করেছে, কিন্তু আজকের মত কখনও অসহায় বোধ করেনি। কোন ভাবেই এই লোকটাকে ধরাশায়ী করা যাচ্ছে না। সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে বোধহয় অমরত্বের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে বার্নেট। তপ্ত সীসাও তার প্রাণ হরণ করতে পারছে না, তাও একটা দুটো নয়, অন্তত চারটা বুলেট ঢুকেছে দেহে।

নড়ছে না দেহটা।

দাঁড়িয়ে থেকে হাঁপাচ্ছে হিকক, পিস্তলের নল নিচু হয়ে গেছে ওর। বিস্মিত, বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে দেখছে বিশালদেহীকে।

তারপর, যেন জাদু বলে নড়ে উঠল হাঙ্ক বার্নেট। বুকের নীচে দু'হাত ঢুকিয়ে তিন মণী দেহটা ঠিক টেনে তুলল সে, ধীর গতিতে সিধে হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হলো। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, তার হাতে একটা পিস্তল রয়েছে এখনও!

প্রাণ বলতে কিছু নেই এর? প্রচণ্ড হতাশার সঙ্গে ভাবল বিল হিকক। আশ্চর্য কাণ্ড!

মাতালের মত দুলছে হাঙ্ক বার্নেট, প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি নিয়ে কোনরকমে খাড়া রয়েছে। কাঁপা হাতে পিস্তলে নিশানা করল সে, ট্রিগার টেনে দিল। কিন্তু শূন্য চেম্বারে হ্যামারের আঘাত হানার ক্লিক

শব্দ শোনা গেল।

ট্রাউজারের পকেট হাতড়ে কার্তুজ বের করল সে। মাতাল যেমন সুঁইয়ে সুতা গাঁথতে হিমশিম খায়, তেমনি পিস্তলের চেম্বারে গুলি ভরতে হিমশিম খেল সে। তবে সফল হলো একসময়। গুলিবিদ্ধ, বিধ্বস্ত বিশাল দেহ দুললেও ঠিক খাড়া রয়েছে।

চরম বিস্ময় নিয়ে তাকে দেখছে হিকক, কী এক ঘোরে আক্রান্ত হয়েছে।

দু'পা এগিয়ে এসে জুত হয়ে দাঁড়াল বার্নেট, পুরো সময়টা অপেক্ষায় থাকল হিকক। চাইলে গুলি করে ফেলে দিতে পারত, কিন্তু দেয়নি। আসলে বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেনি। নিয়তি যেন ঠিক করেই রেখেছে ওর জীবনের সেরা চমক দেখাবে আজ!

হিককের চোখে চোখ রাখল বার্নেট, পিস্তল তুলছে, ট্রিগারে চেপে বসেছে আঙুল।

হাতের মুঠোয় পিস্তলের বাঁটের অস্তিত্ব অনুভব করল হিকক। সবই করছে সহজাত প্রবৃত্তি বশে। পূর্ণ সচেতন বলা যাবে না ওকে, বরং প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে মস্তিষ্ক সক্রিয় করেছে ওর দেহ।

ঝাঁকি খেল বার্নেটের দেহ, পরপর দু'বার। বুটের ডগার উপর দাঁড়িয়ে পড়ল সে, তারপর থপাস করে মুখ থুবড়ে পড়ল পাথুরে মাটির উপর। রিফ্লেক্সবশত ট্রিগার টেনে দিয়েছিল, কিন্তু পায়ের কাছে মাটিতে বিঁধল বুলেট। পড়েই কেঁপে উঠল বিশাল দেহ, শেষে একেবারে নিথর হয়ে গেল।

অন্ধকার আর তীব্র ঠাণ্ডার মধ্যে চোখ মেলে তাকাল বিল হিকক। পাহাড় থেকে ধেয়ে আসছে হিমেল বাতাস, এতটাই ঠাণ্ডা যে হাড়ে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে। আসলে তীব্র ঠাণ্ডাই ওকে সচেতন করে তুলেছে। সারা শরীরে রাজ্যের ক্লান্তি, এতটাই যে নড়তেও পারছে না, অনীহা জাগছে। মাথায় লাগাতার যন্ত্রণা। জখম কতটা গুরুতর

জানা নেই ওর, অনুমানও করতে পারছে না, তবে এটা বুঝতে পারছে এমন তীব্র ঠাণ্ডায় বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারবে না।

ইঁদুরের বাসার কাছে বেশ কিছু শুকনো লতাপাতা খুঁজে পেল ও। অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছে না, হাতের নীচে পড়ে মচমচ শব্দ হতে বুঝল যে শুকনো পাতা। ঠাণ্ডায় ঠকঠক দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে, হাতের আঙুল আড়ষ্ট হয়ে গেছে। দেয়াশলাই থেকে কাঠি বের করতে রীতিমত হিমশিম খাচ্ছে, আঙুল বাঁকিয়ে কাঠি তুলে নিতে পারছে না।

কয়েকবারের চেষ্টায় শেষপর্যন্ত সফল হলো ও। জ্বলন্ত কাঠি শুকনো পাতার ছোট্ট স্তূপে ফেলল। আগুন ধরে গেল পাতায়, এবং কিছুক্ষণের মধ্যে পটপট শব্দে জ্বলতে থাকল। আলোকিত হয়ে উঠল জায়গাটা, আর হিককের জন্য অতি আবশ্যকীয় সামান্য উত্তাপও মিলল।

ওর ধারণা অন্তত একটা গুলি খেয়েছে, তবে দুটোও হতে পারে। আঘাত গুরুতর হওয়ার কথা, বিশেষ করে শারীরিক পরিস্থিতি যা উপলব্ধি করছে। পাহাড়ের উপর তীব্র ঠাণ্ডায় কতক্ষণ টিকে থাকতে পারবে বলা মুশকিল। কিন্তু এটা জানে যে জায়গাটা সল্ট লেকের দৃষ্টিসীমার মধ্যে, কেউ যদি বাড়ির বাইরে থেকে এদিকে তাকায়, পাহাড়ের উপর জ্বলন্ত আগুন দেখতে পারে।

আগুনে শুকনো কয়েকটা ডাল যোগ করল হিকক। ভাগ্যিস, কাছে ছিল, নইলে এই শরীর নিয়ে দশ গজ এগোনোর সামর্থ্যও ওর ছিল না। আগুন ভাল করে জ্বলে উঠতে ঠিক পাশে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল, উত্তাপ উপভোগ করছে। তবে নিঃসঙ্গ ও বিপন্নও লাগছে নিজেকে। অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে দেখল শঙ্কুর আকৃতি নিয়ে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে আগুনের শিখা আর উদ্গত ধোঁয়া।

শেষে, আগুন নিভে যাওয়ার পর, ম্লান আভা ছড়িয়ে পড়ছে আশপাশে, হামাগুড়ি দিয়ে বোল্ডারের আড়ালে চলে গেল হিকক। দমকা বাতাসের অত্যাচার থেকে অন্তত বাঁচবে, কিন্তু ঠাণ্ডা থেকে

রেহাই মিলবে না। দশ গজ দূরত্ব পার হতে হাঁপিয়ে গেল, বাতাস যেন সব বের হয়ে গেছে বুক থেকে। বড়বড় নিঃশ্বাস নিয়ে বুক ভরে নেওয়ার প্রয়াস পেল ও, কিন্তু বাতাসের সঙ্গে ঠাণ্ডাও ঢুকে যাচ্ছে ফুসফুসে!

নিজেও জানে না কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, কিংবা অচেতন হয়ে পড়েছে, তবে ফের যখন চোখ মেলে তাকাল পুবাকাশ তখন ফর্সা হতে শুরু করেছে। চারপাশের আবছা অন্ধকারের মধ্যে দু'একটা কাঠামো চিনতে সক্ষম হলো, ইতস্তত পড়ে থাকা ডাল আর পাতাও দেখতে পেল। শুকনো ডাল যোগাড় করে সঙ্গে ঘাস ও পাতা মিশিয়ে রাতে জ্বালানো আগুনের কুণ্ডে পড়ে থাকা কয়লার উপর ফেলল। ছোট্ট করে আগুন জ্বালিয়ে শিখার উপর দু'হাত উপুড় করে উষ্ণতার সন্ধান করল।

দেহের এক পাশে লাগাতার ব্যথা অনুভব করছে, যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে; মুখ আড়ষ্ট হয়ে গেছে। হাত দুটো ঠিকমত নাড়াচাড়া করতে পারছে না, আঙুলে জোর পাচ্ছে না, তীব্র ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে যাচ্ছে।

আকাশে ম্লান হয়ে যাচ্ছে শেষ কয়েকটা তারা, ঠিক ধোঁয়ার ভিতর মথ পোকা যেমন অদৃশ্য হয়ে যায়। আগুনে আরও ডাল যোগ করল হিকক, আলতো হাতে হোলস্টার পরখ করল। একটাও নেই।

হামাগুড়ি দিয়ে মরা গাছের গুঁড়ির দিকে এগোল। কিছু কয়লা আর আগুনটাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে বড় পাতায় করে। একসময় গুঁড়ির কাছে পৌঁছল ও, তারপর সযত্নে গুঁড়ির সঙ্গে গা ঠেকিয়ে আগুন জ্বালাল। প্রথমে ধরতে চাইল না, তবে কয়েক মিনিট পর জুতমত আগুন ধরে গেল।

নিশ্চিন্ত মনে কিছুটা সরে এল হিকক। এই আগুন অনেকক্ষণ ধরে জ্বলবে, গাছের গুঁড়ি জ্বলতে থাকবে বলে উষ্ণতা বা উত্তাপ নিয়ে সমস্যা হবে না আর। আশপাশে জ্বলার মত তেমন কিছু নেই বলে আগুন ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, শুধু গুঁড়িটাই

জ্বলবে।

ক্লান্ত দেহে শুয়ে পড়ল হিকক, সামান্য পরিশ্রমে অবসন্ন হয়ে পড়েছে। অসহায় বোধ করছে ও, স্পষ্ট বুঝতে পারছে অন্য কারও সাহায্য ছাড়া এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে না; এবং সাহায্য আসতে হবে শিগ্‌গিরই, কারণ তীব্র ঠাণ্ডার মধ্যে বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না। উপরন্তু দেহে একাধিক জখম রয়েছে।

কখন অচেতন হয়ে পড়ল নিজেও জানে না ও।

ঝলমলে রোদে আবার চোখ মেলে তাকাল হিকক। রোদের আঁচ লাগছে গায়ে। তীব্র শীত বিতাড়িত হয়েছে। আকাশের দিকে চোখ পড়তে প্রকাণ্ড একটা শকুনকে চক্কর কাটতে দেখতে পেল। খুব নীচ দিয়ে উড়ছে ওটা। মিনিট দুয়েক পর পঞ্চাশ গজ দূরের এক অ্যাসপেনের ডালে এসে বসল।

গলা ফাটিয়ে চেঁচাল হিকক, হাত নেড়ে তাড়ানোর চেষ্টা করল ওটাকে। কিন্তু গ্রাহ্য করল না শকুন, বরং ধৈর্য নিয়ে বসে থাকল; অফুরন্ত সময় আছে ওটার হাতে।

মিনিট দুয়েক পর হঠাৎ ঢালের দিকে ফিরল ওটা, তারপর নেহাত অনিচ্ছার সঙ্গে উঠে গেল আকাশে, ধীর গতিতে সরে গেল মরুভূমির দিকে।

ঠায় পড়ে থাকল হিকক, তামাটে বর্ণের আকাশে দৃষ্টি স্থির। অর্ধচেতন অবস্থায় আছে, না পুরোপুরি সচেতন বা অচেতন, জানে না। কোন কিছুই সুস্থিরভাবে চিন্তা করতে পারছে না।

হঠাৎ দূরে একজনের কণ্ঠ শোনা গেল: 'আরে, এখানে একটা হ্যাট!'

হিককের মনে হলো ভুল শুনেছে, অবচেতন মন ওকে মিথ্যে আশা দিচ্ছে। কিন্তু পরপরই আরেকজনের কণ্ঠ শুনে ভুল ভাঙল: 'উঁহুঁ, পাহাড়ের উপরে নেই ওরা। ওখানে ওঠা রীতিমত অসম্ভব!'

অনেকক্ষণ আর কোন শব্দ হলো না। চারপাশ একেবারে নীরব হয়ে গেছে। হঠাৎ পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল বিল হিকক। একটু

আগে ঘোরে আক্রান্ত ছিল না ও, ঠিকই শুনেছে। লোকজন ওর খোঁজে বেরিয়েছে!

চিৎকার করে সাড়া দিল ও, কিন্তু নিজেও বুঝতে পারল মুখ থেকে আওয়াজ বেরোয়নি। অসহায় বোধ হলো। অগত্যা বিকল্প ব্যবস্থা নিল। শরীরে শক্তি সঞ্চয় করল মিনিট দুই ধরে, তারপর কষ্টেসৃষ্টে উঠে গাছের গুঁড়ির কাছে চলে এল। আগুন থেকে জ্বলন্ত একটা কাঠি তুলে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে মারল।

'আমি নিশ্চিত ওপরে আছে ও,' আবার একজনের কণ্ঠ ভেসে এল। 'আগুন আর ধোঁয়া দেখে এসেছি আমরা, সম্ভবত পাহাড়ের উপর আছে আগুন। নীচে, পাহাড়ের গোড়ায় বাকস্কিনটাকে দেখেছি। ঘোড়া ছেড়ে দূরে যাওয়ার কথা নয় ওর।'

'মনে হচ্ছে তুমি যেন ওকে দেখেছ?' তির্যক সুরে বলল নতুন একজন। 'আমি কিন্তু কিছুই দেখতে পাইনি।'

'তোমরা যাও বা না-যাও, আমি ওপরে উঠছি!' ঘোষণা করল প্রথম লোকটা।

'মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার!'

অনেকক্ষণ আর কোন শব্দ শোনা গেল না, তারপর জোরাল পদশব্দ কানে এল। 'আরে, এখানে দেখছি বার্নেট পড়ে আছে! দেখো ওর অবস্থা! ঝড় বয়ে গেছে নাকি এখানে?'

আবার চিৎকার করার প্রয়াস পেল হিকক, এবারও আওয়াজ বেরোল না। সম্ভবত গোঙানির মত শব্দ হয়েছে, তাই শুনে ছুটে এসেছে কয়েকজন। ড্যান হাওয়ার্ড, রাস্টি ওয়েব, রেস মেলিন। রুগ্ন ও মলিন দেখাচ্ছে মেলিনের মুখ, মাথায় ব্যাণ্ডেজ। ওদের সঙ্গে শহর থেকে আসা বেশ কয়েকজন লোকও রয়েছে।

'তুমি ঠিক আছ, বিল?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল রাস্টি, হিককের দেহে চকিত দৃষ্টি চালিয়ে বুঝে নিতে চাইল অবস্থা কতটা খারাপ।

'তোমার কী ধারণা?' বিড়বিড় করে, ম্লান স্বরে পাল্টা জানতে

চাইল হিকক।

ফের যখন চোখ মেলল ও, দেখল অন্ধকার একটা কামরায় শুয়ে আছে। আরামদায়ক ও স্বস্তিকর পরিবেশ। পিঠের নীচে নরম বিছানা। গায়ের উপর চাদর। ব্যথা বা যন্ত্রণা নেই কোথাও।

প্রায় নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল জুয়ানিতা, মৃদু পায়ে অথচ দ্রুত এসে বসল হিককের শিয়রে। খুশি ঝলমল করছে চোখে।

'কেমন বোধ করছ?' জানতে চাইল।

'ভাল,' ফিসফিস করে বলল ও। 'ভাবছি সুস্থ হওয়ার পর ক্যালিফোর্নিয়া চলে যাব আমরা। সাগরের তীরে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসব।'

মিষ্টি হাসল জুয়ানিতা। 'স্যান পেদ্রো নামে ছোট্ট একটা বন্দর আছে, লাগোয়া শহরও আছে। রেলরোড আর ডকের লোকজন নিশ্চয়ই গ্যাম্বলিং হল তৈরি হলে খুব খুশি হবে।' ঝুঁকে হিককের ঠোঁটে আলতো চুমো খেল ও। 'চিন্তা কোরো না, তুমি কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলে ড্যানকে গোছাতে বলে দেব।'

প্রশান্তিতে চোখ বুজল হিকক। সল্ট লেকে আসার পর টানা ধকল গেছে, উদ্বেগ বা অস্থিরতারও কমতি ছিল না। শেষপর্যন্ত সবকিছু সম্পন্ন হয়েছে। ঠিক যেভাবে আশা করেছিল, হয়তো সেভাবে নয়, কিন্তু শেষ তো হয়েছে।

এবার এখান থেকে কেটে পড়ার সময়। শিগ্‌গিরই সল্ট লেকে ওর উপস্থিতির খবর চাউর হয়ে যাবে। বার্নেট আর রলেসদের সঙ্গে জুয়ানিতা বা রাস্টিদের গল্পও ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে। কখন কার মাথায় হিকককে খুন করে বিখ্যাত হয়ে যাওয়ার উদ্ভট চিন্তা চেপে বসে, কে জানে!

সময় থাকতে থাকতে এখান থেকে চলে যাওয়াই মঙ্গল, দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে ভাবল বিল হিকক। এই পালিয়ে বেড়ানো বা নিজেকে লুকিয়ে রাখা বোধহয় কখনোই শেষ হবে না!

***